বাংলা ছন্দে যতি ও যতিলোপ : পুনর্বিচার

PhD [কলা বিভাগ] উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী

গবেষক সুতপা সেনগুপ্ত

ক্রম- সংখ্যা AOOBE 1101315 বর্ষ 2015-16

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

BANGLA CHHANDE JOTI O JOTILOP : PUNARVICHAR

বাংলা ছন্দে যতি ও যতিলোপ : পুনর্বিচার

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. UDAYA KUMAR CHAKRABORTY

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor :
Dated : 19.01.2023

Prof. Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Candidate :
Dated : 19.01.2023

স্বীকৃতি জ্ঞাপন

গবেষণা শুরু করার দিন থেকে যাঁর কাছ থেকে উৎসাহ, প্রশ্রয়, পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি, তিনি আমার শিক্ষক,তত্ত্বাবধায়ক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী। কবিতা লেখালেখির সূত্রে ছন্দের অন্যরকম পাঠ পেয়েছি আমার গুরু শঙ্খ ঘোষের কাছে। এঁদের কাছে ঋণ আমার চিরকালীন।

সাহায্য পেয়েছি জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছ থেকে প্রত্যাশার অতীত, যেমনটি পেয়েছি আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আইভি আদক ও সহযোগী গ্রন্থাগারিক হরিশ্চন্দ্র মণ্ডলের কাছ থেকে।

ছাত্রদের কাছ থেকেও কম উপকার পাইনি, গবেষণার প্রয়োজনে নানা বই ও তথ্য সরবরাহ করেছেন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী প্রমিতা ভৌমিক, সৈকত সরকার ও সুমন দে। বর্তমান দুই ছাত্রের কাছ থেকেও সাহায্য পেলাম অতিসম্প্রতি, মাসুদ রাণা মণ্ডল ও শৌর্যদীপ্ত গুপ্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার সহকর্মী অধ্যাপকবৃন্দও কোনও না কোনও ভাবে সহায়তা দিয়েছেন।

সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথা i - ii

প্রথম অধ্যায় : ১ - ২০

প্রাথমিক আলোচনা : গবেষণার বিষয়, পূর্বপাঠ-পর্যালোচনা এবং পদ্ধতি ও সংগঠন

দ্বিতীয় অধ্যায় : ২১ - ৩৬

যতি ও যতিলোপ : সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের নিয়ম

তৃতীয় অধ্যায় : ৩৭ - ৪৬

প্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত বাংলা ছন্দের সূত্র ও পরিভাষা নির্মাণের গতিরেখা এবং

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক ছান্দসিকদের অভিমত

চতুর্থ অধ্যায় : ৪৭ - ১৪৯

বাংলা কবিতায় যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন : দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায় : ১৫০ - ২০৬

যতিলোপ নির্দেশের কারণ নির্ণয়, যতিলোপ প্রয়োগে উদ্ভূত সমস্যার বিশ্লেষণ

এবং সম্ভাব্য সমাধানের প্রস্তাব

গ্রন্থপঞ্জি ২০৭ - ২১৯

প্রাক্‌কথা

ছন্দের কাজ হচ্ছে উচ্চারণে ধ্বনির বা ধ্বনিগুচ্ছের সংকোচন-প্রসারণের ক্ষমতাটি ব্যবহার করে একটি বা একাধিক নকশা তৈরি করা, যা নিয়মিত বিরতির দ্বারা খচিত। ছন্দোবদ্ধ রচনায় ভাষার তথা শব্দার্থের গুরুত্ব যতখানি, ধ্বনির প্রভাব সঞ্চালনের গুরুত্ব তার সমান বা ততোধিক। ছন্দে ধ্বনির এই যে ক্রীড়া তার মধ্যে অংশ নেয় দুটি উপকরণ –ধ্বনি এবং যতি। এই যতিটির নাম ছন্দযতি। ছন্দযতি ছন্দের গঠনটিকে ধরে রাখে। ছন্দোবদ্ধ একটি বাক্য থেকে ছন্দযতি সরিয়ে নিতে গেলে ধ্বনিবিন্যাসে তথা ধ্বনি-সংস্থাপনে বদল ঘটাতে হয়। যেমন : 'গিয়েছে সব কিছু' এই বাক্যাংশে যে ছন্দ তৈরি হয়েছে, ওই একই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে কিন্তু তার সংস্থাপন একটু বদল করে যদি বলি 'সব কিছু গিয়েছে', তখন আর পূর্বের বাক্যাংশের ছন্দ সেখানে থাকছে না। 'গিয়েছে : সব কিছু'-র মাত্রাবিন্যাস ৩ + ৪, 'সব কিছু : গিয়েছে'-র ক্ষেত্রে মাত্রাবিন্যাস ৪ + ৩ (রুদ্ধ দল ২ মাত্রা ও মুক্ত দল ১ মাত্রা ধরা হয়েছে দুটি বাক্যের ক্ষেত্রেই)। 'সব', 'গিয়েছে' এবং 'কিছু' তিনটি শব্দ দুটি বাক্যাংশেই আছে, অর্থও একই আছে, তৎসত্ত্বেও দুটি বাক্যাংশের ধ্বনি-প্রভাব দু প্রকার হয়ে গেছে। একটা বিষয় এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, শব্দের বা শব্দাংশের মধ্যে, ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বললে, ধ্বনিগুচ্ছের এই বিন্যাসের মধ্যে, বিরতি বা যতি কোথায় পড়ছে — তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বাক্যের বা বাক্যাংশগুলির ছন্দের গড়ন।

দেখা গেল, গদ্যবাক্যে অর্থযতির যে গুরুত্ব শব্দপাতে থাকে, ছন্দোবদ্ধ পদ্যে তার জায়গা নিয়ে নেয় ছন্দযতি। পদ্যে ছন্দই নিয়ামক। ছন্দ-উচ্চারণ তাই নিয়মিত, তার নিয়মটি রক্ষা করে যতি। ছন্দযতি। ছন্দযতি তার নানা বিভাগ (পদযতি, পর্বযতি, উপযতি) নিয়ে একটি নির্দিষ্ট ও সমান মাপ তৈরি করে বার বার একই দূরত্বে একই ভাবে ফিরে ফিরে আসে একটি পদ্যের পঙ্‌ক্তিগুলিতে (বা পঙ্‌ক্তিতে বা পদে বা পর্বে – যেহেতু বিভিন্ন প্যাটার্নে তা হতে পারে, তাই সব ক-টি বিকল্প উল্লেখ করা হলো)।

একটি ছন্দোবদ্ধ পদ্যাংশের কোনও একটি (বা একাধিক) স্থানে স্থাপিত যতির যদি লোপ ঘটানো হয়, সেই অংশে যতি তার কাজটি করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ওই অংশটি ছন্দহীন হয়ে পড়ে। ছন্দোবদ্ধ একটি পঙ্‌ক্তির কোনও অংশ ছন্দহীন হয়ে পড়লে গোটা পঙ্‌ক্তিটি, এমনকি শুধু ওই পঙ্‌ক্তিই নয়, সমগ্র কবিতাটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা পাঠ বা উচ্চারণ করা হয় সেই কবিতায় প্রয়োগ করা ছন্দের নিয়মিত চালে। এই চাল কোনও অংশে নেই-হয়ে গেলে, তা চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার সামিল। ছন্দের পরিকল্পনা ওই অংশে ব্যর্থ হয়ে যায়। যেহেতু সমগ্র কবিতার ছন্দ-পরিকল্পনা একই, তাই কোনও সামান্য অংশও তার থেকে বিচ্যুত হলে কবিতাটির ছন্দ তার নিজস্ব গতি হারিয়ে ফেলে। একটি অংশে যতিলোপ হলে পুরো কবিতাই ছন্দ-ভ্রষ্ট হয়।

যতিলোপের ধারণা এই কারণে ছন্দের উপযোগী নয় । তার প্রয়োগ ছন্দের কাজে লাগে না, উল্টে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সাহিত্যের ছাত্র ও কবিতার মনোযোগী পাঠক হিসেবে, কর্মস্থানে ছন্দশিক্ষা দানের সুবাদে এবং কবি হওয়ার কারণে হাতেকলমে ছন্দচর্চা করতে হয় বলে, যতিলোপের ধারণা দীর্ঘকাল ধরে অস্বস্তিতে রেখেছে। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁর যতিলোপ-তত্ত্ব প্রসঙ্গে অসুবিধা বোধ করেছি। যতিলোপ-তত্ত্ব নির্মাণের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা যেমন বোধ করেছি, সেটি নিরসনের পথ খুঁজে সম্ভাব্য সমাধানের হদিশ বের করাও ততখানি জরুরি মনে করেছি। এ-খোঁজই এই গবেষণার উদ্দিষ্ট।

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক আলোচনা : গবেষণার বিষয়, পূর্বপাঠ-পর্যালোচনা এবং পদ্ধতি ও সংগঠন

ক. বিষয় প্রসঙ্গ

বাংলা ছন্দের মূল কাঠামো বিশ্লেষণ দ্বারা সূত্র নির্ণয় করেছেন যাঁরা, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ, তাঁদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র সেন অন্যতম। স্বীকার করা ভালো যে, তিনিই যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সূত্রগুলি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশিত যতিলোপ বিষয়ক সূত্রটি ছন্দোরীতির প্রাথমিক আবশ্যিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। বর্তমান গবেষণায় সূত্রটির পুনর্বিচার ও বিকল্প অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হরেছে।

আত্তেয়-সংগ্রহ এবং তার দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের নিরীক্ষণ এই গবেষণার প্রক্রিয়াগত তথা পদ্ধতিগত একটি দিক, বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি দ্বারা তত্ত্বানুসন্ধান গবেষণাটির অপরাংশের প্রক্রিয়া। সংগৃহীত আত্তেয় নিরীক্ষণের সাহায্যে বাংলা ছন্দে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ক প্রবোধচন্দ্র-উত্থাপিত আপত্তির কারণ নির্ণয়, যৌক্তিকতা বিচার এবং সেইসূত্রে তাঁর নির্দেশিত যতিলোপ প্রয়োগের পুনর্বিচার তথা তজ্জনিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এই গবেষণার মূল আধেয়। আত্তেয় -নিরীক্ষণের মাধ্যমে তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও পুনর্বিচারের পথটি প্রস্তুত হয়েছে । ছন্দবিশ্লেষণের দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চর্যাপদ থেকে শুরু করে বাংলা কবিতার সব ক-টি পর্বের পথ ধরে বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন কবির কবিতাপঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে সেগুলির ছন্দবিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার উদ্দিষ্ট তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

যেহেতু প্রবোধচন্দ্রের সূত্র ও তাঁর ব্যাখ্যাগুলির পুনর্বিচার এই গবেষণার উদ্দেশ্য, ফলত উক্ত সূত্র এবং

তাঁর ব্যাখ্যাগুলিও এই অভিসন্দর্ভের আকর হিসেব উদ্ধৃত হয়েছে। এবিষয়ে যাতে কোনও প্রকার ভ্রান্তি উপস্থিত না হয়, সে -কারণে পূর্বপদের প্রামাণ্য হিসেবে সেগুলি গবেষণা-সন্দর্ভের মূল অংশেই যথাযথ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন ঘটেছে।

প্রসঙ্গত অপর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা দরকার। যেহেতু প্রবোধচন্দ্র সেনের একাধিক প্রবন্ধ ও ছন্দোগ্রন্থে লিখিত সূত্র ও মন্তব্যের উল্লেখ দ্বারা তাঁর ছন্দোধারণার বিবর্তন-পথটি চিহ্নিত করার প্রয়োজন ঘটেছে — সে-কারণে কখনও কখনও তাঁর উদ্ধৃতিগুলির সংশ্লিষ্ট বন্ধনীর মধ্যে পৃষ্ঠাসংখ্যার পাশে রচনার প্রকাশকালও উল্লেখ করা হয়েছে। এই গবেষণা-কর্মে এম. এল. এ রীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যে রীতিতে উল্লিখিত বন্ধনীতে প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয় না, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনবশে কিছু স্থানে প্রকাশকাল সংযোজিত হলো।

খ. পূর্বপাঠ পর্যালোচনা : বাংলা ছন্দ-চর্চা, প্রবোধচন্দ্রের পূর্বকালীন ও সমকালীন

১. চক্রবর্তী, নরহরি। *ছন্দঃসমুদ্র*

বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম ছন্দোগ্রন্থের বিষয় বাংলা ছন্দ নয়, সংস্কৃত ছন্দ। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের *ভক্তিরত্নাকর* ও *নরোত্তমবিলাস* কাব্যের কবি হিসেবে খ্যাত নরহরি চক্রবর্তী তথা ঘনশ্যাম দাস *ছন্দঃসমুদ্র* নামক এই গ্রন্থের লেখক। এই গ্রন্থ খণ্ডিত ভাবে (প্রথম তরঙ্গের সামান্য অংশ) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে হরিদাস দাস-সম্পাদিত *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য,* -এর প্রথম খণ্ডে এবং ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে (সম্পূর্ণ প্রথমতরঙ্গ ও দ্বিতীয় তরঙ্গের ৬৫ নং শ্লোক 'সুষমা ছন্দের আলোচনা' পর্যন্ত) হরিদাস দাস-সম্পাদিত *গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান-* এর চতুর্থ খণ্ড

বৈদিক ও লৌকিক ভেদে বিভাজিত করে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের পরিচয় দিয়েছেন — তাঁর সমকাল-অবধি রচিত ছন্দোগ্রন্থ ও সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থগুলির থেকে প্রভূত উপাদান সংগ্রহ করে। অর্থাৎ প্রামাণিক ছন্দোগ্রন্থ রচনার প্রয়াস এটি। সহজবোধ্য ভাষায় লেখা এই বইটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের শিক্ষাদান। বর্ণ, মাত্রা, লঘুগুরু বিচার, মাত্রানিরূপণ, যতিবিচার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ নয়, পূর্ব ছন্দচর্চার নিরিখে বিশ্লেষণ, সংকলন ও সংরক্ষণ এই গ্রন্থের মূল প্রচেষ্টা।[১] (চৌধুরী কামিল্যা ৪২-৫০, সেন ১৩৩-৩৮)

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

২. Halhed, Nathaniel Brassey. *A Grammar of the Bengal Language*

বাংলা ছন্দ বিষয়টি প্রথম যে বইতে আলোচিত হয়েছে, তা একটি ব্যাকরণ-গ্রন্থ। এটি লিখিত হয়

ইংরেজি ভাষায়, *A Grammar of the Bengal Language* (১৭৭৮), লেখক ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (১৭৫১- ১৮৩০)। এটি রচিত হয়েছিল ইংরেজ প্রশাসনের সুবিধার জন্য ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষাশিক্ষায় রপ্ত করার উদ্দেশ্যে।

বইটির আটটি অধ্যায়ের সাতটিতে বাংলা ব্যাকরণ আলোচিত। অষ্টম অধ্যায় 'Of Orthoepy and Versification' অর্থাৎ উচ্চারণবিধি ও ছন্দ-বিষয়ক। ১৯০ পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গ উল্লেখের পর ১৯১- ১৯৬ পৃষ্ঠা অব্দি আলোচিত হয়েছে উচ্চারণবিধি ও শব্দার্থ। ১৯৬- ২০৪ পৃষ্ঠায় বাংলা ছন্দ এবং ২০৫-২০৭ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে বাংলার সংগীত বিষয়ে তাঁর অবধারণ।

তাঁর মতে, বাংলা ভাষায় ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রস্বর দ্বারা এবং পঙ্‌ক্তির দল-সংখ্যার দ্বারা, ধ্বনি-পরিমাণের (quantity) কোনও গুরুত্ব এখানে নেই। মিলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। যতির উল্লেখ করেছেন। বাংলা ছন্দে পর্বের আদিতে প্রস্বর পড়ে, এটি শনাক্ত করেছেন।

প্রস্বর-বিন্যাসের ইংরেজি ছন্দ- পদ্ধতির নিরিখে পয়ারের রীতি Trochaic এবং তোটকের রীতি Anapaestic বলে চিহ্নিত করেছেন। পয়ার, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি ছন্দোবন্ধগুলিকে ছন্দ হিসেবে দেখিয়েছেন, পাশাপাশি সংস্কৃত ছন্দ তোটক, অনুষ্টুপ, জগতী প্রভৃতি ছন্দের উল্লেখ করেছেন। পয়ারের একটি পঙ্‌ক্তিতে ১৪ টি দল আছে এটি তাঁর ঠিক নির্ণয়। । কিন্তু পয়ারের একটি পঙ্‌ক্তিকে দুটি সাত দলের পদে বিভক্ত করেছেন, যা অযথার্থ।

ইংরেজি ছন্দের নিরিখে বিচার করে তিনটি ছন্দ-প্রকৃতি পেয়েছেন — Heroic, Lyric, Eligiae, যার মধ্যে পয়ারকে Heroic প্রকৃতির ছন্দ এবং দ্বিপদী ইত্যাদি ছন্দকে Lyric প্রকৃতির ছন্দ হিসেবে ধার্য করেছেন। Eligiae অর্থাৎ 'গীত' প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, এগুলির ছন্দ শিথিল ও ত্রুটিপূর্ণ বলে নিয়ম সূত্রায়িত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বাংলার পদাবলি ইত্যাদির ছন্দের বিচার করতে পারেননি। [২]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৩. রায়, রামমোহন। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*

বাংলা ভাষায় লিখিত বাংলা ছন্দবিষয়ক প্রথম আলোচনা পাওয়া যায় রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩) বইতে। তাঁর *Bengalee Grammar in the English Language* (১৮২৬) বইটির অবিকল প্রতিরূপ এই বইটি। বাংলা ব্যাকরণের অংশ হিসেবে বাংলা ছন্দের সামান্য পরিচয় ১১৩-১১৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে।

সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম অনুসারে বাংলা ছন্দ নিরূপণ তথা বিচারের চেষ্টা করেছেন। 'সংস্কৃতানুসারে' অ, আ ইত্যাদি নয়টি স্বরবর্ণকে গুরু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পূর্ববর্তী হল-এর সঙ্গে যুক্ত (কা, কী ইত্যাদি) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গের পূর্বে অবস্থিত স্বরবর্ণকেও গুরু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাভাষায় লঘু-গুরু বর্ণের বিন্যাস ঘটিয়ে ছন্দ প্রয়োগ করা যায় না, ফলত সুশ্রাব্য নয়, এটি তাঁর অবধারণ।

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দোবন্ধকে ছন্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তোটক ছন্দের সঙ্গে Anapaest-এর সাদৃশ্য পেয়েছেন। পয়ারে ও ত্রিপদীতে অন্ত্যমিলের উল্লেখ করেছেন 'উভয়ের শেষ অক্ষরে এক জাতীয় হল ও স্বর হয়'। পয়ারে ১৪ টি অক্ষর (হরফ অর্থে) এবং কমপক্ষে ৭ টি ও ১৪টির কম ধ্বন্যাঘাত (দল অর্থে) থাকা প্রয়োজন, এই নির্ণয় করেছেন।

'গীতের শৃঙ্খলা'ও 'কবিতার পারিপাট্য' নেই, 'সুতরাং ইহার ছন্দপ্রকরণ জানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই' এটিই তাঁর অভিমত।[৩]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৪. শর্ম সরকার, শ্যামাচরণ। *বাঙ্গলা ব্যাকরণ*

ব্যাকরণের অংশ হিসেবে ছন্দের আলোচনা দেখা যায় শ্যামাচরণ শর্ম সরকারের (১৮১৪- ১৮৮২) *বাঙ্গলা ব্যাকরণ* (১৮৫২) বইটিতে, যার পূর্বে তিনি লিখেছেন *Introduction to the Bengali Language* (১৮৪০)। নবম পরিচ্ছেদটি 'পদ্য' (পৃষ্ঠা ২৩৪-২৫২)। ছন্দে বিন্যস্ত বাক্যাংশ অর্থে 'চরণ' বা 'পাদ' শব্দের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বাংলা ছন্দের তিন শাখা — বর্ণবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও বাংলা অক্ষরবৃত্ত। বর্ণবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ তাঁর মতে সংস্কৃতানুসারী ছন্দ।

ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দোবন্ধকে ছন্দ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, 'এক চরণে দুই কিম্বা অধিক ভাগ থাকে, ঐসকল ভাগের নাম পদ'।

প্রথম প্রকাশিত *বাঙ্গলা ব্যাকরণ*(১৮৫২)-এ এই অভিমত জানাচ্ছেন যে, 'মিত্রাক্ষরহীন পদ্য' বাংলায় রচিত হয়নি, হলেও সুখশ্রাব্য হতো না । বইটির তৃতীয় সংস্করণে (১৮৬১) লিখেছেন 'অধুনা মিত্রাক্ষরহীন পদ্যও রচিত হইতেছে'।

দল অর্থে 'স্বর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যতি-ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৪] (সেন ১১১-১৫)

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

৫. রায়, নন্দকুমার। *ব্যাকরণ দর্পণ*

পদ্যাকারে লিখিত *ব্যাকরণ দর্পণ* (১২৫৯) রচনা করেছেন নন্দকুমার রায়। জীবনকালের তথ্য পাওয়া

যায়নি। ব্যাকরণের নিয়ম আলোচনার পর গদ্য রচনা ও পদ্য রচনা এবং শেষে রস বিষয়ক আলোচনা এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। ৮৩- ৯৭ পৃষ্ঠাব্যাপী 'পদ্য রচন' অংশটি।

পঙ্‌ক্তিকে নামাঙ্কিত করেছেন 'পদ বা চরণ' বলে। যতির অবস্থানের উল্লেখ করেছেন 'অঙ্গভেদ' শব্দ দ্বারা। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদিকে বন্ধ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 'তোটকাদি' ছন্দে 'লঘু-গুরু নিরূপণ' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, ফলে বাংলা ছন্দে লঘু-গুরু নিরূপণ নেই এই ধারণা তাঁর ছিল এমন অনুমান করা যায়। মিলের নিয়ম উল্লেখ করেছেন।

দশটি বাংলা ও তিনটি সংস্কৃত ছন্দোরূপের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন দৃষ্টান্তসহ। পয়ার ১৪ টি বর্ণ-সংবলিত বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দৃষ্টান্তগুলিতে ১৪টি দল লক্ষ করা যায়। সংখ্যা ব্যবহার করে গণনার যে নকশা দেখিয়েছেন, সেটিও বর্ণ সংখ্যার বদলে দল-সংখ্যার হিসাব বলে অধিক প্রতিভাত হয়। বিশেষত একটি পাদটীকা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বোধ হয়েছে : 'এস্থলে বক্তব্য এই যে এক বর্ণ ও দুই বর্ণ যুক্ত পদ সংলগ্ন হইলে তিন বর্ণের পদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্রূপ একে একে 'দুই' ও তিনে একে 'চারি' বর্ণের পদ স্বীকার করিতে হইবে, আর দুই দুই বর্ণের স্থানে এককালীন বর্ণ চতুষ্টয় বিশিষ্ট পদ আদেশ হইতে পারে।'[৫]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৬. বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়*

লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫-১৯১৬) লিখিত *কাব্যনির্ণয়*(প্রথম প্রকাশ ১৮৬২) বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে 'ছন্দঃ পরিচ্ছেদ' অধ্যায়টি যুক্ত হয়। বাংলা ভাষায় লিখিত কাব্য, নাটক, জীবনচরিত ইত্যাদি নানা পদ্যসাহিত্যের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে বাংলা কাব্যের রীতি, রস, গুণ, অলংকার শব্দব্যবহারবিধি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা বইটিতে আছে। 'ছন্দঃ পরিচ্ছেদ' ৮৭-১২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ অধ্যায়,

যেখানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত নানা ছন্দের আলোচনা আছে, কিন্তু তা সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম ধরেই নির্ণীত হয়েছে। পয়ার, বৃত্তাক্ষরা, বৃত্তগন্ধী ইত্যাদি শ্রেণি নির্দেশ করে ছন্দ আলোচনা করেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। ১২৩- ১৪৪ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে 'সংস্কৃতানুযায়ী' ছন্দের বিবরণ।

'অক্ষর' শব্দটিকে দল অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'পদ' ও 'চরণ' দুটি শব্দই পদ অর্থে ব্যবহার করেছেন। গণের উল্লেখ করে স্বরের লঘু-গুরু বিচার সংস্কৃত নিয়ম-অনুযায়ী ধার্য করে ছন্দ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।

'যতি' প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন।[৬]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৭. রায়চৌধুরী, ভুবনমোহন। *ছন্দঃকুসুম*

পদ্যাকারে লিখিত ভুবনমোহন রায়চৌধুরীর (১৮৬৪- ১৯০৩) *ছন্দঃকুসুম* (১২৭০) সংস্কৃত ছন্দগুলি 'প্রাকৃত ভাষাতে' প্রচলিত করার উদ্দেশ্যে রচিত। এখানে বাংলা ভাষাকে 'প্রাকৃত ভাষা' বলে অভিহিত করেছেন লেখক।

লেখক জানিয়েছেন, ১৮৩ প্রকার ছন্দোবন্ধে প্রস্তুত এই বইটি। আরও জানিয়েছেন যে, গঙ্গাদাস সূরির 'ছন্দোমঞ্জরী' (সূরি, গঙ্গাদাস) এবং 'বৃত্তরত্নাবলী' (কালিদাসের নামে প্রচলিত) গ্রন্থদুটিকে একত্রিত করে 'সূক্ষ্মাক্ষরে' তার লক্ষণ ও উদাহরণ ব্যবহার করে বইটি লিখিত।

ভূমিকায় ৩১৪-১৭ সংখ্যক শ্লোকে বাংলাভাষার উচ্চারণ-প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ে আক্ষেপ করেছেন

‘পঠিছে সর্বদা লোকে উচ্চারণ- বিপর্যয়ে।।

লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু। / হ্রস্বদীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।।

হসন্তপ্রায় সম্ভাবষে শব্দের শেষ অক্ষরে। / বর্ণা-তস্থ অকারেরে লুপ্তাকারে পঠে সদা।।’

যা বাংলা ভাষার নিজস্বতা হিসেবে বিবেচনা করলে বাংলা ছন্দ নির্ণয়ের পথ তাঁর কাছে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।[৭]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৮. বাচস্পতি, মধুসূদন। *ছন্দোমালা*

বাংলা ছন্দ বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ মধুসূদন বাচস্পতি লিখিত *ছন্দোমালা* (১৮৬৮)। প্রাঞ্জল ভাষায় পদ্যাকারে লিখিত এই বইতে কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীর *কবিকঙ্কনচণ্ডী* থেকে মধুসূদন দত্তের *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* পর্যন্ত মোট ষোলটি গ্রন্থ থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে ছন্দ-আলোচনা করা হয়েছে। ভুবনমোহন রায়চৌধুরী-লিখিত *ছন্দঃকুসুম* এবং শেষচিন্তামণি-লিখিত *ছন্দঃপ্রকাশ*– এই দুটি পদ্যাকারে লেখা ছন্দোগ্রন্থ থেকেও দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন।

‘পদ’, ‘পাদ’ ও ‘চরণ’ এই তিনটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। পয়ার প্রসঙ্গে এই দুটি পঙ্‌ক্তি থেকে বোঝা যায় ‘বর্ণ’ ও ‘অক্ষর’ এখানে সমার্থক — ‘চতুর্দশ বর্ণে হয় সকল পয়ার। / অষ্টম অক্ষরে যতি প্রশস্ত তাহার ।।’

অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দেই : ‘পয়ারে অমিত্রাক্ষর পদ্য লিখ যদি, … ইহাতে যে-কোন স্থলে বাক্য সমাপন / হইবে, সে নহে দোষ, বরঞ্চ সে গুণ’।

‘ছন্দগত’ ও ‘অর্থগত’ যতির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।[৮] (সেন, ২০৫-৯)

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৯. ন্যায়রত্ন, রামগতি। *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব*

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১- ৯৪) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস রচয়িতা হিসেবে গণ্য হতে পারেন। *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৭২) বইটিতে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারা নির্ধারণ করার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। ছন্দের আলোচনা তিন পৃষ্ঠায় (৩০৭-৯) সংক্ষেপে লিখিত। তিনিই প্রথম ধ্রুপদী ছন্দের পাশে লৌকিক ছন্দকেও আলোচনায় স্থান দিতে চেয়েছেন। স্ত্রীসমাজে প্রচলিত শ্লোক বা ছড়ার অংশ দৃষ্টান্ত হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।

সমসময়ের নতুন ছন্দপ্রয়োগকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত — ‘তৎসমস্তই প্রায় পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তরমাত্র’(৩০৭); ‘অক্ষরের ঐরূপ ন্যূনাধিক্য করায় বা পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতিকে মিশ্রিত করায়, স্থলবিশেষে ছন্দের বিলক্ষণ মধুরতা জন্মিয়াছে’(৩০৮)। মিল প্রসঙ্গে মন্তব্য আছে।[৯]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছন্দ*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সাহিত্য রচনার পাশাপাশি আরও বহু বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দ্বারা নিজের মত ও ধারণা সম্প্রসারিত করেছিলেন। *বাংলাভাষা পরিচয়* (১৯৩৮) বইতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-নিয়মের রূপরেখা তুলে ধরতে গিয়ে যেমন ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্র স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, *ছন্দ*(১৯৩৬) বইতেও তাঁর কবিসংবেদনের পাশাপাশি ভাষবিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি ও বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬২) ও পুনর্বিন্যস্ত ও পরিবর্ধিত তৃতীয়

সংস্করণ (১৯৭৬) প্রবোধচন্দ্র সেন-কর্তৃক সম্পাদিত ।

এই বইতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের মুল রূপ ও তার নানা বিচিত্র প্রকৃতিগত বিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে ও অবিরল্ভাবে কবিতা রচনার সূত্রে ছন্দচর্চা তথা ছন্দ-প্রয়োগের অভিজ্ঞতার কারণে এ-বিষয়ে তাঁর ধারণা বহু ছান্দসিকের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। ‘বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষর’, ‘সাধু ছন্দে হসন্ত শব্দের মাত্রানিরূপণ’, ‘ছন্দের হসন্ত-হলন্ত’ ইত্যাদি প্রসঙ্গ-নামগুলিতেই বোঝা যায় ছন্দপ্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি সূক্ষ্ম অভিনিবেশ দ্বারা তিনি বাংলা ছন্দচর্চার ক্ষেত্রটিকে কত দূর সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা সময়ে, কখনও প্রবন্ধের মাধ্যমে উত্তর-প্রত্যুত্তর বা প্রতিক্রিয়া-বিনিময়ে, কখনও সাক্ষাৎ আলোচনার মাধ্যমে প্রবোধচন্দ্র যে তাঁর ছন্দোধারণাকে আরও পুষ্ট ও খুঁতহীন করে তুলতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রাকরণিক বা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের জ্ঞানচর্চাগত প্রথা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেননি। বাংলা তিন রীতির ছন্দ তাঁর নামকরণে হয়েছিল ‘সাধু ছন্দ’, ‘প্রাকৃত ছন্দ’ এবং ‘সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ’। এ নামগুলি স্বতঃ-ব্যাখ্যাত নয়, অর্থাৎ নামের দ্বারা ছন্দের প্রকৃতিগত পরিচয় স্পষ্ট পরিভাষিত হয় না। তবে, ছন্দের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সূত্রে তিনি অজস্র কবিতা রচনা করে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে যে প্রাঞ্জল পাঠশিক্ষা দিয়েছেন, তা একজন ছন্দশিক্ষার্থীর চোখ ও কানকে তালিম দেওয়ার আদর্শ প্রক্রিয়া।

বাংলা ছন্দ-আলোচনায় ও তর্কে রবীন্দ্রনাথের যোগদান বাংলা ছন্দের সূত্র ও তত্ত্ব নির্মাণের যাত্রাপথ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[১০]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন প্রসঙ্গে তাঁর সমর্থন ছিল। তাঁর অজস্র কবিতায় যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের নজির পাওয়া যায়। বিষয়টি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য (অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায়):

‘বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে খণ্ডিত করা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে এটা কৃত্রিম ঠেকছে। কিন্তু ছন্দের ঝোঁকে অখণ্ড শব্দকে দুভাগ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ⋯ আমি বলছি কৃত্রিম শোনায় না, তিনি বলছেন শোনায়। আমি এখনও বলি, এই রকম কলাভাগে এই ছন্দে একটি নূতন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে, তার একটা রস আছে’ (১৪৫, *ছন্দ*)।

১১. দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। *ছন্দ-সরস্বতী*

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) এক অভিনব ভঙ্গিমায় ছন্দ আলোচনা করেছেন *ছন্দ-সরস্বতী* রচনাটিতে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় “ভারতী” (বৈশাখ ১৩২৫) পত্রিকায়। তিনি তাঁর কবিতারচনার যাত্রাপথে ছন্দচেতনার তথা ছন্দপ্রয়োগের যে বিবর্তন অবধারণ করেছেন, তারই বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত রসপূর্ণ ভঙ্গিতে — বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রীতি যেন তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছে ছন্দ-সরস্বতীর নানা মূর্তি ধারণ করে ‘ছন্দময়ী’ দেবীরূপে। একদিকে কল্পনারস অপরদিকে বৈঠকি চালে আটপৌরে ভাষাব্যবহার রচনাটিকে উপভোগ্য করেছে। দেবীর সঙ্গে কথোপথনের মধ্যে দিয়ে ছন্দের নানা খুঁটিনাটি আলোচনা এখানে আছে।

ছন্দপ্রকরণের পারিভাষিক শব্দগুলির পরিবর্তে আদ্যাশ্রী, মঞ্জুশ্রী, বুলবুলগুলজার ইত্যাদি নানা প্রকৃতির নামকরণ করেন। রচনার শেষ পর্বে তিনি সংক্ষেপে পাঁচটি ছন্দোরীতিকে পাঁচটি নামে অভিহিত করেন — মিশ্রবৃত্ত তাঁর অভিধায় হয়েছে ‘আদ্যা’, সরলবৃত্ত হয়েছে ‘হৃদ্যা’ এবং দলবৃত্ত ‘চিত্রা’; নিজ-উদ্ভাবিত দুই ছন্দোরীতির নাম হয়েছে ‘দৃপ্তা’ ও ‘মঞ্জু’, এই দুটি amphimetric ছন্দোরীতি। সিলেব্‌ল্‌-এর স্থানে ‘শব্দ পাপড়ি’, মোনোসিলেব্‌ল্‌-এর স্থানে ‘আলগা পাপড়ি’ ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ বেশ চিত্তাকর্ষক।

সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত দুটি পারিভাষিক শব্দ বাংলা ছন্দচর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে

‘পঙ্‌ক্তি’ ও ‘পর্ব’, যা ব্যবহার করেই বর্তমানেও বাংলা ছন্দ আলোচনা করা হয়ে থাকে।[১১]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ বিষয়ে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর বহু কবিতায় যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১২. মজুমদার, মোহিতলাল। *বাংলা কবিতার ছন্দ*

কবি মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) ছন্দবিষয়ক আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন “শনিবারের চিঠি” পত্রিকায় বেশ কয়েকটি সংখ্যা ধরে। *বাংলা কবিতার ছন্দ* (১৩৫২) বইটিতে সেগুলি সংকলিত হয়েছে। তৎকালে প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতার ছন্দবিচার ও মাত্রাগণনা করে অত্যন্ত যত্নসহকারে আলোচনা করেছেন। একটি নকশা রচনা করে, বাংলা ছন্দের শ্রেণিবিভাগ করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলা ছন্দকে সাধু ভাষা ও কথ্য ভাষার প্রয়োগের দিক থেকে দুটি প্রাথমিক ভাগে বিভাজিত করেছেন। ‘পয়ারজাতীয়’ অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত ও ‘রবীন্দ্রীয় গীতিচ্ছন্দ’ অর্থাৎ সরলবৃত্ত এই দুটিকে সাধুভাষার ছন্দোরীতির মধ্যে রেখে, নাম দিয়েছেন যথাক্রমে ‘পদভূমক’ ও ‘পর্বভূমক’। কথ্যভাষার ছন্দের মধ্যে ‘পর্বভূমক’ বলেছেন ছড়ার ছন্দ অর্থাৎ দলবৃত্তকে এবং সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত নতুন ছন্দের নাম দিয়েছেন ‘হসন্ত-প্রাণ মাত্রাবৃত্ত’।

বাংলা ছন্দে পর্বের যে নিজস্ব চরিত্র গড়ে উঠেছে, সেটি প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনাটি বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল। পর্বের আদিতে ‘ঝোঁক’ অর্থাৎ প্রস্বর স্থাপনের উল্লেখ করেছেন। ষট্‌মাত্রিক সরলবৃত্ত যে ৩+৩ এবং ২+২+২ এই দুই বিন্যাসে বিধৃত হয়, সেটিও বিস্তারে জানিয়েছেন।

বইটির প্রথম অধ্যায় (১-৭৭) বাংলা অপ্রবহমান ছন্দগুলি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৮১-১৫৬) অমিত্রাক্ষর ছন্দ আলোচিত হয়েছে।[১২]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং যতিলোপ প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা তিনি করেননি, যদিও তাঁর অনেক কবিতায় যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন ঘটেছে।

১৩. রায়, দিলীপকুমার। *ছান্দসিকী*

সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) তাঁর *ছান্দসিকী* (১৩৪৭) বইটিতে মূলত প্রবোধচন্দ্র সেন-নির্দেশিত ছন্দোধারণাগুলির অনুসরণ করেছেন। কোনও কোনও পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। অত্যন্ত সাবলীল ভাষা ও ভঙ্গিতে, প্রাচীন কবিতা থেকে অতিসাম্প্রতিক কবিতার দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে তিনি এক বিস্তারিত ছন্দ-আলোচনা উপস্থিত করেছেন। বাংলা ছন্দের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের সঙ্গে সংগীতের স্বারূপ্য-বন্ধনের প্রয়াস এবং এক সামগ্রিক দার্শনিক প্রক্ষেপণ বইটিকে পাঠকের কাছে বিশেষ উপভোগ্য করে তুলেছে।

‘স্বরবৃত্ত’, ‘মাত্রাবৃত্ত’ ও ‘অক্ষরবৃত্ত’ নামেই অভিহিত করেছেন বাংলা ছন্দের তিন রীতিকে। এছাড়া ‘স্বরাক্ষরিক’ এবং ‘প্রস্বনী’ ছন্দ নামকরণ করে যথাক্রমে amphimetric ছন্দ এবং বাংলায় অন্য ভাষার (সংস্কৃত, ইংরেজি, পারসিক ইত্যাদি) ছন্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। পরিশিষ্ট অংশে ইংরেজি ও সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ আছে।[১৩]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়টি যুক্তিসহ সমর্থন করেছেন। তাঁর বইয়ের সপ্তম অধ্যায় ‘মধ্যখণ্ডন, অতিপর্বিক, ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি’, যেখানে তিনি এ-প্রসঙ্গে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন, ‘বলা বাহুল্য এ-ভঙ্গি ছন্দকে ঈষৎ অসহজ বা বন্ধুর করে। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই বাংলা ছন্দে কবিদের কাছে মধ্যখণ্ডনের তেম্‌নি আদর যেমন ইংরাজি কবিদের কাছে আদর — অসহজ মডুলেশনের। ⋯ বাংলা

ছন্দে যুগ্ম অযুগ্মধ্বনির সমাবেশ-বৈচিত্র, বিশ্লিষ্ট- সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ও মধ্যখণ্ডন — এই ত্রয়ী হ'ল ছন্দবৈচিত্র্যের তিনটি প্রধান কৌশল'(১৩২, *ছান্দসিকী*)।

১৪. মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৮৪) দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা ছন্দ বিষয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বস্তুত প্রবোধচন্দ্রের সমকালীন ছন্দ-বিতর্কের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর তিনি। বাংলা ছন্দ-আলোচনায় বহু ক্ষেত্রে তাঁর বোধ গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষত আধুনিক কবিতাগুলির ছন্দ- বিশ্লেষণ তথা ছন্দ-নির্ণয়ে তিনি কখনও কখনও প্রবোধচন্দ্রের তুলনায় অধিক পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া দৃষ্টান্তগুলির ছন্দ-বিশ্লেষণ লক্ষ করলেই এটি প্রতিভাত হয়।

মিশ্রবৃত্ত, সরলবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দের নামকরণ তিনি করেছিলেন যথাক্রমে 'তানপ্রধান', 'ধ্বনিপ্রধান' ও 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'। বাংলা ছন্দশিক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে নামগুলি স্বীকৃত হয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'-এর বদলে 'বলপ্রধান' নামটি গ্রহণ করেছিলেন। পর্বকে পর্বাঙ্গে বিভাজনের কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণত প্রবোধচন্দ্র-অভিহিত উপপর্ব অর্থে নয়। তাঁর মতে, পর্বের মধ্যে অনেকগুলি পর্বাঙ্গ থাকতে পারে। দু প্রকার যতির উল্লেখ করেছেন : পর্বের শেষের যতি তাঁর মতে 'অর্ধযতি' এবং পঙ্‌ক্তিশেষের যতি 'পূর্ণযতি'। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিচারে তাঁকে প্রবোধচন্দ্রের তুলনায় অধিক সংবেদনশীল বলে বোধ হয়। পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন তাঁর মতে ছন্দোদোষ বলে পরিগণিত, যদিও নানা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে এ-বিষয়ে ছাড়ও দিয়েছেন।

তাঁর যে প্রবন্ধগুলি *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র* (১৯৩৯) বইটিতে সংকলিত হয়েছে, সেগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সেগুলির প্রভাব অবশ্যই প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোনিরূপণের বিবর্তন-পথে লক্ষ করা যায়। বিতর্কের মধ্য দিয়েই বাংলা ছন্দের প্রকৃতি নিষ্কাশিত হয়েছে, যার মূল সূত্রকার প্রবোধচন্দ্র

হলেও, অমূল্যধনের অবদান অনস্বীকার্য।[১৪]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে জোরালো আপত্তি জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এইরূপ : ‘ বাংলা ছন্দের এক একটি পর্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকা আবশ্যক। একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়া দুইটি পর্বের মধ্যে দেওয়া চলে না’ (৪৩, *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*)।

১৫. ভট্টাচার্য, তারাপদ। *ছন্দোবিজ্ঞান*

তারাপদ ভট্টাচার্য (১৯০৮-) প্রবোধচন্দ্র সেনের সমসময়ের ছন্দতাত্ত্বিক। তাঁর *ছন্দোবিজ্ঞান* (১৯৪৮) বইটির তৃতীয় অধ্যায় ‘ছন্দের গঠন’ শুরু হয়েছে যতি ও পর্ব বিষয়ক সূত্র ধরে। তাঁর মত অনুযায়ী, যতি প্রকৃতি অনুসারে তিন জাতীয় : শ্বাসযতি, অর্থযতি ও ভাবযতি ; সাধারণত চরণের শ্বাসযতি ভাবযতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ পদ্যের পর্ব হলো ‘ভাবপর্ব’। কালপরিমাণ অনুসারে যতি চার প্রকার — ‘হ্রস্বতম, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও দীর্ঘতম’। তাঁর মতে তিন বাংলা ছন্দোরীতির নাম ‘অক্ষরবৃত্ত’, ‘মাত্রাবৃত্ত’ ও ‘বলবৃত্ত’। তাঁর মতে, উচ্চার্য ধ্বনির একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে ‘অক্ষর’(syllable অর্থে) এবং ‘অক্ষরে’র দৈর্ঘ্য হচ্ছে মাত্রা।

ছন্দ-আলোচনার সূত্রে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখ ছান্দসিকদের নানা ধারণা প্রসঙ্গে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়, প্রায় চাঁচাছোলা ভাবে সমালোচনা করেছেন। প্রসঙ্গগুলি বিষয়ে নিজের মত যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।[১৫]

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়টি প্রবল সমর্থন করেছেন। দৃষ্টান্ত তুলে ধরে যথাস্থান চিহ্নিত করে বলেছেন ‘এখানে নিম্নরেখ শব্দগুলিকে ‘শব্দখণ্ডন’-রীতিতে দ্বিখণ্ডিত না করিলে পর্ব-সম্মিতি রক্ষা হয় না ও ছন্দঃপতন ঘটে’ (৫২, *ছন্দোবিজ্ঞান*)।

গ. গবেষণার পদ্ধতি ও সংগঠনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই গবেষণার উদ্দেশ্য : বাংলা ছন্দে প্রবোধচন্দ্র সেন- নির্দেশিত যতিলোপ বিষয়ক সূত্রের পুনর্বিচার। বাংলা কবিতার আদিতম প্রাপ্ত উদাহরণ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত চয়িত উদাহরণে ধারাবাহিকভাবে যে ছন্দ-প্রয়োগগত নজির পাওয় যায়, তা হলো — যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বাংলা ছন্দের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এই ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন প্রবণতার অসংখ্য দৃষ্টান্তের নিরিখে এটিকে বাংলা ছন্দের গঠন-বিন্যাসের একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রয়োগ হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। সেক্ষেত্রে উক্ত যতিলোপ সূত্র, যা কিনা ছন্দগঠনের প্রাথমিক শর্তগুলি লঙ্ঘন করছে, সেটি কত দূর কার্যকর, তা বিচার করে দেখা আবশ্যক। সূত্রটির বিকল্পের অনুসন্ধানও এর অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণা পদ্ধতি : আত্তেয়-নিরীক্ষণমূলক ও তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক। বাংলা ভাষায় লিখিত পদ্যরূপ-নির্ভর সাহিত্যের (চর্যাপদ থেকে বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত লিখিত) আত্তেয় সংগ্রহ এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত যতিলোপ বিষয়ক সূত্রের পুনরায় বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভ পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে পাদটীকা অধ্যায়ের শেষে রাখা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসঙ্গগুলির বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ : গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক বিষয়, বাংলা ভাষায় ছন্দতত্ত্ব চর্চার পূর্ব- ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং গবেষণার পদ্ধতি ও সংগঠনের বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ : সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের সাধারণ নিয়মাবলি ও দৃষ্টান্ত, এই তিন ভাষার ছন্দতত্ত্বে নির্দেশিত যতিনিয়ম, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন ও যতিলোপ বিষয়ক ধারণা

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য প্রসঙ্গ : মূলত প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দোধারণার বিবর্তনের গতিরেখা এবং তাঁর সমসাময়িক কবি-ছান্দসিকদের ছন্দোধারণা, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁদের অভিমত

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিকল্পনা : চর্যাপদ থেকে বিশ শতকের সাতের দশক অব্দি লিখিত কবিতার নির্বাচিত দৃষ্টান্তের সংকলন এবং ছন্দ-বিশ্লেষণ দ্বারা যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের কারণে এবং উপপর্বের অসমবিভাজনের নজির প্রদর্শন

পঞ্চম অধ্যায়ের পরিকল্পনা : প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোগ্রন্থ *ছন্দ পরিক্রমা* (প্রথম প্রকাশ ১৩৭২ / ১৯৬৬। বর্তমান মুদ্রণ ২০০৭) এবং *নূতন ছন্দ পরিক্রমা* (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬। বর্তমান মুদ্রণ ২০১১) যতিলোপ নির্দেশের কল্পে প্রদত্ত উদাহরণগুলির বিশ্লেষণ করে এবং ছন্দোনিয়ম প্রয়োগ করে পেশ করা — ১. কেন ও কীভাবে যতিলোপ ছন্দোরীতির অত্যাবশ্যক শর্ত / নিয়ম পালনে ব্যর্থ, তার তাত্ত্বিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা ২. কোন সমস্যার কারণে প্রবোধচন্দ্র যতিলোপ নির্দেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটি সনাক্তকরণ ও আলোচনা ৩. সেই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের সূত্র নির্ণয়ের প্রয়াস।

তথ্যসূত্র

১. *ছন্দঃসমুদ্র* গ্রন্থটি চাক্ষুষ করা যায়নি। এ-বিষয়ক তথ্যের উৎস :

চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *নরহরি চক্রবর্তী জীবনী ও রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড। বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

সেন, প্রবোধচন্দ্র।*বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯

২. Halhed, Brassey Nathaniel. *A Grammar of the Bengal Language*. Hoogly : Endorse Press, 1778

৩. রায়, রামমোহন। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*। কলকাতা : স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮৪৫

৪. *বাঙ্গলা ব্যাকরণ* বইটি চাক্ষুষ করা যায়নি। এ-বিষয়ক তথ্যের উৎস :

সেন, প্রবোধচন্দ্র। *বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৯

৫. রায়, নন্দকুমার। *ব্যাকরণ দর্পণ*। কলকাতা : বঙ্গদেশীয় সোসাইটি, ১২৫৯

৬. বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়*, সপ্তম সং। হুগলী : কাশীনাথ ভট্টাচার্য, ১৮৯৮

৭. রায়চৌধুরী, ভুবনমোহন। *ছন্দঃকুসুম*। কলকাতা : যদুনাথ ঘোষ, ১২৭০

৮. *ছন্দোমালা* বইটি চাক্ষুষ করা যায়নি। এ-বিষয়ক তথ্যের উৎস :

সেন, প্রবোধচন্দ্র। *বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯

৯. ন্যায়রত্ন, রামগতি। *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব*, দ্বিতীয় সং। চুঁচুড়া : ১২৯৪

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছন্দ*, তৃতীয় সং। সম্পা. সেন, প্রবোধচন্দ্র। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৬

১১. দত্ত, সতেন্দ্রনাথ। *ছন্দ-সরস্বতী*। সম্পা. রায়, অলোক। কলকাতা : আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৪

১২. মজুমদার, মোহিতলাল। *বাংলা কবিতার ছন্দ*, দ্বিতীয় সং। হাওড়া : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫

১৩. রায়, দিলীপকুমার। *ছান্দসিকী*। কলকাতা : দি কাল্‌চার্ পাব্‌লিশার্স, ১৩৪৭

১৪. মুখোপাধ্যায়, অমূল্য। *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০

১৫. ভট্টাচার্য, তারাপদ। *ছন্দোবিজ্ঞান*। কলকাতা : বি. জি. প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

যতি ও যতিলোপ : সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের নিয়ম

ক.

প্রসঙ্গ : সংস্কৃত ছন্দ

সংস্কৃত ভাষায় পদ্যের সংজ্ঞা হলো – যেখানে চারটি চরণ বা পাদের একত্র সমাবেশ হয়, তাকে বলা হয় পদ্য। এই পদ্যের ছন্দ দুই রীতির –বৃত্ত ও জাতি। উভয় রীতির ছন্দের ক্ষেত্রেই গণ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গণ হলো বিবিধ বিন্যাসে তৈরি হওয়া গুরু ও লঘু অক্ষরের সমাবেশ। সংস্কৃত ছন্দে সমস্ত ধ্বনি লঘু ও গুরু এই দুই ভাগে বিভক্ত। হ্রস্ব স্বর এবং হ্রস্বস্বরান্ত অযুক্ত ও যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি লঘু হিসেবে গণ্য। দীর্ঘ স্বর ও দীর্ঘস্বরান্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি গুরু হিসেবে গণ্য। এছাড়া যুক্তাক্ষর, অনুস্বর ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হ্রস্ব ধ্বনিগুলিও গুরু হিসেবে গণ্য হয়।

বৃত্ত রীতির ছন্দ গণনা হয় অক্ষরের (অর্থাৎ সিলেব্‌ল্) সংখ্যা দ্বারা । বৃত্ত তিন প্রকারের — সম, অর্দ্ধসম ও বিষম। অক্ষরের (সিলেব্‌ল্) লঘুত্ব, গুরুত্ব ও সংখ্যার ভিন্নতা দ্বারা এই তিন প্রকার বিন্যস্ত হয়েছে। যেখানে চারটি পাদেই অক্ষরের লঘুত্ব, গুরুত্ব ও সংখ্যা সমান, তার নাম সমবৃত্ত। যেক্ষেত্রে প্রথম পাদ ও তৃতীয় পাদের অক্ষরের লঘুত্ব, গুরুত্ব ও সংখ্যা সমরূপ এবং দ্বিতীয় পাদ ও চতুর্থ পাদ এই বিন্যাসে সমরূপ, তার নাম অর্দ্ধসম। যার চারটি পাদ অক্ষরের গুরুত্ব, লঘুত্ব ও সংখ্যায় চার প্রকার, তার নাম বিষমবৃত্ত।

বৃত্ত ছন্দে প্রয়োগের প্রয়োজনে মোট আটটি গণ আছে । প্রতি গণে অক্ষরের সংখ্যা তিন।

১. ম-গণ (SSS) তিনটি গুরু অক্ষর। ২. ন-গণ (|||) তিনটি লঘু অক্ষর। ৩. ভ-গণ (S||) প্রথম অক্ষর গুরু ও পরের দুটি লঘু। ৪. য-গণ (|SS) প্রথম অক্ষর লঘু ও পরের দুটি গুরু। ৫. জ-গণ (|S|)

প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর লঘু, মধ্যের অক্ষর গুরু। ৬. র-গণ (ऽ।ऽ) প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর গুরু এবং মধ্যেরটি লঘু। ৭. স-গণ (।।ऽ) প্রথম দুটি অক্ষর লঘু ও তৃতীয়টি গুরু। ৮. ত-গণ (ऽऽ।) প্রথম দুটি অক্ষর গুরু ও তৃতীয়টি লঘু, গ-কার অর্থে গুরু বর্ণ (ऽ)এবং ল-কার অর্থে লঘু বর্ণ (।) ।
এই আটটি গণের ও গুরু- লঘু বর্ণের নানাবিধ বিন্যাসে বৃত্ত রীতির নানা ছন্দের বিচিত্র রূপ গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এই ছন্দ প্রত্যক্ষতঃ quantitative নয়।

জাতি ছন্দ গণনা হয় মাত্রার নিরিখে। তাই একে মাত্রিক ছন্দ বলেও অভিহিত করা হয়। এই রীতির ছন্দে প্রত্যেক পাদ বা চরণের মাত্রাসংখ্যা গণনা করা হয়। একটি লঘু স্বরের উচ্চারণের সময়খণ্ডটিকে এক মাত্রা হিসেবে গ্রাহ্য করা হয়। দীর্ঘস্বর উচ্চারণের সময়খণ্ড দ্বিমাত্রা -সংবলিত। জাতি ছন্দ বা মাত্রিক ছন্দে প্রয়োগ হয় মাত্রিক গণ।

প্রত্যেক মাত্রিক গণে চারটি মাত্রা থাকে। মাত্রাগণ ৫ প্রকার — ১. ম-গণ (ऽऽ) দুটি গুরু অক্ষর। ২. ন-গণ (।।।।) চারটি লঘু অক্ষর। ৩. ভ-গণ (ऽ।।)প্রথম অক্ষর গুরু ও শেষ দুটি লঘু। ৪. জ-গণ (।ऽ।) প্রথম ও শেষ অক্ষর লঘু, এবং মধ্যবর্তীটি গুরু। ৫.স-গণ (।।ऽ) প্রথম দুটি অক্ষর লঘু ও শেষ অক্ষরটি গুরু। সম ও বিষম পাদে গণ ব্যবহার ও মাত্রাসংখ্যার বিভিন্নতায় গড়ে উঠেছে নানা জাতিছন্দ।

যতি প্রসঙ্গে পিঙ্গলাচার্যের মত এরূপ : ছন্দোনিবদ্ধ শ্লোকের পাদাদিবিভাজকের অর্থাৎ উচ্চারণের মধ্যে যেখানে বিশ্রামস্থলের জ্ঞাপকের নাম যতি [১] (আচার্য : ১২৭)। কালিদাস বলেছেন যে, জিহ্বার বিরামস্থানকে কবিরা যতি বলেন, সেই যতি ইত্যাদি নানাবিধ নামে উল্লিখিত হয় [২] (কালিদাস, তথাপ্রচলিত : ৩-৪)।

গঙ্গাদাস সূরির মতে জিহ্বার অভিলষিত বিশ্রামস্থানকে অর্থাৎ জিহ্বা যেখানে যেখানে স্বেচ্ছায় বিশ্রাম লাভ করে সেই সেই স্থানকে কবিরা যতি নামে অভিহিত করেন [৩] (সূরি : ১৬) তিনি আরও বলছেন

যে, শ্বেতমাণ্ডব্যপ্রমুখ মুনিগণ কোনও ছন্দেই যতি স্বীকার করতেন না [৪] (সূরি : ১৭)।

সংস্কৃত পদ্যে দেখা যাচ্ছে, সব ছন্দে যতির উল্লেখ নেই। কালিদাসের (তথাপ্রচলিত) *শ্রুতবোধঃ*-তে ৩৯ টি ছন্দের বিবরণ আছে, তার মধ্যে মাত্র ১৪ টি ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি যতিনিয়মের উল্লেখ করেছেন। গঙ্গাদাস সূরির *ছন্দোমঞ্জরী*-তে ২৮৪ টি ছন্দের বিবরণ আছে, তার মধ্যে ৬২ টি ছন্দে যতিনিয়মের উল্লেখ আছে। পিঙ্গলাচার্যের *ছন্দঃসূত্রম্*-এ ২১২ টি ছন্দের বিবরণ আছে, তার মধ্যে ৭৯ টি ছন্দে যতিনিয়ম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে ১৯ টি ছন্দের পাদান্তে যতি। ৩ টি ছন্দ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, সেগুলিতে কোনও যতিনিয়ম নেই। সমবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে পাদ (অর্থাৎ বাংলা ছন্দে ব্যবহৃত পরিভাষায় পর্ব) সমাপ্ত হলে যতিপাত হয়, পৃথকভাবে যতির উল্লেখ থাকে না। বিষমবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে যতিনিয়ম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে। জাতি ছন্দের ক্ষেত্রে প্রায়শ যতিনিয়মের উল্লেখ থাকে।

বৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে লঘু-গুরু অক্ষরের বিন্যাস গণগুলি দ্বারা নির্ধারিত করেছেন অধিকাংশ ছান্দসিক (ব্যতিক্রম কালিদাস, তথাপ্রচলিত, তাঁর ছন্দোগ্রন্থ *শ্রুতবোধঃ*-তে গণের উল্লেখ না করে অক্ষরের গুরুত্ব-লঘুত্বই উল্লেখ করেছেন মাত্র)। অক্ষরের সংখ্যা-দ্বারা (অর্থাৎ সমপাদে এতগুলি অক্ষর এবং বিষমপাদে এতগুলি অক্ষর এইভাবে) ব্যবস্থিত বৃত্ত ছন্দের পদ্য। যতিনিয়মের ক্ষেত্রে এত-সংখ্যক অক্ষরে যতি পড়ে বা পাদান্তে যতি পড়ে ইত্যাদি নির্দেশ দ্বারা যতিস্থল নির্দিষ্ট।

উদাহরণ :

সমবৃত্ত। অনুষ্টুপ ছন্দ (চার পাদ / পর্ব, প্রতি পাদে অষ্টাক্ষর) :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ । অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ

যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম্ । অবধীঃ কামমোহিতম্

[যতিবিভাজন স্পষ্ট করে দেখানোর প্রয়োজনে এই সন্ধি-পূর্ব রূপটি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ছান্দসিকগণ ছন্দ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও রেখেছেন এই চেহারায় :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম । গমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ

যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকম । বধীঃ কামমোহিতম্

ছন্দের বিশ্লেষণে এই দিকটিকে গুরুত্ব দেন নি সংস্কৃত ছান্দসিকগণ। সম্ভবত, বৈদিক ‘ষড়ঙ্গ’-র অন্তর্গত ‘শিক্ষা প্রস্থান’ ও ‘ছন্দ প্রস্থান’-এর পদপাঠ, ধ্বনি বিশ্লেষণ করে উচ্চারণ ইত্যাদি মৌখিক রীতিতে ছন্দ শিক্ষা পদ্ধতি থাকার ফলে এই দিকটি তাঁরা তাঁদের অভ্যাসে রেখেছিলেন। লিখিত রূপের থেকে উচ্চারিত রূপের, স্মৃতিতে ধরে রাখার দিকটি গুরুত্ব পাওয়ার ফলে এই দিকটি নিয়ে তাঁরা ভাবেন নি বলে মনে করা যেতে পারে।]

উদাহরণ :

বিষমবৃত্ত । মন্দাক্রান্তা ছন্দ (চার, ছয় ও সাত অক্ষরে যতি) :

কশ্চিৎ কান্তা । বিরহগুরুণা । স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

শাপেনাস্তং । গমিতমহিমা । বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ

জাতি ছন্দের ক্ষেত্রে মাত্রিক গণগুলি দ্বারা অক্ষরের মাত্রাসংখ্যার লঘুত্ব-গুরুত্ব নির্দেশ করে বিন্যাসের নানা সজ্জা রচিত হয়েছে। মাত্রার সংখ্যা দ্বারা (অর্থাৎ সমপাদে এত মাত্রা ও বিষমপাদে এত মাত্রা এইভাবে) নিবদ্ধ জাতি ছন্দের পদ্য। যতিনিয়মের ক্ষেত্রে এত-সংখ্যক মাত্রায় যতি পড়ে বা পাদান্তে যতি পড়ে এরূপ নির্দেশ দ্বারা যতিস্থল নির্দিষ্ট।

উদাহরণ :

মহাচপলা ছন্দ :

হৃদয়ং হরন্তি নার্যৌ মুনে । রপি ভ্রূকটাক্ষবিক্ষেপৈঃ

দোর্মূলানাভিদেশং নিদর্। শয়ন্তো মহাচপলাঃ

[যতিবিভাজন স্পষ্ট করে দেখানোর প্রয়োজনে এই সন্ধি-পূর্ব রূপটি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ছান্দসিকগণ ছন্দ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও রেখেছেন এই চেহারায় :

হৃদয়ং হরন্তি নার্যৌ মুনে। রপি ভ্রূকটাক্ষবিক্ষেপৈঃ

দোর্মূলানাভিদেশং নিদ। র্শয়ন্তো মহাচপলাঃ

ছন্দের বিশ্লেষণে এই দিকটিকে গুরুত্ব দেন নি সংস্কৃত ছান্দসিকগণ। সম্ভবত, বৈদিক 'ষড়ঙ্গ'-র অন্তর্গত 'শিক্ষা প্রস্থান' ও 'ছন্দ প্রস্থান'-এর পদপাঠ, ধ্বনি বিশ্লেষণ করে উচ্চারণ ইত্যাদি মৌখিক রীতিতে ছন্দ শিক্ষা পদ্ধতি থাকার ফলে এই দিকটি তাঁরা তাঁদের অভ্যাসে রেখেছিলেন। লিখিত রূপের থেকে উচ্চারিত রূপের, স্মৃতিতে ধরে রাখার দিকটি গুরুত্ব পাওয়ার ফলে এই দিকটি নিয়ে তাঁরা ভাবেন নি বলে মনে করা যেতে পারে।]

সংস্কৃত ছন্দে যতিস্থান যথাবিহিত নির্দিষ্ট। বৃত্ত ছন্দসমূহে পাদ অর্থাৎ পর্বের অক্ষর-সংখ্যা নির্দিষ্ট, তা সমাপ্ত হলে স্বতঃই যতিপাত হয়। জাতি ছন্দের ক্ষেত্রে যতিনিয়মের সূত্র অনুসারে যতি স্থাপিত হয়। (কালিদাস,তথাপ্রচলিত; সূরি; আচার্য)

সংস্কৃত ভাষার কোনও ছন্দেই উপযতি ও যতিলোপ বিষয়ক কোনও সূত্র পাওয়া যায় না। যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনে আপত্তি আছে, কিন্তু তা বিশেষ ক্ষেত্রে; অর্থাৎ যতির দ্বারা শব্দখণ্ডনের ফলে যদি একটি শব্দের হলন্ত ধ্বনিতে একটি পর্ব শেষ হয়, তাহলে তা ছন্দোদোষ বলে গণ্য হয়, অন্যথা নয়। এ-প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য : 'যতি ছন্দের সর্বত্র থাকে না। যদি পদান্তে যতি থাকে, তবে চমৎকারাতিশয় হয়। পদমধ্যে উহা থাকিলে শোভা নষ্ট করে। উক্ত যতি যদি স্বরবিহিতসন্ধিসমান্বিত হয়, তবে তাহাতে উৎকর্ষ বৃদ্ধিই হয়' (সূরি : ১০-১১)।

খ .

প্রসঙ্গ : ইংরেজি ছন্দ

ইংরেজি ভাষার ছন্দ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই এই ভাষার একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধিকাংশ ইংরেজি শব্দেই কোনও কোনও সিলেব্‌ল্ প্রস্বরযুক্ত (accented) হয়। ইংরেজি ছন্দে তথা ভাষায় প্রযুক্ত প্রস্বরটি হলো stress accent (সংস্কৃত ও প্রাচীন গ্রিক ভাষায় ব্যবহৃত pitch accent নয়)। ইংরেজি উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতা এই যে, monosyllabic অর্থাৎ একস্বর (a, of , to ইত্যাদি) শব্দ ব্যতীত সমস্ত শব্দেরই কোনও না কোনও syllable-এ accent অপরিহার্য এবং এর স্থান অপরিবর্তনীয়রূপে নির্দিষ্ট। এই accent-জনিত অধিপ্রস্বর কখনও শব্দের আদিতে(da′wn, go′lden), কখনও শব্দের মধ্যে (unha′ppy, huma′nity) এবং কখনও শব্দের অন্তে (ago′ , be tra′y) থাকে। দীর্ঘ শব্দগুলিতে স্বভাবতই একাধিক syllable-এ accent ফলত stress (Ro′ sa be′lle, so′l i tu′de) থাকে। শব্দের এই প্রকৃতিগত প্রস্বরপ্রবণতা ও শব্দে তার অবস্থানগত বৈচিত্রকে কাজে লাগিয়ে, সেগুলি পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করার প্রক্রিয়াতেই ইংরেজি ছন্দের নানা রীতির নিয়মগুলি তৈরি হয়েছে।

ইংরেজি ছন্দের একটি পর্ব(measure / foot) হলো — নির্দিষ্ট সংখ্যার accented syllable এবং unaacented syllable-এর অবস্থানগত সজ্জার এক নিয়মিত বিন্যাস। প্রধানত চারটি ছন্দোরূপ এই নিয়ম দ্বারা নির্মিত হয় :

১. Trochee ছন্দের বিন্যাস : প্রতি পর্বে দুটি সিলেব্‌ল্ । প্রথম সিলেব্‌ল্-এ অধিপ্রস্বর ও দ্বিতীয় সিলেব্‌ল্-এ উপপ্রস্বর থাকবে (accented + unaccented : AO)।

উদাহরণ :

Te/ll. me. । no/t. in. । mo/urn. ful. । nu/m. bers.

Li/fe. is. । bu/t. an. । emp/. ty. । dre./ ams.

Fo/r. the. । so/ul. is. । de/ad. that. । slu/m. bers.

A/nd. things. । a/re. not. । wha/t. they. । se/em.

২. Iambus ছন্দের বিন্যাস : প্রতি পর্বে দুটি সিলেব্‌ল্‌। প্রথম সিলেব্‌ল্‌-এ উপপ্রস্বর ও দ্বিতীয় সিলেব্‌ল্‌-এ অধিপ্রস্বর থাকবে (unaccented + accented : OA)।

উদাহরণ :

A. slu/m. । ber. di/d. । my. spi/. । rit. se/al.

I. ha/d. । no. hu./ । man. fe/ar.

She. see/m'd. । a. thi/ng. । that. co/uld. । not. fe/el.

The. tou/ch. । of. e/arth.। ly. ye/ars.

৩. Anapaest ছন্দের বিন্যাস : প্রতি পর্বে তিনটি সিলেব্‌ল্‌। প্রথম ও দ্বিতীয় সিলেব্‌ল্‌ - এ উপপ্রস্বর, তৃতীয় অর্থাৎ শেষ সিলেব্‌ল্‌-এ অধিপ্রস্বর থাকবে (unaccened + unaccented + accented : OOA)।

উদাহরণ :

He. is. go/ne. । on. the. mo/un.। tain.

He. is. lo/st. । to. the. fo/r. । est.

Like. a. su/m. । mer. dried. fo/un. । tain.

When. our ne/ed. । was. the. so/r.। est.

8. Dactyle ছন্দের বিন্যাস : প্রতি পর্বে তিনটি সিলেব্‌ল্‌। প্রথম সিলেব্‌ল্‌-এ অধিপ্রস্বর ও পরের দুটিতে

উপপ্রস্বর থাকবে (accented + unaccented + unaccented : AOO)।

উদাহরণ :

Co/ me. a. way. । co/ me. a. way.

Ha/ rk. to. the.। su/ m. mons.

Co/ me. in. your. । wa/ r. a. rray.

Ge/n. tles. and. । co/m. mons.

এছাড়া Amphibrach (OAO) , Bacchy (OOA), Antibacchy (AAO), Molas (AAA), Tribranch (OOO), Amphimacer (AOA) ইত্যাদি ছন্দেও পর্বে অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বর যুক্ত সিলেব্‌ল্‌-এর অবস্থান নির্দিষ্ট ।

ইংরেজি সব ক-টি ছন্দই বহুপার্বিক হতে পারে। একটি পঙ্‌ক্তিতে পাঁচের বেশি পর্ব থাকলে মধ্যস্থানে কোথাও একটি দীর্ঘ যতি পড়ে। তবে সেটির স্থান নির্দিষ্ট নয়, এমনকি পর্ব-মধ্যেও তা থাকতে পারে। (Bayfield, Holme, Leech, Saintsbury)

ইংরেজি ছন্দে উপপর্ব এবং যতিলোপের কোনও ধারণা বা প্রয়োগ নেই। যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন থাকে, তা সাদরে গৃহীত হয়।

গ. প্রসঙ্গ : বাংলা ছন্দ

বাংলা ছন্দ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বাংলা ভাষার দু-একটি নিজস্ব প্রবণতার উল্লেখ করা প্রয়োজন —

১. আদি ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে যোগ থাকলেও, অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাভাষা বেশ পৃথক। বাংলা বর্ণমালার দীর্ঘ স্বরগুলির উচ্চারণ দীর্ঘ নয় ; অর্থাৎ আ, ঈ, ঊ ইত্যাদি বর্ণের ধ্বনি — অ, ই, উ ইত্যাদি হ্রস্ব বর্ণের সমান মানেই উচ্চারিত হয়, বাড়তি সময় বা গুরুত্ব অধিকার করে না। সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘস্বর উচ্চারণের দীর্ঘতা প্রাকৃত স্তর থেকেই ক্ষীণ হতে শুরু করেছিল। দীর্ঘ স্বরের লোপ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রভাব এখানে সক্রিয় ছিল। পরবর্তী সময়ে বিশেষত আধুনিক কালে বাংলা উচ্চারণে তার আর কোনও চিহ্ন প্রায় নেই।

২. বাংলা শব্দভাণ্ডারে হলন্ত ধ্বনি অধিক প্রযুক্ত। এমনকি সংস্কৃত থেকে প্রত্যক্ষভাবে গৃহীত তৎসম শব্দগুলি বাংলা উচ্চারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বরান্ত ধ্বনি ত্যাগ করে হলন্ত শব্দে পরিণত হয়েছে। যেমন পুরুষ, বিরাজ, আদান, বায়স ইত্যাদি অসংখ্য শব্দের লিখিত বানানে হসন্ত চিহ্ন না থাকলেও উচ্চারণে শেষ ধ্বনিটি ব্যঞ্জনান্ত। ফলে বাংলা ছন্দে শুধুমাত্র স্বরের গুরু-লঘুত্বের কোনও অবকাশ নেই। বরং হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত সিলেব্‌ল্‌ তথা রুদ্ধদল বাংলা ছন্দের গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

৩. বাংলা উচ্চারণের আর একটি বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণকালে প্রস্বর (accent) সবসময়েই শব্দ বা শব্দসমষ্টির প্রথম স্বরটিকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায়। ফলত বাংলা ভাষার তিন রীতির ছন্দেই অধিপ্রস্বর পর্বের আদিতে স্থিত স্বরের ওপরে স্থাপিত হয়। ইংরেজি ছন্দের মতো পর্বের মধ্যে বা শেষেও স্থাপিত হওয়ার অবকাশ নেই।

৪. বাংলা ছন্দে শব্দস্থিত ধ্বনির একক হলো দল (syllable) এবং দল উচ্চারণে ব্যয়িত সময়ের একক হলো মাত্রা। স্বরান্ত দলটি মুক্ত দল (open-ended syllable) হিসেবে এবং ব্যঞ্জনান্ত দলটি রুদ্ধ দল (close-ended syllable) হিসেবে চিহ্নিত হয়। বাংলাভাষার তিন ছন্দে সর্বত্রই মুক্তদলের মাত্রাসংখ্যা ১। রুদ্ধদলের মাত্রাসংখ্যা কোনও ছন্দে সর্বদা ১ ;কোনও ছন্দে সর্বদা ২ ; কোনও ছন্দে দলের অবস্থান-ভেদে কখনও ১ এবং কখনও ২ ।

৫. বাংলা ছন্দে একটি পঙ্‌ক্তি এক বা একাধিক সমমানের পূর্ণ পর্ব ও অন্তত একটি অপূর্ণ পর্ব দ্বারা বিভাজিত হতে পারে। পূর্ণ পর্বের থেকে কম মাত্রার কোনও পর্ব যদি পঙক্তির শেষে থাকে, তাকে অপূর্ণ পর্ব বলে অভিহিত করা হয়। প্রথম পূর্ণ পর্বের আগে একটি অতিপর্ব থাকতে পারে, সেটির দলসংখ্যা তথা মাত্রাসংখ্যা পূর্ণ পর্বের থেকে কম হয়।

বাংলা ছন্দের রীতি নিয়ম :

বাংলা কবিতায় তিন রীতির ছন্দ : দলবৃত্ত, সরল কলাবৃত্ত ও মিশ্রবৃত্ত। বস্তুত রুদ্ধ দলের মাত্রাসংখ্যার ভিন্নতা দ্বারাই এগুলির পৃথকত্ব অতি সহজে চিনে ওঠা যায়। যদিও গণনারীতির একটি বিশেষ নিয়ম দ্বারাই চিহ্নিত করার প্রথা অনুসরণ করা হয়।

দলবৃত্ত ছন্দে পূর্ণ পর্বে সাধারণত চারটি দল থাকে। প্রতি দলের মাত্রাসংখ্যা (মুক্ত দল -রুদ্ধ দল নির্বিশেষে) ১ মাত্রা হিসেবে গণনা করা হয়। অর্থাৎ প্রতিটি পূর্ণ পর্বে দলের সংখ্যা ৪, মাত্রার সংখ্যা ৪। দলের সংখ্যা দ্বারা গণনা এই ছন্দের রীতি হলেও মাত্রাসংখ্যা দ্বারাই তা নির্ণীত হয়। অপূর্ণ পর্বের দলসংখ্যার (ফলে মাত্রাসংখ্যার) কোনও নির্দিষ্টতা নেই। কখনও একটি পর্বে দলসংখ্যা ফলত মাত্রাসংখ্যা ৫ হয়ে গেলে অর্থাৎ ১ মাত্রা অতিরিক্ত হলে, সংশ্লেষ দ্বারা কমিয়ে সেটিকে ৪ মাত্রার মধ্যেই নিয়ে এসে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ :

‘যমুনাবতী। সরস্বতী। কাল যমুনার। বিয়ে’

য. মু. না. ব. তী. । স. রস্. স্ব. তী. । কাল্. য. মু. নার্. । বি. য়ে.

এখানে ‘যমুনাবতী’ একটি পর্বে অবস্থিত, কিন্তু তার দলসংখ্যা (এবং মাত্রাসংখ্যা) ৫, বাকি দুটি পূর্ণ পর্বের দলের সংখ্যা (এবং মাত্রাসংখ্যা) ৪। ‘যমুনাবতী’ কে সংশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারণ করার ফলে এটিরও দলসংখ্যা (এবং মাত্রাসংখ্যা) ৪ হয়ে ওঠে।

আবার কখনও একটি পূর্ণ পর্বে ১ টি দল (ফলে ১ মাত্রা) কম হলে, বিশ্লেষ ঘটিয়ে সেটিকে ত্রিদল (ত্রিমাত্রিক) থেকে চতুর্দল (চতুর্মাত্রিক) হিসেবে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

উদাহরণ :

‘খোকা যাবে। মাছ ধরতে। ক্ষীর নদীর। কূলে’

খো. কা. যা. বে. । মাছ্. ধর্. তে. । ক্ষীর্. ন. দীর্. । কূ. লে.

এখানে দ্বিতীয় পর্বের ‘মাছ্’ ও তৃতীয় পর্বের ‘ক্ষীর্’ এই একদলবিশিষ্ট শব্দদুটি উচ্চারিত হয়েছে বিশ্লিষ্টভাবে । একদলবিশিষ্ট মাছ্ উচ্চারিত হয়েছে মা + আছ্ এবং একদলবিশিষ্ট ক্ষীর্ উচ্চারিত হয়েছে ক্ষী + ইর্। দুটি দলে বিশ্লেষণের ফলে ১ দলের স্থানে ২ দল (২ মাত্রা) এসে পড়ে এবং ‘মাছ্ ধর্ তে’ এই পূর্ণ পর্বটি এবং ‘ক্ষীর্ ন দীর্’ এই পূর্ণ পর্বটি ৪ দলবিশিষ্ট (৪ মাত্রাবিশিষ্ট) হয়ে ওঠে।

সরল কলাবৃত্ত ছন্দ গণনা করা হয় প্রতি পর্বস্থিত দল তথা কলার মাত্রার সংখ্যা দ্বারা। এই ছন্দের নিয়ম এরূপ যে, এ রীতিতে মুক্তদলের মাত্রাসংখ্যা সর্বদাই ১ এবং রুদ্ধ দলের মাত্রাসংখ্যা সর্বদাই ২। পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা দ্বারাই একে অভিহিত করা হয়, যেমন চতুর্মাত্রিক বা চার মাত্রার সরল কলাবৃত্ত, পঞ্চমাত্রিক বা পাঁচ মাত্রার সরল কলাবৃত্ত ইত্যাদি। সরল কলাবৃত্তে পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ হতে পারে।

অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যার কোনও নির্দিষ্টতা নেই। প্রথম পূর্ণ পর্বের আগে অতিপর্ব থাকতে পারে।

উদাহরণ :

আ. মা. দের্. । ছো. ট. ন. দী. । চ. লে. আঁ. কে. । বাঁ. কে. — পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪

হৃ. দয়্. পু. রে. । জ. টি. ল. তার্. । ফু. রা. লে. ছে. লে. । খে. লা. — পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৫

আ. মার্. ক. থা. কি. । শুন্. তে. পাও. না. । তু. মি. — পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৬

ধ্বং. স. ক. রে. দাও. আ. মা. কে. য. দি. চাও. । আ. মার্. সন্. ত. তি. । স্বপ্. নে. থাক্. —পুর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৭

গ. গ. নে. গ. র. জে. মেঘ্. । ঘ. ন. ব. র. ষা. — পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৮

সরল কলাবৃত্ত ছন্দেও প্রয়োজন হলে সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ ঘটানো হয়, তবে এ ছন্দে এই প্রয়োজন বিরলভাবে ঘটে ।

মিশ্রকলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত ছন্দে মাত্রাসংখ্যা গণনার রীতিটি প্রকৃত অর্থেই মিশ্র। মুক্ত দলের মাত্রাপরিমাণ বাকি দুটি ছন্দের মতোই ১ মাত্রা। রুদ্ধ দলের মাত্রাপরিমাণ তথা মাত্রাসংখ্যা অবস্থান-ভেদে ১ এবং ২। শব্দের মধ্যস্থিত রুদ্ধ দল সাধারণত (ব্যতিক্রমী প্রয়োগের কারণে বিশ্লেষ না ঘটলে) ১ মাত্রাবিশিষ্ট এবং শব্দের অন্তের রুদ্ধদল সাধারণত (অর্থাৎ বিরল ব্যতিক্রমী প্রয়োগের কারণে সংশ্লেষ না ঘটলে) ২ মাত্রাবিশিষ্ট হয় । মিশ্রবৃত্ত ছন্দে পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪। অপূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা সাধারণত ২।

উদাহরণ :

থা. কে. শু. ধু. । অন্. ধ. কার্. । মু. খো. মু. খি. । ব. সি. বার্. । ব. ন. ল. তা. । সেন্.

এখানে শব্দমধ্যস্থিত ‘অন্’ এই রুদ্ধদলের মাত্রা ১, কার্ বার্ সেন্ শব্দান্তের রুদ্ধদল, এগুলির মাত্রা ২।

বাংলা ছন্দে যতি

বাংলা ছন্দে পূর্ণ যতি পঙ্‌ক্তির শেষে থাকে। প্রতি পর্বের শেষে থাকে পর্বযতি। পর্বকে অল্প সময়ের জন্য বিভাজিত করে উপপর্ব, উপপর্ব বিভাগের যতির নাম উপযতি। দুয়ের অধিক পর্ব থাকলে, পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থানে একটি বিরতি থাকে, তাকে বলা হয় পদযতি। অর্থাৎ দুয়ের অধিক পর্ব হলেই একটি পঙ্‌ক্তি দুটি পদে বিভাজিত থাকে। (ভট্টাচার্য, মুখোপাধ্যায়, সেন)

পদ, পর্ব ও উপপর্ব বিভাজনে কোনও কোনও কবিতার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করে ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন ‘যতিলোপ’ বিষয়ক একটি সূত্র প্রবর্তন করেছেন। কোথাও উচ্চারণগত সংস্কারের (যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনে আপত্তির) কারণে এটি করলেও, মূলত ছন্দভাবনাগত একটি কারণই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ছন্দভাবনাগত কারণটি হলো এই — পদমধ্যস্থিত যে যে পর্ব এবং জোড়সংখ্যক মাত্রাযুক্ত পর্বের যে যে উপপর্ব সমানভাবে বিভাজিত করা সম্ভবপর নয়, সে সে স্থানেই তিনি যতিলোপ ঘটানোর প্রস্তাব দিয়েছেন।

পাদটীকা

১.‘ছন্দোগ্রন্থে ছন্দোনিবদ্ধ শ্লোকসমূহের পাদাদিবিভাজকের (অর্থাৎ বিশ্রামস্থলজ্ঞাপকের নাম যতি’। আচার্য, পিঙ্গল। *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্*, অনু. ভট্টাচার্য, সীতানাথ। কলকাতা : ছাত্র-পুস্তকালয়, ১৯৩১

২. ‘ … রসজ্ঞার অর্থাৎ জিহ্বার বিরামস্থানকে কবিরা যতি বলেন, সেই যতি বিচ্ছেদ বিরাম প্রভৃতি নানাবিধ নামে উল্লিখিত হয়’ কালিদাস (তথাপ্রচলিত)। *শ্রুতবোধঃ*, দ্বিতীয় সং। অনু. বিদ্যারত্ন, গুরুচরণ। কলকাতা : সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৩১৫

৩.‘জিহ্বার অভিলষিত বিশ্রামস্থানকে (অর্থাৎ জিহ্বা যে স্থানে স্বেচ্ছায় বিশ্রাম লাভ করে সেই সেই স্থানকে) কবিগণ যতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন’। সূরি, গঙ্গাদাস।*ছন্দোমঞ্জরী*। অনু. ভট্টাচার্য, রামধন। কলকাতা : মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৩৫

৪.‘শ্বেতমাণ্ডব্যপ্রভৃতি মুনিগণ কোন ছন্দেই যতি স্বীকার করেন না, আমার গুরু পুরুষোত্তম ভট্ট স্বকীয়গ্রন্থে এই কথা বলেছেন’। সূরি, গঙ্গাদাস। *ছন্দোমঞ্জরী*। অনু. ভট্টাচার্য, রামধন। কলকাতা : মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৩৫

তথ্যসূত্র

আচার্য, পিঙ্গল । *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্*, অনু. ভট্টাচার্য, সীতানাথ। কলকাতা : ছাত্র-পুস্তকালয়, ১৯৩১

কালিদাস (তথাপ্রচলিত)। *শ্রুতবোধঃ*, দ্বিতীয় সং। অনু. বিদ্যারত্ন, গুরুচরণ। কলকাতা : সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৩১৫

ভট্টাচার্য, তারাপদ । *ছন্দোবিজ্ঞান*। কলকাতা : বি. জি. প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৮

মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০

সূরি, গঙ্গাদাস ।*ছন্দোমঞ্জরী*। অনু. ভট্টাচার্য, রামধন। কলকাতা : মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৩৫

সেন, প্রবোধচন্দ্র । *ছন্দ পরিক্রমা*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং,। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, ২০০৭

নূতন ছন্দ পরিক্রমা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

Bayfield, M. A. *The Measures Of the Poets*. Cambridge : University Press,1919

Holme, James William. *English Prosody*. Bombay, Calcutta, Madras, London, New York : Longman Green and Co.,1922

Leech, N. Geoffrey. *A Linguistic Guide To English Poetry.* Harlow : Longman Group Limited,1983

Saintsbury, George. *Historical Manual of English Prosody*. London, Bombay, Calcutta, Madras, Melbourne : Macmillan and Co.Limited, 1930

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত বাংলা ছন্দের সূত্র ও পরিভাষা নির্মাণের গতিরেখা এবং যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক ছান্দসিকদের অভিমত

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মূলত প্রবোধচন্দ্র সেন-কৃত ছন্দ-পরিভাষা ও পূর্ণ পর্ব, উপপর্ব, পদ, যতি ও যতিলোপ বিষয়ক ধারণার ক্রমিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের গতিরেখা। প্রাসঙ্গিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সমসাময়িক কবি-ছান্দসিকদের ছন্দোধারণা এবং যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে অভিমত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ক. প্রবোধচন্দ্র-কৃত পরিভাষা, ছন্দোধারণার গতিপথ

১. সিলেব্‌ল্ -এর পারিভাষিক শব্দ :

‘স্বর বা ধ্বনি’ । ১৩২৯ / ১৯২২ “ বাংলা ছন্দ : মাত্রাব্রৃত্ত” (২০৩, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

‘ধ্বনি’, ‘যুগ্মধ্বনি’ (রুদ্ধদল অর্থে), ‘অযুগ্মধ্বনি’ (মুক্তদল অর্থে)। ১৩৩৮, “বাংলা ছন্দের পরিভাষা” (২০৪-৫, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

যদিও দুটি প্রবন্ধে ‘দ্বিদল’ ও ‘ত্রিদল’ (১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, বিচিত্রা ও ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ, বিচিত্রা) শব্দে দলের উল্লেখ করেছেন, তবু ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত ‘স্বর’ শব্দটিই ছিল।

‘দল’, ‘মুক্তদল’, ‘রুদ্ধদল’। ১৩৭২/ ১৯৬৬ (৪, *ছন্দ পরিক্রমা*)

২. মাত্রা :

‘মাত্রা’ শব্দটি তিনি প্রথম থেকেই প্রয়োগ করেছেন বর্তমান অর্থেই । এ বিষয়ে নানা জটিলতা ঘটেছে, এবং ধারণাটিকে তিনি ক্রমশ আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন।

১৩৭২ / ১৯৬৬ ‘দলবৃত্ত’ ছন্দের ক্ষেত্রে ‘দলমাত্রা’ ও ‘কলাবৃত্ত’ ছন্দের ক্ষেত্রে ‘কলামাত্রা’ নামকরণ করেছেন। (৫-৬, *ছন্দ পরিক্রমা*)

৩.প্রস্বর :

১৯৩৮ সাল অব্দি accent অর্থে ‘ঝোঁক’ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।

১৩৩৮/ ১৯৩১ ‘… ধ্বনির এই গতি ও বিরতি অর্থাৎ ছন্দের এই ঝোঁক ও যতির দ্বারাই ছন্দ-পর্বের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট হয়।’ “বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ” (১১৭, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

পরবর্তী সময়ে ‘প্রস্বর’ শব্দটি ব্যবহার করেন। *ছন্দ পরিক্রমা* বইতে ‘পর্বপ্রস্বর’ শব্দটি পাওয়া যায়, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*-য় সেটি ‘প্রস্বর’ নামে অভিহিত হলো, এখানে যোগ হলো ‘অধিপ্রস্বর’ ও ‘উপপ্রস্বরে’র ধারণা। বাংলা ছন্দে পর্বের আদিতে প্রস্বর পড়ে, সেটি তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন।

৪. বাংলা ছন্দ তিনটির নামকরণ :

১৩২৯/ ১৯২২ “বাংলা ছন্দ স্বরবৃত্ত” ‘অক্ষরবৃত্ত নির্ভর করে অক্ষরসংখ্যার উপরে, মাত্রাবৃত্ত মাত্রাসংখ্যার উপরে এবং স্বরবৃত্ত স্বরসংখ্যার উপরে। এখানেই বাংলা ছন্দের তিন ধারার পার্থক্য।’ ছন্দবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে তাঁর এই মত। (১৫, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

১৩৩৮-এ লিখিত “ছন্দোবিশ্লেষ” প্রবন্ধে অক্ষরবৃত্তের পরিবর্তে ‘যৌগিক পয়ার’ নামে অভিহিত করেন। (৩৪৩, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

১৩৩৯-এ “বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ” প্রবন্ধে উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করে – চারটি ছন্দের ।

১.মাত্রাবৃত্ত (quantitative), ২. স্বরবৃত্ত (syllabic), ৩. যৌগিক (mixed) ও ৪. স্বরমাত্রিক (syllabic- quantitative) । পরবর্তীকালে স্বরমাত্রিক ছন্দটিকে শ্রেণিকৃত না করে, তিনটি ছন্দের উল্লেখ ও আলোচনা করেন। (৩৭০, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

১৩৭২ / ১৯৬৬ -তে এগুলির নাম হলো – স্বরবৃত্তের বদলে দলবৃত্ত, মাত্রাবৃত্তের বদলে

সরল কলাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত / যৌগিক ছন্দের বদলে মিশ্র কলাবৃত্ত বা মিশ্রবৃত্ত। (১১, *ছন্দ পরিক্রমা*)

প্রবোধচন্দ্র-কৃত ছন্দোরীতির নামকরণের বিবর্তন-পথ একটি ছকের আকারে দেখানো হলো

বাংলা ছন্দ

সাধুরীতি = মাত্রাবৃত্ত (প্রত্ন কলাবৃত্ত)	লোকরীতি লাচাড়ি (প্রত্ন দলবৃত্ত)

অক্ষরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	স্বরবৃত্ত
অর্ধকলাবৃত্ত	কলাসংখ্যাত	দলসংখ্যাত
মিশ্রকলাবৃত্ত	কলামাত্রক	দলমাত্রক
মিশ্রবৃত্ত	কলাবৃত্ত	দলবৃত্ত

৫. পর্ব, উপপর্ব, পদ, প্রস্বর, যতি ও যতিলোপ :

ছন্দ পরিক্রমা- য় পর্ব, উপপর্ব এবং পঙ্‌ক্তি-মধ্যের ‘পদ’ স্থান নেয়। ১৩২৯-১৩৩৯ সময়পর্বে প্রথমদিকে ‘পূর্ণ পর্ব’কে পদ (এবং পাদ) শব্দে অভিহিত করেন, ১৩৩৮ থেকে পর্ব ও অর্ধ পর্ব (উপপর্ব অর্থে) শব্দগুলি আসে। ১৩৩০ সালে ‘ঈষদ্ যতি’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, তিনি

এটি উপযতি অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এবং উপপর্ব-কে 'ক্ষুদ্র পাদ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

"অমনি পড়ে গেলে প্রত্যেক ছয় মাত্রার প্রত্যেকটি পাদের ঠিক মধ্যস্থলে একটা করে সূক্ষ্ম ছেদ আবিষ্কার করা যায়। ··· বস্তুত খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে, তিন-তিনটি মাত্রার এক-একটি ক্ষুদ্র পাদ বা মাপকাঠির সাহয্যেই এ ছন্দ রচিত হয়। ···

" মাঠে মা : ঠে ধান । ধরে না : কো আর

এবং

মাঝখা : নে তুমি । দাঁড়ায়ে জননী

এখানে কোলনচিহ্নিত তিনটি জায়গায় পাদমধ্যবর্তী ছেদ বা ঈষদ্‌যতিটি কানে ধরা দেয় না, ওই যতিটি লুপ্ত হয়ে দুটো ক্ষুদ্র ভাগ একত্র জোড়া লেগে গেছে। কিন্তু ওই ঈষদ্‌যতি থাকাটাই এর যথার্থ প্রকৃতি ··· এই ঈষদ্‌যতির সাহায্যেই এ ছন্দের তালরক্ষা হয়।" (১৩৩০)।— এখানে 'ঈষদ্‌যতি' ব্যবহার করেছেন উপযতি-অর্থে। (৯৩, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

"প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরে ধ্বনির পরে ধ্বনির বিরতি অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী,

সুতরাং এদুটি যতিকে ঈষদ্‌যতি নাম দেওয়া যায়।—

আপাতত। এই আনন্দে ।। গর্বে বেড়াই। নেচে

কালিদাস তো। নামেই আহেন ।। আমি আছি বেঁচে" (১৩৩৮)

কিংবা যখন জানাচ্ছেন "পূর্বে বলেছি ঈষদ্‌যতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছন্দপঙ্‌ক্তির অংশকে বলা যায় পর্ব। ··· ' (৩২৭, *ছন্দজিজ্ঞাসা*) — এখানে 'ঈষদ্‌যতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন পর্বযতি অর্থে।

১৩৩৮ তেই - পূর্ণপর্ব অর্থে 'ছন্দপর্ব' – "ঝোঁক ও যতির মধ্যবর্তী যে অংশ তাকেই বলছি ছন্দ-পর্ব।" এখানেই প্রস্বর-কে বিশ্লেষণে চিহ্নিত করেন : সখি প্র/তি দিন হায়। এ/সে ফিরে যায়। কে/ (১১৮, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

১৩৩৯ -এ " এই পদদুটি এক-একটি ঈষদ্‌যতি দ্বারা দুটি করে পর্বে বিভক্ত হয়নি" এখানে ঈষদ্‌যতি-কে পর্বযতি বলেই মনে হয়। উদাহরণও দিচ্ছেন – 'রূপ্‌ সাগ রের্‌ ত লে। ডুব্‌ দিনু আমি' এবং বলছেন যতিলোপ হওয়াতে দুটি করে পর্ব জুড়ে গিয়ে দুটি 'যুক্তপর্বিক পদ' তৈরি হয়েছে। (২৮০-৮১, *ছন্দজিজ্ঞাসা*)

ছন্দ পরিক্রমা (১৩৭২) তে উপপর্ব, পর্ব, পদ এবং অণুযতি, উপযতি, পর্বযতি, অর্ধযতি/ পদযতি ও পূর্ণযতি ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দগুলি যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত হয়। যতিলোপের প্রসঙ্গ এই বইটিতে আছে।

নূতন ছন্দ পরিক্রমা (১৩৯২ /১৯৮৬) -তে পর্বযতির আর এক নাম দিচ্ছেন – লঘুযতি। 'যুক্তপর্বিক পদ' শব্দবন্ধটি পরিবর্তিত করে বলছেন 'যুক্তপর্বক পদ'। এখানেই প্রথম অণুযতি ও অণুযতিলোপ এই প্রসঙ্গদুটির উল্লেখ হচ্ছে। যতিলোপ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ বইটিতে আছে। সেখানে একটি বিভাগের শিরোনাম 'যতি ও প্রস্বর-লোপ'। এখানে কবিতার পদযতি, পর্বযতি ও উপযতির স্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনকে প্রবোধচন্দ্র স্পষ্টতই কবিদের ছন্দোদোষ হিসেবে চিহ্নিত করে দিচ্ছেন। যতিলোপ নিয়মটির প্রয়োগের আওতায় কার্যত আনছেন যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন-জনিত দোষ এবং উপপর্বের অসমবিভাজন-জনিত সমস্যা, যদিও কারণ হিসেবে উপপর্বের অসমবিভাজনের কথা উল্লেখ করছেন না। পর্বযতিলোপ ঘটানোর ফলে একত্রিত হওয়া পর্বদুটিকে এখানে বলছেন 'যুক্তপর্বক পদ' (২১)

খ.

প্রবোধচন্দ্রের সমকালীন কবি ও ছান্দসিক-কৃত পরিভাষা, ছন্দোধারণা :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে *ছন্দ* বইটি বাংলা ছন্দ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধের সংকলন। বাংলা ছন্দকে নানা দিক থেকে দেখে, বিষয়গুলি প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা, অনেকসময় নিজের কবিতার দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করেও, আলোচনা করেছেন। কখনও আলোচনার সূত্রেই নতুন কবিতা লিখে, তা দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলেছেন।

বাংলা তিন রীতির ছন্দের নামকরণ করেছিলেন 'সাধু ছন্দ', 'প্রাকৃত ছন্দ' এবং 'সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ'।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন তিনি ছন্দের স্বাভাবিক প্রয়োগ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। স্বভাবতই নিজের কবিতায় তার প্রয়োগ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। এমনকি এই প্রসঙ্গে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর মন্তব্য ' বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে খণ্ডিত করা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে এটা কৃত্রিম ঠেকছে। কিন্তু ছন্দের ঝোঁকে অখণ্ড শব্দকে দুভাগ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ⋯ আমি বলছি কৃত্রিম শোনায় না, তিনি বলছেন শোনায়। আমি এখনও বলি, এই রকম কলাভাগে এই ছন্দে একটি নূতন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে, তার একটা রস আছে' (১৪৫, *ছন্দ*)।

২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দোরীতিকে পাঁচটি নামে অভিহিত করেন — মিশ্রবৃত্ত তাঁর অভিধায় হয়েছে 'আদ্যা', সরলবৃত্ত হয়েছে 'হৃদ্যা' এবং দলবৃত্ত 'চিত্রা'; নিজ-উদ্ভাবিত দুই ছন্দোরীতির নাম হয়েছে 'দৃপ্তা' ও 'মঞ্জু', এই দুটি amphimetric ছন্দোরীতি। সিলেব্‌ল্‌ -এর স্থানে 'শব্দ পাপড়ি' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর দেওয়া 'পঙ্‌ক্তি' ও 'পর্ব' এই শব্দদুটি বাংলা ছন্দের পরিভাষায় সর্বতোভাবে গৃহীত হয়েছে।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে কোনও অভিমত জানাননি। কিন্তু তাঁর লেখা কবিতায় যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের অনেক নজির পাওয়া যায়।

৩. মোহিতলাল মজুমদার 'পয়ারজাতীয়' অর্থাৎ মিশ্রবৃত্ত ও 'রবীন্দ্রীয় গীতিচ্ছন্দ' অর্থাৎ সরলবৃত্ত এই দুটিকে সাধুভাষার ছন্দোরীতির মধ্যে রেখে, নাম দিয়েছেন যথাক্রমে 'পদভূমক' ও 'পর্বভূমক'। কথ্যভাষার ছন্দের মধ্যে 'পর্বভূমক' বলেছেন ছড়ার ছন্দ অর্থাৎ দলবৃত্তকে এবং সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত নতুন ছন্দের নাম দিয়েছেন 'হসন্ত-প্রাণ মাত্রাবৃত্ত'।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁর মতামত জানা যায়নি। তাঁর কবিতায় যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন অনেক স্থানেই দেখা যায়।

৪. অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সরলবৃত্ত ও দলবৃত্ত ছন্দের নামকরণ করেছিলেন যথাক্রমে 'তানপ্রধান', 'ধ্বনিপ্রধান' ও 'শ্বাসাঘাতপ্রধান'। বাংলা ছন্দশিক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে নামগুলি স্বীকৃতহয়েছিল। পরে দলবৃত্ত ছন্দের নাম দিয়েছেন 'বলপ্রধান'। পর্বকে পর্বাঙ্গে বিভাজনের কথা তিনিবলেছেন, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণত প্রবোধচন্দ্র-অভিহিত উপপর্ব অর্থে নয়। তাঁর মতে একটি পঙ্‌ক্তির মধ্যেদুটি বা তিনটি পর্বাঙ্গ থাকতে পারে। দু প্রকার যতির উল্লেখ করেছেন : পর্বের শেষের যতি তাঁর মতে 'অর্ধযতি' এবং পঙ্‌ক্তিশেষের যতি 'পূর্ণযতি'।

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন তাঁর মতে ছন্দোদোষ বলে পরিগণিত। তাঁর *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র* বইতে লিখছেন 'বাংলা ছন্দের এক একটি পর্বে কয়েকটি গোটা মূল শব্দ থাকা আবশ্যক। একটি মূল শব্দকে ভাঙিয়া দুইটি পর্বের মধ্যে দেওয়া চলে না', দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে বলেছেন কত না অর্থ। কত অনর্থ। আবিল ক। রিছে স্বর্গমর্ত্য [নগরসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ] 'এই পঙ্‌ক্তিটি পাঁচ মাত্রার পর্ব্বে রচিত মনে করিয়া এইভাবে ছন্দোলিপি করা যায় না'। (৪৩)। (প্রসঙ্গত, এটি ৬ মাত্রার পর্ব-বিশিষ্ট এবং এর পর্বগুলি

বিভাজিত হওয়ার কথা এই বিন্যাসে : ক. ত. না. : অর্. থ. । ক. ত. অ. : নর্. থ. ।। আ. বিল্. : ক. রি. ছে. । স্বর্. গ্য. : মর্. ত্য.)

৫. তারাপদ ভট্টাচার্য তিন বাংলা ছন্দোরীতির নামকরণ করেছেন 'অক্ষরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'বলবৃত্ত'। তাঁর মতে, উচ্চার্য ধ্বনির একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে 'অক্ষর'(syllable অর্থে) এবং 'অক্ষরে'র দৈর্ঘ্য হচ্ছে মাত্রা।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন তাঁর বিবেচনায় ছন্দোদোষ নয়। তাঁর *ছন্দোবিজ্ঞান* বইতে চারটি অংশের দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন

অন্নপূর্ণা উতরিলা । গাঙ্গিনীর তীরে ।। পার কর বলিয়া ডা । কিলা পাটনীরে — ভারতচন্দ্র

.....

ঘন ঘন । ঝনঝন । বজর । নিপাত ।। শুনইতে । শ্রবণে ম । রম জরি । যাত — গোবিন্দদাস

.....

একদা তুমি। অঙ্গ ধরি । ফিরিতে নব । ভুবনে
মরি মরি অ । নঙ্গ দেব । তা — রবীন্দ্রনাথ

.....

ঘরেতে দু । রন্ত ছেলে । করে দাপা । দাপি — রবীন্দ্রনাথ

.....

এবং এই মন্তব্য করেছেন : ‘এখানে নিম্নরেখ শব্দগুলিকে ‘শব্দখণ্ডন’- রীতিতে দ্বিখণ্ডিত না করিলে পর্ব-সম্মিতি রক্ষা হয় না ও ছন্দঃপতন ঘটে’ (৫২, *ছন্দোবিজ্ঞান*)।

৬. দিলীপকুমার রায় ‘স্বরবৃত্ত’, ‘মাত্রাবৃত্ত’ ও ‘অক্ষরবৃত্ত’ নামেই অভিহিত করেছেন বাংলা ছন্দের তিন রীতিকে। এছাড়া ‘স্বরাক্ষরিক’ এবং ‘প্রস্বনী’ ছন্দ নামকরণ করে যথাক্রমে amphimetric ছন্দ এবং বাংলায় অন্য ভাষার (সংস্কৃত, ইংরেজি, পারসিক ইত্যাদি) ছন্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন তিনি রীতিমতো সমর্থন করেছেন। তাঁর *ছান্দসিকী* বইটিতে ‘মধ্যখণ্ডন, অতিপর্বিক, ছন্দসমাস, ছন্দসন্ধি’ প্রসঙ্গগুলি একটি অধ্যায়ে আলোচিত। সেখানে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তিনি বলেছেন, ‘বলা বাহুল্য এ-ভঙ্গি ছন্দকে ঈষৎ অসহজ বা বন্ধুর করে। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই বাংলা ছন্দে কবিদের কাছে মধ্যখণ্ডনের তেম্‌নি আদর যেমন ইংরাজি কবিদের কাছে আদর — অসহজ মডুলেশনের। ⋯ বাংলা ছন্দে যুগ্ম অযুগ্মধ্বনির সমাবেশ-বৈচিত্র, বিশ্লিষ্ট- সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ও মধ্যখণ্ডন — এই ত্রয়ী হ’ল ছন্দবৈচিত্র্যের তিনটি প্রধান কৌশল’(১৩২)।

তথ্যসূত্র

গবেষণা পরিষদ। সম্পা. বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। *বাংলা ছন্দ সমীক্ষা*। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছন্দ*, তৃতীয় সং। সম্পা. সেন, প্রবোধচন্দ্র। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৬

দত্ত, সতেন্দ্রনাথ। *ছন্দ-সরস্বতী*। সম্পা. রায়, অলোক। কলকাতা : আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৪

মজুমদার, মোহিতলাল। *বাংলা কবিতার ছন্দ*, দ্বিতীয় সং। হাওড়া : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫

রায়, দিলীপকুমার। *ছান্দসিকী*। কলকাতা : দি কাল্‌চার্‌ পাব্‌লিশার্স, ১৩৪৭

মুখোপাধ্যায়, অমূল্য। *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০

ভট্টাচার্য, তারাপদ। *ছন্দোবিজ্ঞান*। কলকাতা : বি. জি. প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৮

সেন, প্রবোধচন্দ্র। *ছন্দ জিজ্ঞাসা*। কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭২

ছন্দ পরিক্রমা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, ২০০৭

নূতন ছন্দ পরিক্রমা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা কবিতায় যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন : দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ

চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্ত পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য, উনিশ শতকের কবিতা এবং বিশ শতকের সাতের দশক পর্যন্ত প্রতি দশকের উল্লেখযোগ্য কবিদের কবিতা সংকলিত করে এই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। — এই দীর্ঘ পরিসর জুড়ে বাংলা কবিতার প্রধান কবিদের কবিতাপঙ্‌ক্তিগুলিতে পদযতি, পর্বযতি ও উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের এবং উপপর্বের অসমবিভাজনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

উদাহরণগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে — এগুলি সেভাবেই বাছা হয়েছে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে পদযতি, পর্বযতি ও উপযতির বিরতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের কারণে এবং / অথবা উপপর্বের অসমবিভাজনের কারণে প্রবোধচন্দ্র সেন-নির্দেশিত যতিলোপের প্রয়োগ হতে পারে। এটিও দেখা যাবে যে, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন কোনও বিরল প্রয়োগ নয়। বরং বাংলা কবিতার আদি পর্ব থেকে অতিসাম্প্রতিক কাল অর্থাৎ বর্তমান অব্দি প্রতিটি যুগের ছন্দসচেতন কবিদের কবিতাতেই এগুলির বহুল প্রয়োগ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

প্রবোধচন্দ্র যখনই যতিলোপের নির্দেশ দিয়েছেন, অধিকাংশ সময়ে তিনি বলেছেন যে, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন একটি বিরল ঘটনা। কখনও একথাও বলেছেন যে, পুরনো বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ থাকলেও,আধুনিক বাংলা কবিতায় এর প্রয়োগ খুব বেশি নয়। (৬০: *ছন্দ পরিক্রমা*; ২০, ২২ : *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)। বস্তুতপক্ষে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়টিকে বিরল বা ব্যতিক্রমী প্রয়োগ বলে চিহ্নিত করেই তিনি যতিলোপ প্রয়োগের নির্দেশকে যুক্তিসিদ্ধ বলে দাবি করেছেন।

এই দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুতের লক্ষ্য এটাই দেখানো যে, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের

অসমবিভাজন বাংলা কবিতায় বিরল প্রয়োগ অথবা ছন্দ বিষয়ে অসচেতন কবির ছন্দ-অনুপপত্তিজনিত ত্রুটি বলে চিহ্নিত করার কোনও উপায় নেই। গণনাতীত কবি এ-প্রয়োগ যখন সচেতনভাবেই ঘটিয়েছেন, তাকে ছন্দোদোষ বলে ধরে নিয়ে যতিলোপের প্রস্তাব বস্তুতপক্ষে অঙ্ক না মিললে তাকে মুছে দেওয়ার সামিল। উপরন্তু তিনি *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*-য় একটি বিভাগ নামাঙ্কিত করেছেন 'যতি ও প্রস্বর লোপ'। মনে রাখা দরকার, প্রস্বর লোপ করার নিয়ম তৈরি করা চলতে পারে লিখিত নির্দেশে মাত্র। বাস্তবে যখন ছন্দোবদ্ধ পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হয়, তখন ছন্দোচ্চারণে স্বাভাবিকভাবে যে প্রস্বর-পাত হয় সেটি নিয়ন্ত্রণ করার উপায় নিয়মবেত্তার নেই।

জোর করে প্রস্বর বন্ধ করতে গেলেও তা কৃত্রিম ও অসুবিধাজনক হবে, ছন্দোচ্চারণের অনুপযোগী হবে। ছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি নিরীক্ষণের ভিত্তিতে পর্যালোচনা ও সতর্ক বিচারের মাধ্যমে সূত্র নির্মাণ করা সম্ভব। অনুমাননির্ভর পরিকল্পনা দ্বারা সূত্র রচনা করে তা ছন্দের স্বভাবধর্মগত প্রবণতা ও প্রয়োগের ওপর চাপিয়ে দিতে গেলে সেটি নির্দেশাত্মক (prescriptive) হয়ে পড়ে। যতিলোপ তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্র সেই কাজটিই করে ফেলেছেন। একথা সকলেরই জানা যে, কোনও ব্যাকরণ বা শাস্ত্রে বা তত্ত্বে নির্দেশাত্মক বিচার এখন আর গৃহীত ও মান্য নয়।

এই সংকলনটিতে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা ও নিজস্ব প্রয়োগভঙ্গির দৃষ্টান্তগুলি পক্ষপাতহীনভাবে বাছাই করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তালিকাটি পাঁচখানি পর্বে বিভাজিত।

প্রথম পর্বে চর্যাপদের ছন্দের দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ, যেখানে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন চিহ্নিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে দলবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ, যেখানে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন চিহ্নিত করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্বে প্রাচীন কলাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ, যেখানে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন চিহ্নিত করা হয়েছে।

চতুর্থ পর্বে সরল কলাবৃত্ত বা সরলবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ, যেখানে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পর্বের প্রথম অংশে আছে ৪ মাত্রা পূর্ণ পর্বের সরলবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় অংশে আছে ৬ মাত্রা পূর্ণ পর্বের সরলবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত।
৫ মাত্রা পূর্ণ পর্বের সরলবৃত্ত ছন্দের ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্র-কৃত যতিলোপের দৃষ্টান্তগুলিতে ছন্দের মূল নিয়মের কাঠামোর কোনও রূপ বিচলন ঘটেনি। সেকারণে এই ছন্দের দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ এখানে রাখার প্রয়োজন হয়নি। তৃতীয় অংশে ৭ মাত্রা পূর্ণ পর্বের সরলবৃত্ত ছন্দের দুটি দৃষ্টান্ত রাখা হয়েছে। প্রয়োগের অনন্যতার কারণে সেগুলি আলোচিত হলো।

পঞ্চম পর্বে মিশ্রবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণ, যেখানে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন চিহ্নিত করা হয়েছে।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপপর্বের অসমবিভাজন যে বিরল নয়, বরং অতি প্রচলিত ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এই সংকলন তা স্বতঃপ্রমাণ করে।

ছন্দচর্চার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে পর্বযতির চিহ্ন ‘।’ এবং পদযতির চিহ্ন ‘॥’ রাখা হয়েছে। উপযতি চিহ্নিত করা হয়েছে ‘ : ’ দ্বারা। উপযতিলোপের চিহ্ন প্রবোধচন্দ্র-কৃত ‘০’ , পর্বযতিলোপের চিহ্ন ‘ ⋮ ’ এবং পদযতিচিহ্ন ‘ x ’। দলযতির চিহ্ন ‘ . ’ ছন্দনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. **সংকলিত দৃষ্টান্ত ও তার বিশ্লেষণ : চর্যাপদ-ছন্দ**

১.

আঙ্. : গ. ন. । ঘ. র. : প. ণ. ॥ সু. ণ. ভো. : বি. । আ. : তী.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[কুক্কুরীপাদ : চর্যাপদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২.

ভ. ণ. ই. : গু. । ড. রি. : অম্. হে. ॥ কুন্. : দু. রে. । ধী. : রা.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[গুণ্ডরীপাদ : চর্যাপদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩.

খ. ন. হ. : ন. । ছা. : ড়. অ. ॥ ভু. সু. কু. : অ. । হে. : রী.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[ভুসুকপাদ : চর্যাপদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৪.

বি. বি. হ. : বি. । আ. : প. ক. ॥ বাম্. : হ্ন. ন. । তো. : ড়িউ.…

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

স. হ. জ. : ন. । লি. নি. : ব. ন. । পই. : সি. নি. । বি. : তা.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[কাহ্নপাদ : চর্যাপদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৫.

ন. : গ. র. । বা. : হি. রেঁ. ॥ ডোম্. বি. : তো. । হে. : রি. কু. । ড়ি. : আ.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ২ + ২

[কাহ্নুপাদ : চর্যাপদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৬.

আ. লি. : কা. লি. । বে. : ণি. ॥ সা. রি. : মু. । ণি. : আ.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

গ. অ. : ব. র. । স. ম. : র. স. ॥ সান্. ধি. : গু. । ণি. : আ.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[বীণাপাদ : চর্যাপদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

খ. **সংকলিত দৃষ্টান্ত ও তার বিশ্লেষণ : দলবৃত্ত ছন্দ**

১.

মা. আ. মায়্. : ঘু. । রা. বে. : ক. ত.

৩ + ১ । ২ + ২

(ক. লুর্.) চোখ্. ঢা. কা. : ব. । ল. দের্. : ম. তো. ⋯

(২) ৩ + ১ । ২ + ২

(তু. মি.) কি. দো. ষে. : ক. । রি. লে. : আ. মায়্. ॥ ছ. টা. : ক. লুর্. । অ নু. : গ. ত.

(২) ৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[সেন, রামপ্রসাদ : শাক্ত পদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২.

(এই.) এ. খ. নি. : শি. । য়. রে. : ছি. ল. ॥ গৌ. রী. : আ. মার্. । কো. থা. : গে. ল. । হে. ⋯

(২) ৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২

বি. ত. রে. : অম্. । মৃ. ত. : রা. শি. ॥ সু. ল. : লি. ত. । ব. চ. : নে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

ও. প. দ. : পঙ্. । ক. জ. : লা. গি. ॥ শং. ক. র. : হৈ. । য়ে. ছে. : যো.গী. । গো.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ১

[ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত : শাক্ত পদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩.

(এ. রা.) নো. না. জল্. : ঢো. । কা. লে. : ঘ. রে. ⋯

(২) ৩ + ১ । ২ + ২

(য. খন্.) সা. গ. রে. : ঢেউ. । উ. ঠে. : ছি. ল.

(২) ৩ + ১ । ২ + ২

ত. খ. নি. : গি. । য়ে. ছে. : জা. না. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

(এ. রা.) বা. ঘে. রে. : ক. । রি. লেন্. : শি. কার্.

(২) ৩ + ১ । ২ + ২

[গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র : দুর্ভিক্ষ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৪.

(এক্, বার্.) হি. সাব্. : খু. লে. । দে. খ. : দে. খি.

(২) ২ + ২ । ২ + ২

ক. ত. টা. : রে. । খে. ছ. : জ. মা.

৩ + ১ । ২

[দেবী, স্বর্ণকুমারী : কেউ চাহে না আপন পানে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৫.

তো. মার্. : কী. বা. । অ. ভাব্. : আ. ছে.

২ + ২ । ২ + ২

ভি. খা. রী. : ভিক্. । ক্ষু. কের্. : কা. ছে.

৩ + ১ । ২ + ২

এ. কে. মন্. : কৌ. । তু. কের্. : ব. শে.

৩ + ১ । ২ + ২

আ. মায়্. : প্র. বন্. । চ. না.

২ + ২ । ২

[ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কৃপণ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

আ. মার্. : ন. য়ন্. । হ. তে. : আঁ. ধার্.

২ + ২ । ২ + ২

মি. লা. লো. : মি. । লা. লো.

৩ + ১ । ২

স. কল্. : আ. কাশ্. । স. কল্. : ধ. রা.

২ + ২ । ২ + ২

আ. নন্. দ. : হা. । সি. তে. : ভ. রা.

৩ + ১ । ২ + ২

[ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গীতাঞ্জলি, ৪৪]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৬.

পা. য়ে. : বি. লি. । তি. বি. : না. মা. ॥ গা. য়ে. : বে. ড়ে. । এক্. টি. : জা. মা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

নি. জের্. : উ. পার্. । জ. নের্. : না. না. । শ্ব. শু. রের্. : প্র. । দত্. ত.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[সেন, রজনীকান্ত : মিউনিসিপাল ইলেকশন্]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৭.

দুধ্. কে. : আ. মি. । দুগ্. ধ. : ব. লি. ॥ ঘুম্. কে. : ব. লি. । নিদ্. দ্রা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

ভাই. কে. : আ. মি. । ভ্রা. তা. : ব. লি. ॥ হ. লুদ্. কে. : হ. । রিদ্. দ্রা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[সরকার, যোগীন্দ্রনাথ : আমি বড়ো হয়েছি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৮.

মা. য়ের্. : হা. তে. । ঢা. কাই. : শাঁ. খা.

২ + ২ । ২ + ২

মা. মো. দের্. : আ. । দু. রে. : মে. য়ে.

৩ + ১ । ২

[বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান : কোলাকুলি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

প্র. য়ো. জন্. : অ. । প্র. য়ো. : জ. নে. ॥ য. থেষ্. ট. : সে. । প. রি. : চ. য়ের্. । শে. ষে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ২

[বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান : মরীচিকা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৯.

কা. লো. : জ. লের্. । কল্. ক. : লা. নি. ॥ ফে. না. : স. মুদ্. । দু. রের্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

জ. লের্. : উ. পর্. । লু. কো. : চু. রি. ॥ মে. ঘের্. : ও. রোদ্. । দু. রের্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[বাগচী, যতীন্দ্রমোহন : জেলের মেয়ে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

অ. লীক্. : অ. সার্. । মা. য়া. : স. বি. ॥ অ. বিদ্. দ্যা. : কল্. । প. না.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[বাগচী, যতীন্দ্রমোহন : স্বপ্নরানী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

১০.

আর্. বু. ঝি. : পা. । ব. না. : খে. তে. ॥ ছা. না. : ব. ড়া. । পান্. তো. : য়া.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

[পণ্ডিত, শরৎচন্দ্র : পেটুক বামুন]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

উ. কিল্. : খোঁ. জে. । ম. কদ্. : দ. মা. ॥ কো. কি. লে. : ব. । সন্. ত. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

বি. নি. : তু. ফা. । নে. না. : ডু. বায়্. ॥ সেই. বা. : কে. মন্. । নে. য়ে.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

এক্. দি. নো. : ক. । রে, নি. : ঝগ্. ড়া. ॥ সেই. বা. : কে. মন্. । মে. য়ে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[পণ্ডিত, শরৎচন্দ্র : পুরাতন চলিত কথা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

১১.

ঢিপ্. ক. রে. : বা. । ড়ি. য়ে. : গ. লা.

৩ + ১ । ২ + ২

[রায়, সুকুমার : নেড়া বেলতলায় যায় ক''বার]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

কেউ. না. কি. : রা. । খে. না. : দা. ড়ি. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

ফের্. য. দি. : ট্যা. । রা. বি. : চোখ্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

আ. মি. তো. : চ. । টি. নি. : মো. টেই.

৩ + ১ । ২ + ২

[রায়, সুকুমার : নারদ নারদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

১২.

থে. কে. : থে. কে. । যাচ্. ছে. : ডে. কে. ।। উত্. তু. রে. : বা. । তাস্.

২ + ২ । ২ + ২ ।। ৩ + ১ । ২

[সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ : শেষ যাত্রী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

১৩.

প. থের্. : সা. থী. । কু. সুম্. : না. ফু. । টি. তে.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

আ. মার্. : শা. খে. । মু. কুল্. : গে. ল. । ঝ. রে.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

[রায়, অন্নদাশঙ্কর : পথের সাথী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

ত. খন্. : বা. তা. । য়. নের্. : প. থে. ।। জ্যোত্. স্না. : এ. সে. । ঝল্. বে.

২ + ২ । ২ + ২ ।। ২ + ২ । ২

[রায়, অন্নদাশঙ্কর : চাওয়া ও পাওয়া]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৪.

অ. তল্. : কা. লো. । ডা. গর্. : সে. ন. । য়. নে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

দে. খে. : ছি. লুম্. । তা. রার্. : প্র. তিচ্. । ছা. য়া.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

জে. গে. : ছি. ল. । ত. খন্. : আ. চম্. । বি. তে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ । ২

ফাঁক্. রা. : খে. নি. । কো. থাও. : ত্রি. ভু. । ব. নে.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

[দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ : ডাক]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৫.

য. তই. : ভা. বো. । এ. জিগ্. : জ্ঞা. সার্. ॥ জ. বাব্. : অ. জা. । না.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ১

[দত্ত অজিত : সরস্বতী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৬.

পা. ছে. : কো. নো. । ম্লেচ্. ছ. : মা. ড়ায়্. ॥ পুণ্. ণ্য. : ভি. টে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২

ক্র. ম. শ. : এক্. । অ. তী. ব. : আশ্. । চর্. য. : মা. মি.

৩ + ১ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২

[বসু, বুদ্ধদেব : লোকটা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

(সেই.) আহ্. লা. দি. : রু. । মির্.

(১) ৩ + ১ । ১

(অ. ফু.) রন্. ত. : ঝুম্. ঝু. ।: মির্. ⋯

(২) ২ + ২ । ১

(ম. তো.) সেও. হ. : বে. গম্. । ভীর্.

(২) ২ + ২ । ২

[বসু, বুদ্ধদেব : পরি-মার পত্র — বাবাকে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

১৭.

আ. মি. : সা. তাশ্. । তা. রা. : চাঁ. দে. । সাত্. তা. রের্. : সি. । তা. রা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[ভট্টাচার্য, সঞ্জয় : তারার গান]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

১৮.

আম্. রা. : যে. ন. । বাং. লা. : দে. শের্. ॥ চো. খের্. : দু. টি. । তা. রা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

মাঝ্. খা. : নে. নাক্. । উঁ. চিয়ে. : আ. ছে. ॥ থা. কুক্. : গে. পা. । হা. রা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[মুখোপাধ্যায়, সুভাষ : পারাপার]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৯.

পা. হাড়্. : পা. হাড়্. । পা. হাড়্. : রে.

২ + ২ । ২ + ১

পা. থর্. : স. মুদ্. । দুর্.

২ + ২ । ১

রাত্. ফু. : রো. লেই. । বা. হার্. : রে.

২ + ২ । ২ + ১

মুখ্. ভ. রা. : রোদ্. । দুর্.

৩ + ১ । ১

[চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র : সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের গান]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২০.

সা. রা. : টা. রাত্. । বু. কের্. : মদ্. ধ্যে. ॥ হা. ড়ের্. : মদ্. ধ্যে. । স্না. য়ুর্. : মদ্. ধ্যে.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

মো. চড়্. : দি. য়ে. । গে. ল.

২ + ২ । ২

নি. খিল্. : বাঁ. ড়ুজ্. । জে.

২ + ২ । ১

[সরকার, অরুণকুমার : নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি রাত]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২১.

এক্. লা. : ছা. তে. । নি. শীথ্. : রা. তে.

২ + ২ । ২ + ২

চল্. ছি. লো. : নক্. । ক্ষত্. ত্র. : গো. না. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

আর্. তা. : ছা. ড়া. । উড়্. ছি. : লো. খুব্.

২ + ২ । ২ + ২

কাচ্. ভা. ঙা. : অ. । জস্. স্র. : ধু. লো.

৩ + ১ । ২ + ২

[চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ : ঘুম ছিল না]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২২.

এই. বা. ড়ি. : তে. । কে. ন. : এ. লাম্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

সে. এ. সে. : দাঁ. । ড়া. লে. : হে. সে. ॥ সব্. ভু. লে. : নি. । জে. কেই. : দে. ব. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

এই. খা. নে. : ভাগ্. । দি. তে. : দি. তে. । নি. জে. কে. : অ. । ভুক্. ত. : রা. খি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[গুপ্ত, মণীন্দ্র : ভুল বাড়ি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২৩.

প. রস্. : প. রের্. । স্পর্. শ. : মা. খা. ॥ গ্রীষ্. স্মে. : যে. ন. । পশ্. মি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

এ. আ. রাম্. : নি. । জস্. স্ব. : প্রি. য়. ॥ ভা. লো. : বা. সার্. । রশ. শ্মি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার : কাঁটাকে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২৪.

(রাত্. ত্রি.) আ. মার্. : কে.

(২) ২ + ১

(আ. মি.) তাই. তো. : জা. নি. । নে.

(২) ২ + ২ । ১

(ত. বু.) জে. গে. : প্র, তীক্, । ক্ষা.

(২) ২ + ২ । ১

(যে. ন.) খুল্. ছে. : দ. রো. । জা.

(২) ২ + ২ । ১

[সিংহ, কবিতা : কালী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২৫.

(আর্.) তা. ছা. : ড়া. ভাই. । আম্. রা. : স. বাই. ॥ ভে. বে. : ছি. লাম্. । হ. বে.

(২) ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

ন. তুন্. : স. মাজ্. । চো. খের্. : সাম্. নে. ॥ বিপ্. ল. বে. : বিপ্. । ল. বে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

কিন্. তু. : বা. পু. । আর্. যা. : ব. না. ॥ চ. রা. তে. : জঙ্. । গ. লে.⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

আ. রেক্. : টা. কল্. । কা. তায়্. : সা. হেব্. ॥ আ. রেক্. : টা. কল্. । কা. তায়্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[ঘোষ, শঙ্খ : বাবু মশাই]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২৬.

সং. ক. : লি. ত. । সত্. তা. : আ. মার্. ॥ এ. কাগ্. গ্র. : প. । বিত্. ত্র. : ক. রে. । রা. খি. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ২

আ. মা. : কে. ভোগ্. । কর্. বে. : তু. মি. ॥ ব. লে. : জ্বা. লাই. । শেষ্. দু. টি. : জো. । না. কি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন : জ্বর]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২৭.

তার্. প. রে. : লুট্. । প্র. ভুর্. : পা. য়ের্. ॥ কা. ছেই. : কি. বা. । তা. সা. : পড়্. ছে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

জিভ্. হ. লুদ্. : বা. । স. নার্. : কা. ঠি. ॥ তা. তেই. : খাঁ. চা. । তৈ. রি. : হ. তো.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[চট্টোপাধ্যায়, শক্তি : পাখি আমার একলা পাখি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২৮.

এ. মন্. : চু. ড়ি. । এ. মন্. : শা. ড়ি. ॥ ছল্. কা. : মা. রা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২

শা. ড়ি. টি. : ঘ. । রা. য়ে. : দি. লে. ॥ মর্. বে. : চা. রা.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২

[সেন, স্বদেশ : শাল পরবে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২৯.

রেস্. ছাড়্. : ব. ছাড়্. । ব. মা. : তাস্.

২ + ২ । ২ + ১

মন্. রাখ্. ব. : সাট্. । টায়্.

৩ + ১ । ১

[রায়, তুষার : ছড়া, ১২]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

ব্যাম্. বি. : নো. হে. । ম্যাম্. বো.

২ + ২ । ২

স্যাক্. সো. : জো. রা. । লো. ⋯

২ + ২ । ১

ক্যা. নেস্. : তা. রা. । টি. নো.

২ + ২ । ২

বা. জা. লে. : বা. । জে.

৩ + ১ । ১

ফুল্. ফো. টে. : পা. । থ. রে. : রো. খাঁ. । জে.

৩ + ১ । ২ + ২ । ১

[রায়, তুষার : ছড়া, ৪৮]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩০.

পি. তা. : ম. হের্. । কা. লের্. : য. ত. ॥ পু. রো. নো. : কল্. । কা. তার্. আ. লো. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

অ. থ. বা. : রো. । হি. ণী. : তু. মি. ॥ আ. মার্. : কে. বা. । রু. ণী. : ঘা. টে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

স. মস্. ত. : ক. । বি. তা. : লে. খো. ॥ ক. বি. তা. : স. । মস্. ত. : কা. রণ্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[চট্টোপাধ্যায়, গীতা : কবিতার গেরস্থালি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩১.

হ. ঠাত্. : জা. গে. । তন্. দ্রা. : বি. জ.। ড়ি. ত.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

স. তী. : হও. য়ার্. । সাধ্. ছি. : ল. যে. । না. রীর্.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

না. ভির্. : নী. চে. । ভে. ঙে. ছে. : কুণ্. । ড. লী.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[দত্ত, সুধীর : অগ্নি ঘিরে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩২.

তো. মা. কে. : আ. । লস্. স্য. : দে. ব.

৩ + ১ । ২ + ২

আ. মা. : কে. তো. । মার্. লাস্. : স্য. দাও.

২ + ২ । ২ + ২

[দাশ, রণজিৎ : তোমাকে আলস্য দেব]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩৩.

ব্যর্, থ. : সঙ্. ঘে. । হা. ড়ে.: গু. হায়্. ॥ তা. বত্. : ভ. বি. । তব্. ব্য. : বে. য়ে.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

সেও. কি. : তো. মায়্. । ভাব্. তে. : পা. রে. ॥ চণ্. ডা লী. : অ. । সভ্. ভ্য. : মে. য়ে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

অ. দৃশ্. : শ্যে. ঘোর্. । গৃ. হ. : যুদ্. ধ. ॥ দৃশ্. শ্য. ত. : সী. । মান্. তে. : বৈ. রী. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[চৌধুরী, গৌতম : প্রণয় গান]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩৪.

সু. ত. : রাং. পা. । অ. নন্. : ত. বিন্. । দু. তে

২ + ২ । ২ + ২ । ২

মুক্. তো. : ফে. লে. । ঝি. নুক্. : নি. য়ে. । হাঁ. টে.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

[বসু, ফল্গু : রেখাবলয়]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩৫.

(জ. গ. তে.) আ. নন্. : দ. যগ্. । জ্ঞে. ⋯

(৩) ২ + ২ । ১

(ও. গান্.) মা. লন্. চী. : কন্. । ন্যা. কে. ⋯

(২) ৩ + ১ । ২

(ত. খন্.) ভে. সে. ছে. : নৌ. । কা. টি. ⋯

(২) ৩ + ১ । ২

[গোস্বামী, জয় : জগতে আনন্দযজ্ঞে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩৬.

কোন্. ম. নে. : তো. । মা. কে. : রা. খি. ॥ ভে. বে. : চিন্. তে. । দ্যাখ্. না. : রে. মন্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

এ. কাত্. ত্মা. : চ. । ণ. কা. : কৃ. তি. ॥ পূর্. ণ. : সাম্. ম্য. । র. সে. : বি. ভোর্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[বন্দ্যোপাধায়, প্রসূন : ভুলে যাবি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

এ. ভা. লো. : অ. । জু. হাত্. : গ্রন্. থ. ॥ ধ. রিয়ে. : দি. লি. । ধর্. মের্. : ফে. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[বন্দ্যোপাধায়, প্রসূন : নাম]

বৈ. খ. রী. : তে. । জব্. দ. : ক. রে. ॥ আর্. ক. ত. : মা. । খা. বি. কা. লি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[বন্দ্যোপাধায়, প্রসূন : কবি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

গ. **সংকলিত দৃষ্টান্ত ও তার বিশ্লেষণ : প্রাচীন কলাব্রৃত্ত**

১.

মা. : ধ. ব. । ব. হু. ত. : মি. ॥ ন. তি. : ক. রি. । তো. : য়. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

গ. ণ. : ই. তে. । দো. ষ. : গু. ণ. ॥ লে. : শ. না. । পা. : ও. বি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

য. ব. : তূঁ. হু. । ক. র. বি. : বি. ॥ চা. : র.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২

[বিদ্যাপতি : বৈষ্ণব পদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২.

কণ্. : ট. ক. । গা. : ড়ি. ক. ॥ ম. ল. : স. ম. । প. দ. : ত. ল. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

দূ. : ত. র. । পন্. : থ. গ. ॥ ম. ন. : ধ. নি. । সা. : ধ. য়ে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

শি. খ. ই. : ভু. । জ. গ. : গু. রু. । পা. : শে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ । ২ + ২

প. রি. : জ. ন. । ব. চ. ন. : মু. ॥ গ. ধি. : স. ম. । হা. : স. ই.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[গোবিন্দদাস : বৈষ্ণব পদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩.

না. পু. ছ. : না. । পু. ছ. : স. খী. ॥ পি. য়া. ক. : পি. । রী. : ত.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

প. রা. ন. : নি. । ছ. নি. : দি. লে. ॥ না. হ. য়. : উ. । চি. : ত.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[জ্ঞানদাস : বৈষ্ণব পদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৪.

জ. .ন : গ. ণ. । ম. ন. : অ. ধি. । না. : য়. ক. । জ. য়. : হে. ॥ ভা. : র. ত. । ভাগ্. গ্য. : বি. । ধা. : তা.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১ । ২ + ২

বিন্. ধ্য. : হি. । মা. : চ. ল. । য. মু. : না. । গঙ্. : গা. ॥ উচ্. : ছ. ল. । জ. ল. ধি. : ত. । রঙ্. গ ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১ । ২ + ২

[ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : ১৪ সংখ্যক গান]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৫.

অম্. : ব. র. । প. রে. : চি. র. । গম্. : ভী. র. । মন্. : দ্রে. ॥ বা. : জি. ছে. । কা. : লে. র. । ডঙ্. কা.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২

ধা. : বি. ত. । মা. : ন. ব. । যু. : গে. : যু. । গান্. : ত. রে. ॥ অন্. : ত. রে. । সঙ্. : ক. ট. । শঙ্. কা. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ । ১ + ২ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২

আত্. ত্মা. : অ. । ম. র. : ব. লি. । প্র. থ. ম. : প্র. । চা. : রি. ল. ॥

৩ + ১ । ২ + ২ । ৩ + ১ । ২ + ২ ॥

জাগ্. : গ্র. ত. । ত. ব. : দে. শ. । ভা. ষা.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২

[বাগচী, যতীন্দ্রমোহন : ভারতবর্ষ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৬.

সপ্. ত. : তু. । র. গ. : র. বি. । আ. : গ. ত. । স. হ. : সা. ॥

৩ + ১ । ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ ॥

উ. দ. য়. : শো. । ই. ল. : শি. খ. । রান্. : তে.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২ + ২

শা. : প. বি. । মো. : চি. ত. ॥ ব. সু. : ধা. । বন্. : দে. ॥ তা. : র. ণ. । চ. র. : ণো. । পান্. : তে.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২

[দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ : অর্কেস্ট্রা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

ঘ. **সংকলিত দৃষ্টান্ত ও তার বিশ্লেষণ : সরলবৃত্ত ছন্দ। ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্ব**

১.

আ. মার্. : শ. । প. তি. : লা. গে. ॥ না. ধাই. হ. : ধে. । নুর্. : আ. গে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

ব. লাই. : ধা. । ই. ব. : আ. গে.

৩ +১ । ২ +২

শ্রী. দাম্. : সু. । দাম্. : স. ব. । পা. ছে.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

[দাস, বলরাম : বৈষ্ণব পদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

২.

ব. দ. : নের্. । কা. ছে. : বা. তি. ॥ জ. ন. নী. : ঢু. । লায়্. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

আ. ভায়্. : আ. । ভায়্. : মি. শে. ॥ শো. ভায়্. : শো. । ভায়্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

হে. রে. : মা. তা. । স্নে. হের্. : মে. । শায়্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১

হে. রে. : প্র. বী. । ণে. রা. : হা. সে. ॥ গ. ণে. না. : আ. । পন্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ : সন্ধ্যার প্রদীপ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৩.

কে. ন. : আর্. । স. মী. : রণ্.

২ + ২ । ২ + ২

উ. হা. রে. : ছুঁ. । ই. বি. : বল্.

৩ + ১ । ২ + ২

ম. ধুর্. : সো. । হা. গে. : তোর্.

৩ + ১ । ২ + ২

সে. তো. : আর্. । গা. হি. : বে. না.

২ + ২ । ২ + ২

ন. য়. নে. : ঢা. । লি. য়া. : সু. ধা. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

ম. রণ্. : সো. । হাগ্. : ভু. লি.

৩ + ১ । ২ + ২

[দেবী, স্বর্ণকুমারী : মরণ সোহাগ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৪.

আর্. : পা. রে. । আম্. : বন্. ॥ তাল্. : বন্. । চ. লে.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

গাঁ. য়ের্.: বা. । মুন্. : পা. ড়া. ॥ তা. রি. : ছা. য়া. । ত. লে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

আঁ. চল্. : ছাঁ. । কি. য়া. : তা. রা. ॥ ছো. ট. : মাছ্. । ধ. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

মা. তি. য়া. : ছু. । টি. য়া. : চ. লে. ॥ ধা. রা. : খ. র. । ত. র.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সহজ পাঠ, পঞ্চম পাঠ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৫.

শু. নে. : কার্. । কাঁ. দে. না.: প. । রান্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

দু. খি. : নীর্. । আঁ. খি. : জল্. ॥ য. ত. নে.: মু. । ছাই. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

কে. ন. : হ. বে. । নি. রেট্.: পা. । ষাণ্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[বসু, মানকুমারী : ভিখারিনী মেয়ে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৬.

মা. মা. : দের্. । বা. গা. : নে. তে. ॥ চ. রি. ছে. : হ. । রিণ্. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

মা. মা. : দের্. । চা. ক. : রের্. ॥ হ. য়ে. ছে. : ব. । য়স্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[সরকার, যোগীন্দ্রনাথ : মামার বাড়ি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৭.

ভা. লো. : বা. সি. । জা. ন. : স. খা. ॥ ত. বু. : অ. ভি. । মান্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

ক. র. : তু. মি. । আ. মার্. : উ. । প. রে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

ডা. কি. : শ. ত. । প্রি. য়. : না. মে. ॥ আ. কুল্. : প. । রান্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১

[দেবী, প্রিয়ম্বদা : অনুরোধ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৮.

সে. ক. র. : প. । র. শে. : তার্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

হ. র. : ষে. তে. । উ. ঠি. ছে. : উ. । ছ. সি.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

মু. খে. : স. রি. । ল. না. : ক. থা. ⋯

২ + ২ । ২ + ২

[দেবী, সরোজকুমারী : বৃথায়]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

৯.

খে. য়া. লে. : আ. । নন্, দে.

৩ + ১ । ৩

পাগ্. : লা. মি. । ছন্. দে.

২ + ২ । ৩

ওই. : দে. খ. । গঙ্. গা.

২ + ২ । ৩

ত. র. ল্. : ত. । রঙ্. গা.

৩ + ১ । ৩

[বাগচী, যতীন্দ্রমোহন : দেয়ালা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

১০.

অ. বশ্. : চি. । তের্. : ম. নে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

ফে. লি. তে. : মু. । র. তি. : ত. ব. ॥ হি. য়া. : হ. তে. । মু. ছি. : য়া. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

আঁ. খি. তে. : ম. । ম. তা. : ল. য়ে. ॥ ভা. লো. : বা. সা. । বু. কে. : তে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

[মুস্তোফী, নগেন্দ্রবালা : হতাশার আক্ষেপ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১১.

মুখ্. : খা. নি. । মিষ্. : টি. রে. ॥ চোখ্. : দু. টি. । ভোম্. : রা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

ভাব্. : ক. দ. । মের্. : ভ. রা. । রূপ্. : দ্যা. খো. । তোম্. : রা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

[দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ : দূরের পাল্লা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১২.

শি. খে. ছ. : জ্যা. । ঠা. মো. : খা. লি. ॥ ইঁ. চ. : ড়ে. তে. । পক্. ক.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২

[রায়, সুকুমার : সাবধান]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

বুদ্. ধি. : পা. । কিয়ে. : তো. লে. ॥ লে. খা. : প. ড়া. । গি. লি. : য়ে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

রাঁ. ধু. নী. : ব. । সি. য়া. : পা. কে. ॥ পাক্. : দেয়্. । হাঁ. ড়ি. : তে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

[রায়, সুকুমার : পাকাপাকি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

১৩.

সে. ক. থা. : চেঁ. । চি. য়ে. : ব. লে. ॥ অ. প. : মান্. । হ. বি. : রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

বাক্. ক্য. : উ. । ল. টি. : নি. লে.

৩ + ১ । ২ + ২

কাব্. ব্য. : আ.। প. নি. : মি. লে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

যে. দিন্. : অ. । কস্. : স্মাত্,

৩ + ১ । ২ + ২

ক. ঠিন্. : প. । র. শে. : মার্. ॥ চ. র. ণে. : লা. । গি. ল. : ঘা.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ১

[সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ : মন-কবি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৪.

স. বুজ্. : পা. । তার্. : দে. শে. ॥ ফি. রো. : জি. য়া. । ফি .ঙে. : ফুল্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

প. উ. : ষের্. । বে. লা. : শেষ্.

২ + ২ । ২ + ২

প. রি. : জাফ্. । রা. নী. : বেশ্.

২ + ২ । ২ + ২

শ্যা. ম. লী. : মা. । য়ের্. : কো. লে. ॥ সো. না. : মুখ্. । খু. কু. : রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

[ইসলাম, নজরুল : ঝিঙে ফুল]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৫.

কী. যে. ন. : হা. । রা. য়ে. : গে. ছে. ॥ জী. বন্. : হ. । তে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ১

আ. উস্. : হ. । র. ষে. : দু. লে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

আ. জিও. : নি.। বিড়্. : রা. তে. ॥ যা. বে. না. : চে. । না.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ১

ক. দম্. : যূ. । থি. কা. : চাঁ. পা. ॥ ব. কুল্. : হে. । না. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ১

ফো. টা. : কু. সু. । মের্. : বা. সে. ॥ ভেদ্. : র. বে. । না.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ১

ফু. লে.রে. : পৃ. । থক্. : ক. রে. ॥ যা. বে. না. : চে. । না.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ১

[দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ : পলাতকা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৬.

হাও. য়া. : বয়্. । সন্. : সন্. । তা. রা. রা. : কাঁ. । পে.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ১

অ. নেক্. : দূ. । রের্. : বন্.

৩ + ১ । ২ + ২

জে. নে. : কি. বা. । প্র. য়ো, : জন্.

২ + ২ । ২ + ২

[মিত্র, প্রেমেন্দ্র : জং]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৭.

আম্. রা. : কে. । ব. লি. :ম. রি. ॥ বার্. : বার্. । হে. রে. : যাই.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

জে. তার্. : নে. । শায়্. :ত. বু. ॥ বার্. : বার্. । তে. ড়ে. : যাই.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[দত্ত, অজিত : হার-জিৎ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

খু. শির্. : শে. । ফা. লি. : ব. নে. ॥ বেঁ. চে. : থা. কা. । ছন্. দ. : কু. । ড়িয়ে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[দত্ত, অজিত : ভালোলাগা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৮.

ভা. বি. য়ো. : আ. । মার্. : ক. থা. ॥ এক্. : বার্. । তা. রা. : ভ. রা. । আ. কা. : শের্. । ত. লে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ২ । ২

ক. হি. য়ো. : আ. । মার্. : নাম্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

ন. য়ন্. : তু. । লি. য়া. : ত. ব. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

[বসু, বুদ্ধদেব : মধ্যরাত্রে]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৯.

ছোট্. টো. : তা. । রা. টি. : না. মে. ॥ মেঘ্. : সিঁ. ড়ি. । বে. য়ে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

এক্. টু. : সাঁ. । তার্. : কে. টে. ॥ ডুব্. : দি. ল. । জ. লে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[রাহা, অশোকবিজয় : একটি চলচ্চিত্র]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন-প্রবণতা

লোক্. টা. : কে. । ন. যে. : এ. ল.

৩ + ১ । ২ + ২

কে. ন. : চ. লে. । গে. ল.

২ + ২ । ২

বো. ঝাই. : গে. । ল. না. ⋯

৩ + ১ । ২

[রাহা, অশোকবিজয় : দুর্বোধ্য]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২০.

মাঝ্. : রা. তে. । দে. খি. : তার্. ॥ মা. থার্. : উ. । পর্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

পূর্. : ণি. মা. । চাঁদ্. : জ্বল্. । জ্ব. লে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ । ২

সা. পের্. : ফ. । ণায়্. : জ্ব. লে. ॥ ম. ণি. : চক্. । চ. কে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[দাস, দিনেশ : কলকাতা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২১.

প. র. নে. : ছি. । ল. না. : চে. লি.

৩ + ১ । ২ + ২

গ. লায়্. : দো. । লে. নি. : হার্.

৩ + ১ । ২ + ২

মা. টি. তে. : র. । ঙিন্. : আ. শা.

৩ + ১ । ২ + ২

পে. তে. : ছি. ল. । সং. : সার্.

২ + ২ । ২ + ২

[মুখোপাধ্যায়, সুভাষ : ছাপ]

২২.

লিখ্. : লুম্. । বি. চিত্. : ত্রা. । দাশ্. : কে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২ + ১

ব. হু. : দিন্. । দে. খি. নি. : আ. । কাশ্. : কে,

২ + ২ । ৩ + ১ । ২ + ১

উষ্. ণ. : তো. । মার্. : স্মৃ. তি. । ত .বু. : ও.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২ + ১

[সরকার, অরুণ : বিচিত্রা দাশ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

মাই. : কে. লি. । আত্. ত্ম. : বি. । লাপ্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

তো. মার্. : বা. । গা. নে. : শ. ত. । দল্.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

[সরকার, অরুণকুমার : প্রজাপতির খেদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৩.

শেষ্. : ক. টি. । পু. কুর্. : শু. । কায়্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

কো. থায়্. : শু. । নে. ছে. : কে. বা. । ক. বে.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

এ. ভা. বে. : পু. । কুর্. : চু. রি. । হ. বে.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

[চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ : পুকুরচুরি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৪.

নি. শান্. : ব. । দল্. : হ. লো. ॥ হ. ঠাত্. : স. । কা. লে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

আ. মি. যা. : ছি. । লাম্. : তাই. ॥ থে. কে. : গে. ছি. । আ. জো. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

ক. খ. নো. : দে. । খি. নি. : এ. ত. ॥ শা. লু. বা. : আ. । তর্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

ক. থা. : শু. ধু. । থে. কে. : যায়্. ॥ ক. থার্. : ম. । নেই.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[শঙ্খ ঘোষ : বিকল্প]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৫.

ত. বু. : স্থির্. । আ. লোয়্. : আ. । ন. ত.

২ + ২ । ৩ + ১

শ. রী. রে. : কো. । থাও. : আ. মি. ॥ চা. মে. লি. : কি. । জুঁই.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

রা. খি. না. : কি. । ছুই.

৩ + ১ । ২

[দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু : ভ্রষ্টপ্রেম]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৬.

ঢে. কে. : রা. খি. । নি. জে. কে. : চা. । দ. রে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

কে. ন. : জা. নো. । তো. মার্. : আ. । দ. রে. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

পা. লি. : য়ে. ছি. । ফি. রেও. : এ. । সে. ছি.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[চট্টোপাধ্যায়, শক্তি : ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ১০৭]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৭.

আগ্. : রার্. । ম. তন্. : শ. । হ. রে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

গি. য়ে. ছি. : শ্রা. । বণ্. : মা. সে.

৩ + ১ । ২ + ২

তাজ্. : ম. হ. । লের্.

২ + ২ । ২

গা. য়ে. : গা. য়ে. । দে. খে. ছি. : শ. । কুন্.

২ + ২ । ৩ + ১

[বসু, উৎপলকুমার : ট্রেনে লেখা কবিতা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৮.

কার্. : স্মৃ. তি. । জ. টিল্. : ধোঁ. । য়ায়্.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

কার্. : মুখ্. । তো. মার্. : তো. । মার্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

অ. ল. : স. তা. । নে. শার্. : ম. । তন্.

২ + ২ । ৩ + ১

[চক্রবর্তী, সুব্রত : একক নৌকা-বিহার]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৯.

চাল্. : ডাল্. । নু. নের্. : শা. । স. নে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

ন. তুন্. : পাঁ. । চিল্. : ও. ঠে. । রোজ্.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

ত. বু. তো. : হ. । ঠাত্. : এক্. । দিন্.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

মাই. : গড্. । শি. ইজ্. : হি. । য়ার্.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[চক্রবর্তী, ভাস্কর : তবু কোনোদিন]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩০.

ক. খ. নো. : জা. । ন. নি. : তু. মি. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

এক্. টি. : জী. । বন্. : শু. ধু. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

ব. হু. : বৃষ্. । টি. তে. : ভি. জে.

২ + ২ । ২ + ২

প্রশ্. ণ. : ক. । রে. ছি. : ক. বে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

গ. ত. : জন্. । মের্. : হা. ওয়া.

২ + ২ । ২ + ২

[গুহ, কালীকৃষ্ণ : গতজন্মের হাওয়া]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

৩১.

এ. যে. : কোন্. । ঘা. টে. : এ. সে. । উঠ্. : লি.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ১

ডা. কি. নী. : এ. । খা. নে. : তার্. ॥ সব্. : চুল্. । খু. লে. : দেয়্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

অন্. ন্য. : কি. । ছুই. : নয়্. ॥ প. র. : মা. ণু. । বিদ্. : দ্যুত্. । চুল্. : লি. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ১

সং. : কেত্. । ভুল্. : ছি. ল. ॥ মা. নব্. : আ. । বিষ্. : কৃ. ত.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[কাঞ্জিলাল, পার্থপ্রতিম : উদ্ধারণপুরের ঘাট]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩২.

য. খন্. : খুঁ. । জে. ছি. : তা. কে. ॥ পা. থ. রে. : ন. । ভে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ১

ঘু. রে. ছি. : তে. । পান্. : তর্. ॥ ব. সে. ছি. : শ. । বে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ১

পা. হা. ড়ি. : ঘো. । ড়ায়্. : চ. রে. ॥ প্র. হ. রী. : ছু. । টে. ছে. : জো. রে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

ঈ. শা. : নের্. । মন্. : দি. রে. ॥ ঘন্. টা. : বে. । জে. ছে. : জো. রে.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[চৌধুরী, গৌতম : কালপ্রতিমা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

ঙ. সংকলিত দৃষ্টান্ত ও তার বিশ্লেষণ : সরলবৃত্ত ছন্দ। ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব

এই ছন্দ-কাঠামোয় প্রতি পর্বে মাত্রার সংখ্যা ৬। এই ছন্দে কবিরা অনেক সময়ে উপপর্বের দু ধরণের বিন্যাস ব্যবহার করেছেন একই পঙ্‌ক্তিতে বা একই কবিতাংশে। একটি বিন্যাস হলো ৩-৩, আরেকটি ২-২-২।

এখানে চয়ন করা দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে অধিকাংশই বিখ্যাত, লোকের মুখে-মুখে-ফেরা অর্থাৎ অতিশয় আদৃত। এবং এই দু ধাঁচে উপপর্ব-বিভাজন বিরলও নয়, তার প্রচলনও বাংলা কবিতায় দীর্ঘকালীন। এই প্রয়োগকে ত্রুটি বা ছন্দোদোষ হিসেবে ধরে যতিলোপের প্রস্তাব নির্দেশাত্মক, সঞ্জননী নয়। ৬ মাত্রার সরলবৃত্তের দোলায়িত চলনটি যতিলোপ দ্বারা রুদ্ধ করা ছন্দটিকে ভগ্ন করা ছাড়া আর কোনও কৃত্য করতে পারে না।

যে কবিতায় একত্র দুই ধরণের উপপর্ব-বিন্যাস আছে, ৩ + ৩ এবং ২ + ২ + ২, এখানে সেগুলিই তুলে ধরা হয়েছে। যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনও পাওয়া যাবে।

১.

সব্. : আ. ভ. : রণ্. । থা. কি. তে. : হি. য়ার্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

হা. রে. বা. : ড়াই. ছ. । দি. ঠি.

৩ + ৩ । ২

[জ্ঞানদাস : বৈষ্ণব পদ]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২.

এ. লাই. : য়া. বে. ণী. । ফু.লের্. : গাঁ. থ. নি. ⋯

৩ + ৩ । ৩ + ৩

বি. র. তি. : আ. হা. রে. । রা. ঙা. : বাস্. : প. রে. ⋯

৩ +৩ । ২ + ২ + ২

এক্. : দি. ঠি. : ক. রি. । ম. য়ুর্. : ম. য়ূ. রী.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

[চন্ডীদাস : বৈষ্ণব পদ]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

য. মু. : নার্. : তী. রে. । ব. সি. : তার্. : নী. রে. ⋯

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

চ. লে. : নীল্. : শা. ড়ি. । নি. ঙা. রি. : নি. ঙা. রি.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

[চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদ]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৩.

(কে. রে.) রূ. পের্. : ছ. টায়্. । ত. ড়ি. ত. : ঘ. টায়্. ॥ ঘ. ন. : ঘোর্. : র. বে. । উ. ঠে. আ. : কা. শে.

(২) ৩ + ৩ । ৩ + ৩ ॥ ২ + ২ + ২ । ৩ + ২

দি. তি. : মু. র. : চয়্, । স. বার্. : হৃ. দয়্. ॥ থ. র. : থ. র. : থ. র. । কাঁ. পে. হু. : তা. শে.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ ॥ ২ + ২ + ২ । ৩ + ২

[সেন, রামপ্রসাদ : শাক্ত পদ]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৪.

কু. বের্. : স. মান্. । স্বা. মী. : ধ. ন. : বান্.

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২

ধন্. : খায়্. : জ. গ. । জ. নে. ⋯

২ + ২ + ২ । ২

মোর্. : মা. তা. : পি. তা. । না. গ. : ণি. ল. : স. তা.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

ল. হ. না. : কাল্. সা.। পি. নী.

৩ + ৩ । ২

[চক্রবর্তী, মুকুন্দ : চণ্ডীমঙ্গল]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে এবং পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৫.

চ. ল. : বি. ষ. : হ. রী. । নাগ্. : সঙ্. গে. : ক. রি. ।। আ. সি. য়া. : আ. স. নে. । উ. র.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ ।। ৩ + ৩ । ২

ত. ব. : গু. ণ. : ক. থা.। সুর্. : ম. নে. : গা. থা. ।। গাই. তে. : বা. স. না. । ম. নে.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ ।। ৩ + ৩ । ২

শু. ন. হে. : ম. ন. সে. । ম. নের্. : হ. রি. ষে. ।। রা. খিও. : ত. ব. চ. । র. ণে.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

[গুপ্ত, বিজয় : মনসামঙ্গল]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৬.

আ. প. : নার্. : গুণ্. । শু. ন. হ. : আ. পন্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

প্র. ভু. : দেব্. : ভ. গ. । বান্.

২ + ২ + ২ । ২

[গাঙ্গুলি, মানিকরাম : ধর্মমঙ্গল]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৭.

ক. ম.ল্. : চ. র. ণ. । ক. ম.ল. : ব. দন্. ॥ ক. ম. ল. : না. ভি. গ. । ভীর্.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ ॥ ৩ + ৩ । ২

ক. ম.ল. : দু. কর্. । ক. ম. ল. : অ. ধর্. ॥ ক. ম. ল. : ময়্ শ. । রীর্.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ ॥ ৩ + ৩ । ২

[রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল]

উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

সে. মোর্. : না. গর্. । চি. কন্. : কা. লা.

৩ + ৩ । ৩ + ২

তা. রে. : সা. জে. : ভা. ল ···

২ + ২ + ২

[রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন।

৮.

আ. জি. হে. : প্র. ভা. তে. । প্র. ভাত্ : বি. হ. গ.

৩ + ৩ । ৩ + ৩

কী. গান্. : গাই. ল. । রে.

৩ + ৩ । ১

অ. তি. : দূর্. : দূর্. । আ. কাশ্. : হই. তে. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

প্র. ভা. : তে. রে. : যে ন । লই. তে. : কা. ড়ি. য়া.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

আ. কা. : শে. রে. : যে.ন. । ফে. লি. তে. : ছিঁ. ড়ি. য়া.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

[ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৯.

(হায়্.) খা. কী. : র. ঙে. : খাক্. । হ. ল. : দুই. : আঁ. খি. ॥ দু. নি. : য়া. টা. : গে. ল. । খ. রে.

(২) ২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ ॥ ২ + ২ + ২ । ২

(তাই.) ঘ. ন. : ব. র. :ষণ্. । লা. ল. সে. : ধ. র. ণী. ॥ ব. জ্. জ্র. : কা. ম. না. । ক. রে.

(২) ২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ ॥ ৩ + ৩ । ২

[দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ : বজ্র কামনা]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১০.

দুর্. : গ. ম. : গি. রি. । কান্. : তা. র. : ম. রু. ॥ দুস্. : ত. র. : পা. রা. । বার্.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ ॥ ২ + ২ + ২ । ২

লঙ্. : ঘি. তে. : হ. বে. । রাত্. ত্রি. : নি. শী. থে. । যাত্. : ত্রী. রা. : হু. শি. । য়ার্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ ॥ ২ + ২ + ২ । ২

[ইসলাম, নজরুল : কাণ্ডারী হুশিয়ার]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১১.

ঠা. কুর্. : ঘ. রের্. । প. থে. : যে. তে. : মাপ্. ⋯

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২

শি. শুর্. : চ. রণ্. । গে. ছে. : আঁ. কা. : বাঁ. কা. ⋯

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২

ধর্. : মের্. : আ. গে. । আ. রো. সে. : ধর্. ম. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

[চক্রবর্তী, অমিয় : পদাবলী]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন

১২.

আ. কাশ্. : হা. রা. নো. । আঁ. ধার্. : জ. ড়া. নো. । দিন্.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

আজ্. : কেই. : যে. ন. । শ্রা. বণ্. : ক. রে. ছে. । পণ্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২

[বসু, বুদ্ধদেব : বর্ষার দিন]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৩.

চো. রা. : বা. লি. : আ. মি. । দূর্. দি. : গন্. তে. । ডা. কি. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২

কে. ন. : ভয়্. : কে. ন. । বী. রের্. : ভর্. সা. । ভো. ল. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২

আ. যো. : জন্. : কাঁ. পে. । কা. ম.: নার্.: ঘোর্.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

অঙ্, গে. : আ. মার্. । দে. বে. না. : অঙ্. গী. । কার্.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

[দে, বিষ্ণু : ঘোড়সওয়ার]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৪.

আ. মার্. : ক. থা. কি. । শুন্. তে. : পাও. না. । তু. মি.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

কে. ন. : মুখ্. : গুঁ. জে. । আ. ছ. : ত. বে. : মি. ছে. । ছ. লে. ⋯

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ । ২

আজ্. দি. : গন্. তে. । ম. রী. চি. : কাও. যে. । নেই.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

[দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ : উটপাখি]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৫.

সূর্. : যের্. : আ. লো. । মে. টায়্. : খো. রাক্. । কার্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২

সেই. : ক. থা. : বো. ঝা. । ভার্.

২ + ২ + ২ । ২

অ. না. দি. : যু. গের্. । অ্যা. মি. : বার্. : থে. কে. ।। আ. জি. কে. : ও. দের্. । প্রাণ্.

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২ ।। ৩ + ৩

গ. ড়ি. য়া. : উ. ঠি. ল. । কাফ্. : রীর্. : ম. তো. ।। সূর্. য. : সা. গর্. । তী. রে.

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২ ।। ৩ + ৩ । ২

[দাশ, জীবনানন্দ : সূর্যসাগরতীরে]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৬.

পাল্. লা. : সার্. সি. । ফা. ট. লে. : ফু. টোয়্.

৩ + ৩ । ৩ + ৩

ক. ত. : কাঁ. থা. : কা. নি. । গুঁজ্. বে

২ + ২ + ২ । ২ + ১

উঁ. কি. : দে. বে. : দে. বে. । দে. বেই.

২ + ২ + ২ । ৩

য. তই. : ভা. বো. না. । কি. ছু. : নেই. ⋯

৩ + ৩ । ২ + ২

সেই. : দে. য়া. : লেই. । ঘির্. বে.

২ + ২ + ২ । ২ + ১

[মিত্র, প্রেমেন্দ্র : নিরর্থক]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৭.

যে. ন. : উন্. : মাদ্. । মিল্. : বার্. : মাত্. । লা. মোয়্.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ । ৩

সূর্. : যাস্. : তের্. । রক্. তে. : আ. বীর্. । মা. খা.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২

হা. জার্. : বা. ঘি. নী. । ডা. কে.

৩ + ৩ । ২

[চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র : হাজার বাঘিনী ডাকে]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে এবং পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৮.

কি. ছু. : থা. কে. : তার্. । হা. তের্. : মু. ঠোয়্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

কি. ছু. : ঝ. রে. : যায়্. । ঘা. সে.

২ + ২ + ২ । ২

কি. ছু. টা. : মো. র. গে. । ঠুক্. : রিয়ে. : খায়্.

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২

কি. ছু. : শা. লি. : খের্. । ছা. না.

২ + ২ + ২ । ২

[চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ : বাবুর বাগান]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

১৯.

হে. ম. হা. : জী. বন্. । আর্. এ. : কাব্. ব্.। নয়্.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

এ. বার্. : ক. ঠিন্.। ক. ঠোর্. গদ্. দ্য.। আ. নো. ⋯

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

প্র. য়ো. : জন্. : নেই. । ক. বি. : তার্. : স্নিগ্. । ধ. তা. ⋯

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ । ২

পূর্. : ণি. মা. : চাঁদ্. । যে. ন. : ঝল্. : সা. নো. । রু. টি.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ । ২

[ভট্টাচার্য, সুকান্ত : হে মহাজীবন]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২০.

সূর্. য. : হা. সায়্. । শু. পু. : রির্. : ফু. হা. । রা. কে. ⋯

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২ । ২

পড়্. শি. : আ. মার্. । উঠ্. ল. : পন্. টি. । য়াকে. ⋯

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

ধ. রে. : আ. ছে. : লো. কে. । উঁ. চু. : বা. ড়ি. : টার্. । চূ. ড়ো.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ । ২

[আচার্যচৌধুরী, রমেন্দ্রকুমার : আরশি নগর]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে এবং পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২১.

মা. লী. যা. : ব. লে. নি. । সে. টা. : হ. লো.

৩ + ৩ । ২ + ২

সেই. : বাড়্. : নী. চে. । চা. রি. য়ে. : যায়্. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ২

এ. খা. নে. : ও. খা. নে. । মা. থা. : খোঁ. ড়ে. : আর্. ⋯

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২

ই. তস্. : ত. তের্. । চো.রা. : চা. পে.

৩ + ৩ । ২ + ২ +

[ঘোষ, শঙ্খ : রাধাচূড়া]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২২.

এ. সে. ছে. : পু. লিশ্. । জিপ্. : ভ্যান্. : ট্রাক্. ॥ এ. সে. ছে. : অ. নে. কে. । ক্যা. মে. রা. : ঝু. লি. য়ে.

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২ ॥ ৩ + ৩ । ৩ + ৩

এ. সে. ছে. : ভিস্. তি. । এ. সে. ছে. : বা. দাম্. ॥ ছো. লা. : কো. কা. : কো. লা. ⋯

৩ + ৩ । ৩ + ৩ ॥ ২ + ২ + ২

আ. রো. : আ. সে. : আ. রো. । আ. রো. : আ. রো. আ. রো. ⋯

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

কে. কার্. : মু. খের্. । দি. কে. : চে. য়ে. : দে. খে. ॥ দে. খে. নি. : দে. খে. নি.

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২ ॥ ৩ + ৩

[গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল : চাসনালা]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন

জ্ব. লন্. : ত. বু. কে. । ক. ফির্. : চু. মুক্. ॥ সি. গা. : রেট্. চু. রি. । জা. না. : লার্. পা. শে.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ ॥ ২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

[গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল : উত্তরাধিকার]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২৩.

এ. মন্. : ছি. ল. না. । আ. ষাঢ়্. : শে. ষের্. । বে. লা. ⋯

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২

লাফ্. : মে. রে. : ধ. রে. । মো. র. : গের্. : লাল্. । ঝুঁ. টি. ⋯

২ + ২ + ২ । ২ + ২ +২ । ২

ত. ত. : বিক্. : খ্যা. ত. । নয়্. এ. : হৃ. দয়্. । পুর্. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২

আ. ন. খ. : স. মুদ্. । দুর্.

৩ + ৩ । ২

[চট্টোপাধ্যায়, শক্তি : আনন্দভৈরবী]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে এবং পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২৪.

ক্ষু. র. : ধার্. : ফুল্. । মা. ল. তী.

২ + ২ + ২ । ৩

প. ড়া. : শো. না. : এই. । বে. গ. : তিক্.

২ + ২ + ২ । ২ + ২

মে. ধা. বী. : দ. রো. জা. । কী. ব. লে. ⋯

৩ + ৩ । ৩

অ. থ. চ. : আ. ড়া. লে. । ছ. ড়া. লে.

৩ + ৩ । ৩

তা. রা. : দু. টি. : যা. বে. । আ. ড়া. লে.

২ + ২ + ২ । ৩

আপ্. : না. রা. : সব্. । বা. ড়ি. : যান্.

২ + ২ + ২ । ২ + ২

[মুখোপাধ্যায়, বিজয়া : বিষম]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২৫.

আ. মি. : কাঠ্. : কা. টি. । আ. মি. : জল্. : তু. লি.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

আ. মি. স. : বে. তন্. । ছু. টি. : পাই. ⋯

৩ + ৩ + ২ । ২

য. দি. : জল্. : প. ড়ে. । য. দি. : পা. তা. : ন. ড়ে.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

ন. ড়ে. : উঠ্. : তেই. । টের্. : পাই.

২ + ২ + ২ । ২ + ২

[সেন, স্বদেশ : আমি কাঠ কাটি]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২৬.

অ. নু. : সন্. : ধা. নে. । প্র. তি. টি. : অ. ণু. তে. ॥ মৃত্. : ত্যুর্. : নীল্. । রঙ্. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ ॥ ২ + ২ + ২ । ২

এ. ত. : য. দি. : ভয়্. । ব. রা. : ভয়্. : কে. ন. ॥ কে. ন. : ত. বে. : ছি. ল. । জয়্.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ ॥ ২ + ২ + ২ । ২

কে. ন. : ত. বে. : সুখ্. । ভে. ড়ার্. : শৃঙ্. গে. । হী. রে.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২

[রায়, তুষার : মৃত্যু সম্পর্কে]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২৭.

বা. ড়ি. : আ. ছ. : না. কি. । হাঁ. কে. : কা. রা, : জ্যোত্.। স্নায়্. ⋯

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ । ২

পশ্. : চি. মে. : পূ. বে. । অ. লীক্. : স্বয়ম্. । বর্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২

[চক্রবর্তী, সুব্রত : নীল কুয়াশায় প্রেত]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

২৮.

বন্. : জুঁই. : গাছ্. । পু. রো. নো. : পু. কু. রে. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

স. বে. : ঠোঁট্. : চু্য. ত. । গান্. : ফোঁ. টা. : ফোঁ. টা.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

[মিত্র, দেবারতি : সাদা জ্যোৎস্নায়]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন

২৯.

আ. কা. : শের্. : দি. কে. । হাত্. : তো. লা. : তা. রা. ॥ পি. ঠো. : পি. ঠি. : ভাই. । বোন্.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ ॥ ২ + ২ + ২ । ২

ক. রু. ণা. : তো. মার্. । পথ্. : দি. য়ে. : কেউ. । আ. সে.

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২ । ২

[রুদ্র, সুব্রত : করুণা]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৩০.

ঝাঁ. কে. : ঝাঁ. কে. : চি. ঠি. । উ. ড়িয়ে. : দি. য়ে. ছি. ॥ তো.মার্. : চ. তুর্. । দি. কে. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ ॥ ৩ + ৩ । ২

পৃ. থি. : বী. তে. : শু. ধু. । বুদ্. : বু. দি. : জা. নে. ॥ বিচ্. ছু. : র. ণের্. । জা. দু.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ ॥ ৩ + ৩ । ২

আ. পা. : ত. ত. : তাই. । বা. লক্. : বু. ঝে. ছে. ॥ সা. বান্. : ফে. নার্. । পি. ছল্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ ॥ ৩ + ৩ । ৩

[দাশ, রণজিৎ : রঙবুদ্বুদ]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৩১.

ছে. লে. টি. : বল্. ত.

৩ + ৩

খুন্. : হ. য়ে. : যা. বে. । য. দি. : ভা. লো. : বা. স । কাউ. কে.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ । ৩

মে. য়ে. টি. : বল্. ত.

৩ + ৩

মে. রে. : ফে. লে. : দে. ব. । অন্. ন্য. : মে. য়ে. কে. । ধর্. লে.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ৩

[সরকার, সুবোধ : খুন]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন

৩২.

পা. হা. : ড়ের্. : ম. তো. । গ. ড়ি. য়ে. : পড়্. তে. । শি. খি. নি.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ৩

অ. শ. : নির্. : ম. তো. । ঘু. মো. তে. : পা. রি. নি. । আ. কা. শে.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ৩

[বসু, গৌতম : ভূমিস্পর্শমুদ্রা]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৩৩.

ত. বে. : এ. সো. : এ. সো. । জা. নাও. : তু. মিও. । প্রস্. : তুত্.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২ + ২

আত্. ত্ম. : গো. পন্. । পর্. বে. : তু. মি. এ. । দস্. : স্যুর্.

৩ + ৩ । ৩ + ৩ । ২ + ২

ক্ষ. তে. : দে. বে. : ম. ধু. । দুব্. বো. : চি. বি. য়ে. । আস্. : তে.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ । ২ + ১

[দাশগুপ্ত, মৃদুল : বিবাহপ্রস্তাব]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৩৪.

তা. রা. : ঢা. কা. : মেঘ্ । মে. ঘে. : ঢা. কা. : তা. রা.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

পা. শের্. : বা. ড়ি. তে. । উ. ঠে. : এ. ল. : তা. রা. ⋯

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২

বা. বা. :ভোর্. : বে. লা. । ডিউ. টি. : তে. গে. লে. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

ছি. ল. : আড্. : ডায়্. । স. দস্. : স্য. যা. রা.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩

[গোস্বামী, জয় : দুই বোনের কবিতা]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

৩৫.

এ. দিন্. : সন্. ধ্যা. । মাত্. : লার্. : চর্.

৩ + ৩ । ২ + ২ + ২

আ. কন্. : দ. আঁ. খি. । নি. শা.

৩ + ৩ । ২

কো. নো. : নির্. : জন্. । বক্. : শা. খা. : নেই.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২

[মহাপাত্র, অনুরাধা : অচির]

একত্র ২-২-২ এবং ৩-৩ উপপর্ব-বিভাজন। উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন

চ. সংকলিত দৃষ্টান্ত ও তার বিশ্লেষণ : সরলবৃত্ত ছন্দ। ৭ মাত্রার পূর্ণ পর্ব

১.

ছি. লাম্. : নি. শি. দিন্. । আ. শা. হীন্. : প্র. বা. সী. ৩ + ৪ । ৪ + ৩

বি. র. হ. : ত. পো. ব. নে. । আন্. ম. নে. : উ. দা. সী. ৩ + ৪ । ৪ + ৩

আঁ ধা রে : আ লো এ সে । দি শে দি শে : খে লি ত ৩ + ৪ । ৪ + ৩

অ ট বী : বায়ু ব শে । উ ঠি ত সে : উ ছ সি ৩ + ৪ । ৪ + ৩

[ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বিরহানন্দ]

৭ মাত্রা পূর্ণ পর্বের সরলবৃত্ত ছন্দের সাধারণ প্রবণতা ফলত নিয়ম এইরূপ যে, একটি পর্বে দুটি অসম উপপর্ব থাকে। প্রথম উপপর্বের মাত্রাসংখ্যা ৩ এবং দ্বিতীয় উপপর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪। এর ব্যত্যয় সচরাচর ঘটে না। তাই এটি এই ছন্দের একটি অন্যতম বিরল দৃষ্টান্ত। এটিকে ছন্দ-নিরীক্ষার নজির বলা যায়।

কবিতাটি প্রথম থেকে শেষ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত এই অভিনব মাত্রাবিন্যাসে রচিত। এখানে দুটি সমমাত্রিক পর্ব পাওয়া যাচ্ছে, যার মধ্যে প্রথমটি এই ছন্দের সাধারণ প্রচলিত নিয়ম রক্ষা করেছে ৩-৪ মাত্রা বিন্যাসে। অর্থাৎ প্রথম পর্বে প্রথম উপপর্বের মাত্রাসংখ্যা ৩ এবং দ্বিতীয় উপপর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪।
দ্বিতীয় পর্বের ক্ষেত্রে মাত্রাবিন্যাস তার বিপরীত (৪-৩) অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্বে প্রথম উপপর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪ এবং দ্বিতীয় উপপর্বের মাত্রাসংখ্যা ৩। মাত্রাবিন্যাসের এই গড়নটি সপ্তমাত্রিক সরলবৃত্তের প্রথাবিরুদ্ধ। প্রথা বা নিয়ম লঙ্ঘন করেও কবিতাটি সার্থক হয়েছে। ভাব ও ছন্দ — কোনও দিক থেকেই এটি দুর্বল বা মুন্সিয়ানাহীন নয়।

ছন্দের বাঁধা নিয়ম যে অতিক্রম করা যায়, এবং এভাবে আরও অনেক নতুন বিন্যাস যে হতে পারে, সেই অনন্ত সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে এই নিরীক্ষা। কিন্তু কেবল ছন্দ-নিরীক্ষামূলক নয়, এটি যথার্থ

কবিতা হয়ে উঠেছে। এর কাব্যমূল্য আছে বলেই এই নিরীক্ষার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

২.

দু. স. খী. : এই. রূ. পে. । চু. পে. চু. পে. : ক. হি. ল. । ক. ত.

৩ + ৪ । ৪ + ৩ । ২ = ৭ + ৭ + ২

শো. ভা. ক. : বির্. স. নে. । আ. লা. প. নে. : হই. ল. । র. ত.

৩ + ৪ । ৪ + ৩ । ২ = ৭ + ৭ + ২

ক. খন্. : চ. ড়ে. গি. রি. । ধী. রি. ধী. রি. : ক. খ. নো. । স. বে.

৩ + ৪ । ৪ + ৩ । ২ = ৭ + ৭ + ২

ন. দীর্. : ধা. রে. ধা. রে. । প. দ. চা. রে. : ন. বোত্. । স. বে.

৩ + ৪ । ৪ + ৩ । ২ = ৭ + ৭ + ২

[ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ : স্বপ্নপ্রয়াণ]

৭ মাত্রা পূর্ণ পর্বের সরলবৃত্ত ছন্দের প্রথাসিদ্ধ নিয়মে এর একটি পর্বে ৩-৪ বিন্যাসের উপপর্ব বিভাজন থাকে। এখানে পঙ্‌ক্তিগুলির প্রথম পর্ব ৩-৪ মাত্রার উপপর্বে বিভাজিত, যা প্রচলিত। দ্বিতীয় পর্বে তার বিপরীত মাত্রাবিন্যাস ঘটেছে অর্থাৎ উপপর্ব বিভাজিত হয়েছে ৪-৩ মাত্রাবিন্যাসে। প্রতি পর্বের শেষে একটি ২ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব আছে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন আছে।

এখানে দু ধরণের প্রথাবিরুদ্ধতা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, প্রচলিত ৩-৪ মাত্রা-বন্টনের বদলে ৪-৩ মাত্রা-বন্টন। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বে উপযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন হয়েছে, যা সপ্তমাত্রিক সরলবৃত্তের বিন্যাসে অতিবিরল।

যে কবির রচনা এটি, তাঁর ছন্দ-নিরীক্ষা সুবিদিত। এই পঙ্‌ক্তিগুলি তারই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ছ. সংকলিত দৃষ্টান্ত ও তার বিশ্লেষণ : মিশ্রবৃত্ত ছন্দ

১. ভূ. ষণ্. : ভী. । ষণ্. : তার্. ॥ গ. লে. : ফ. ণী. । হার্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

এ. ক. থা. : ক. । হি. ব. : কায়্. ॥ সু. ধা. : ত্য. জি. । বিষ্. : খায়্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

ক. ম. লা. : কান্. । তের্. :বা. ণী. ॥ শু. ন. : শৈ. ল. । শি. রো. : ম. ণি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত : শাক্ত পদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২.

গি. রি. কি. : অ. । চল্. : হ. লে. ॥ আ. নি. তে. : উ. । মা. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

না. হে. রি. : ত. । ন. য়া. : মু. খ. ॥ হ. দ. য়. : বি. । দ. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

ত্ব. রান্. : ম্বি. ত. । হও. : গি. রি. ॥ তো. মার্. : ক. । রে. তে. : ধ. রি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[গুপ্ত, রামনিধি : শাক্ত পদ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩.

শ. শি. : ক. লা. । মু. কু. ট. : মণ্. । ড. ন্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

সা. রি. কা. সিন্. । দুর্. : পে. ড়ি. ॥ পি. ছে. : লৈ. য়া. । ধায়্. : চে. ড়ি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

কে. হ. : লই. ল. । চি. র. নি. : দর্. । পণ্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

দা. রুণ্. : আ. । মার্. : জা. য়া. ॥ নিত্. ত্য. : পূ. জে. । ম. হা. : মা. য়া.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

বাম্. : প. থি. । হয়্. য়্যা. : স. তন্. । তর্.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

[চক্রবর্তী, মুকুন্দ : চণ্ডীমঙ্গল]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৪.

তু. মি. সে. : জি. । য়ন্. তে. : মা. র. ॥ নৈ. লে. : জি. য়া. । ই. তে. : পা. র.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

বা. রেক্. : চণ্. । ডীর্. : প্রাণ্. । রা. খ.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

[গুপ্ত, বিজয় : মনসামঙ্গল]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৫.

অ. নাদ্. দ্যে. : অর্. । পি. য়া. : তা. রে.

২ + ২ । ২ + ২

ভক্. ক্ষণ্. : ক.। রেন্. : সু. খে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

উ. ড়ি. : ধান্. ন্য. । ভা. নি. ঞা. : তন্. ॥ ডু. ল. : কৈ. ল. । সার্.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২

[গাঙ্গুলি, মানিকরাম : ধর্মমঙ্গল]

পদযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

৬.

রিক্. ত. : হস্. ত. । গৃ. হস্. থ. : দাঁ. ॥ ড়ায়্. : বুদ্. ধি. । হ. ত. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২

আজ্ঞ. জ্ঞা. : দি. লা. । কৃষ্. ণ. : চন্. দ্র. ॥ ধ. র. ণী. : ঈশ্. । শ্বর্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল]

পদযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

৭.

এ. স. ব. : চিন্. । তি. য়া. : ম. নে. ॥ হ. রি. : দাস্. । প্র. তি. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

লা. গা. লি. : পা. । ই. লে. : পা. ছে. ॥ প. রান্. : হা. । রাও. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

দুই. : সন্. ন্যা. । সীর্. : আ জি. । সং. কট্. : প. । ড়ি. ল.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[বৃন্দাবনদাস : চৈতন্যভাগবত]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৮.

যা. হা. : বিস্. তা. । রি. য়া. : ছেন্. ॥ দাস্. : বৃন্. দা. । বন্. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

প্র. ভুর্. : অ. । শেষ্. : লী. লা. ॥ না. যায়্. : বর্. । ণন্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

জ. য়. : জ. য়. । ম. হা. : প্র. ভু. ॥ শ্রী. কৃষ্. ণ. : চৈ. । তন্. ন্য. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

দা. মো. : দ. র. । ক. হে. : তু. মি. ॥ স্ব. তন্. ত্র. : ঈশ্. । শ্বর্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[কবিরাজ, কৃষ্ণদাস : চৈতন্যচরিতামৃত]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

৯.

হে. বঙ্. গ. : ভাণ্. । ডা. রে. : ত. ব. । বি. বি. ধ. : র. । তন্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

তা. স. বে. : অ. । বোধ্. : আ. মি. । অ. ব. : হে. লা. । ক. রি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[দত্ত, মধুসূদন : বঙ্গভাষা]

পদ পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

অ. ভীষ্. ট. : পূর্. । ণি. তে. : তার্. ॥ র. ঘু. : শ্রেষ্. ঠ. । তু. মি. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

এ. মোর্. : দুক্. । খের্. : ক. থা. ॥ দি. ব. স. : র. । জ. নী. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

এ. ত. যে. : ব. । য়স্. : ত. বু. ॥ লজ্. জা. : হীন্. । তু. মি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[দত্ত, মধুসূদন : দশরথের প্রতি কেকয়ী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১০.

বা. লার্. : বি. । বা. হ. : দি. তে. ॥ রা. জি. : আ. ছে. । সব্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

ছুঁ. ড়ির্. : কল্. । ল্যা. ণে. : যে. ন. ॥ বু. ড়ি. : না. হি. । ত. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

শ. রীর্. : প. । ড়ে. ছে. : ঝু. লে. ॥ চুল্. : গু. লি. । পা. কা.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ +২ । ২

[গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র : বিধবা বিবাহ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১১.

বিশ্. শ্ব. : যে. ন. । ম. রুর্. : ম. । তন্.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

চা. রি. : দি. কে. । ঝা. লা. : পা. লা.

২ + ২ । ২ + ২

উঃ. : কি. : জ্ব. । লন্. ত. : জ্বা. লা.

২ + ২ । ২ + ২

অগ্. নি. : কুণ্. ডে. । প. তঙ্. গ. : প. ॥ তন্.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[চক্রবর্তী, বিহারীলাল : বঙ্গসুন্দরী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

শেষ পঙ্‌ক্তিতে পদযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১২.

তু. লি. য়া. : হৃ. । দ. য়ে. : দে. রে. ॥ মা. ন. বে. : ভু. । লা. য়ে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

হে. বি. ধি. : নি. । য়া. ছ. : সব্. ॥ ক. রে. ছ. : উ. । দা. সী.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র : শিশুর হাসি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

১৩.

গা. ই. ল. : বি. । হঙ্. গ. : কুল্. ॥ ব. সি. য়া. : আ. । বা. সে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[সেন, নবীনচন্দ্র : একটি চিন্তা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

কো. থায়্. : উ. । ড়ি. য়া. : দীর্. ঘ. ॥ নিশ্. শ্বা. : সের্. । ব. লে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[সেন নবীনচন্দ্র : পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৪.

তু. মি. কি. : মল্. । লি. কা. : যূ. থী. ॥ ফুল্. ল. : কু. মু. । দি. নী.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[মুন্সী, কায়কোবাদ : কে তুমি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্ব সমভাবে অবিভাজ্য নয়

১৫.

আ. জো. সে. : গা. । য়ের্. : গন্. ধ. ॥ ব. হে. : গন্. ধ. । ব. হ.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[দাস, গোবিন্দচন্দ্র : আমার ভালবাসা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

সা. মান্. ন্য. : না. । রী. টা. : তার্. ॥ ক. ত. : প. রি. । মাণ্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[দাস, গোবিন্দচন্দ্র : সামান্য নারী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৬.

কে. ন. : যন্. ত্র. । ণার্. : ক. থা. ॥ কে. ন. : নি. রা. । শার্. : ব্য. থা.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[রায়, কামিনী : প্রণয়ে ব্যথা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

সে. কি. : ক. থা. । যা. রে. : চে. য়ে. । ছি. লে.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

পাও. : নাই. । সন্. ধান্. : তা. । হার্.

২ + ২ । ১ + ৩ + ১ । ২

[রায়, কামিনী : সে কি ?]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৭.

আ. বীর্. : কুঙ্. । কুম্. : কো. থা. ॥ গো. পি. নী. : বাণ্. । ছি. ত.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[সেন, দেবেন্দ্রনাথ : অশোকফুল]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৮.

প্র. ণয়্. : পু. । জার্. : চি র. ॥ সঙ্. গি. নী. : আ. । মার্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী : অশ্রু]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

১৯.

র. বির্. : দক্. । ক্ষিণ্. : ভা. গে. ॥ বঙ্. কিম্. : বঙ্. । গের্. : বৃ. হস্. । প. তি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ২

[দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ : জ্যোতির্মণ্ডল]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২০.

আ. পন্. : বক্. । ক্ষের্. : মা. ঝে. ॥ শ্যাম্. : ত. রু. । গু. লি.

৩ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

সু. ঠাম্. : বঙ্. । কিম্. : বা. হু. । ঊর্. ধ্ব. :পা. নে. । তু. লি.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

[দেবী, প্রিয়ম্বদা : বিরহ]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২১.

তু. মি. : মো. রে. । দা. নি. : য়া. ছ. ॥ খ্রিস্. টের্. : সম্. । মান্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

কণ্. টক্. : মু. । কুট্. : শো. ভা. ॥ দি. য়া. ছ. : তা. । পস্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

অম্. ম্লান্. : স্বর্. । ণে. রে. : মোর্. ॥ ক. রি. লে. : বি. । রস্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[ইসলাম, নজরুল : দারিদ্র্য]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২২.

সে. ন. ব. : উদ্. । গী. থ. : গা. নে. ॥ আ. কাশ্. : ভ. । রি. য়া. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

ল. ভি. ব. : ন. । বত্. ত্ব. : সেই. ॥ দে. ব. তা. : দুর্. । লভ্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[মজুমদার, মোহিতলাল : মধু-উদ্বোধন]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৩.

ফাল্. গুন্. : বি. । কে. লে. : বৃষ্. টি. । না. মে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

আ. দিম্. : বর্. । ষণ্. : জল্. । হাও. য়া. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

মত্. ত. : দিন্. । মুগ্. ধ. : ক্ষণ্. ॥ প্র. থম্. : ঝং. । কার্. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

কেঁ. দেও. : পা. । বে. না. : তা. কে. ॥ বর্. ষার্. : অ. । জস্. স্র. : জ. ল. । ধা. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ২

[চক্রবর্তী, অমিয় : বৃষ্টি]

পদ পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৪.

সং. কীর্. ণ. : আ. । লোর্. : চক্. ক্রে. ॥ মগ্. ন. : হও. । মা. য়া. বী. : টে. । বিল্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১ । ২

কাঁ. পায়্. : জ্যোছ্. । নায়্. : যার্. ॥ ঝি. লি. : মি. লি. । স্বপ্. নের্. : শে. । মিজ্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১ । ২

য. দিও. : নিত্. । ত্যই. : ছেঁ. ড়ে. ॥ ত. বু. : পা. তা. । ঝ. রার্. : চিত্. । কার্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১

[বসু, বুদ্ধদেব : মায়াবী টেবিল]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৫.

সন্. ধ্যার্. : ধোঁ. । য়ার্. : মুষ্. টি. ॥ উ. ঠে. : আ. সে. । সু. চ. : তুর্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

প. থে. : প. থে. । দু. য়া. রে. : দু. । য়া. রে. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

অদ্. দৃশ্. শ্য. : অস্. । স্পৃশ্. শ্য. : ঝ. রে. ॥ কৈ. লা. : সের্. । হৈ. ম. : ব. তী. । ক. ণা.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২

[দে, বিষ্ণু : জন্মাষ্টমী]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৬.

প্রে. তের্. : ম. । তন্. : এক্. ॥ ধূ. সর্. : বি. । ষাদ্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

ধোঁ. য়া. টে. : কু. । য়া. শা. : গা. য়ে. ॥ মা. খে.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

স. মস্. ত. : দু. । পুর্. : ধ. রে.

৩ + ১ । ২ + ২

এ. কা. : এ. কা. । ঘা. টের্. : কি. । না. রে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[মিত্র, প্রেমেন্দ্র : প্রেতায়িত]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৭.

আ. মিও. : জ. । মাই. : যে. ন. ॥ যক্. ক্ষ. : সং. রক্. । ক্ষি. ত. : কো. ষা. । গা. রে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২

লু. কা. য়ে. : ইন্. । দ্রি. য়া. : সক্. তি. ॥ অ. বি. : মৃষ্. ষ্য. । জন্. মের্. : জন্. । জা. লে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১ । ২

বি. ষা. য়ে. : সং. । কীর্. ণ. : সৌ. ধ. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

[দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ : প্রার্থনা]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৮.

গম্. ভীর্. : নি. । পট্. : মূর্. তি. ॥ স. মুদ্. : দ্রের্. । পা. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

এ. খ. নো. : দাঁ. । ড়ি. য়ে. : আ. ছে.

৩ + ১ । ২ + ২

সূর্. যের্. : আ. । লোয়্. : সব্. ॥ উদ্. ভা. : সি. ত. । পা. খি. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

ব. লি. ল. : মৃ. । তের্. : হাড়্. ॥ বি. দূ. : ষক্. । ত. র. : বার্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

হে. চিল্. : চি. । লের্. : গান্. ॥ জৈষ্. ঠের্. : দু. । পু. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[দাশ, জীবনানন্দ : কোরাস]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

২৯.

এ. কোন্. : নির্. । জন্. : ভা. লো. । বা. সা.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

আ. মা. কে. : উত্. । তাল্. : ক. রে. । রা. খে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

উন্. মাদ্. : ক্ষ. । য়ের্. : বিন্. দু. । গু. লি. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

শি. খ. রে. : শি. । খ. রে. : রক্. তে. ॥ রক্. তোচ্. : চার্. । গা. নে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[মিত্র, অরুণ : জাগর]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩০.

ব. রং. : দ্বি. । মত্. : হও. ॥ আস্. থা. : রা. খো. । দ্বি. তী. য়. : বিদ্. । দ্যায়্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১

ব. রং. : বিক্. । ক্ষ. ত. : হও. ॥ প্রশ্. ণের্. : পা. । থ. রে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ : মিলিত মৃত্যু]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩১.

যে. ন. : কেউ. । গ. জাল্. : পে. ॥ রেক্. : দি. য়ে.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২

ভী. ষণ্. : স্তম্. । ভের্. : গা. য়ে. ॥ বিঁ. ধে. ছে. : তো. । মা. কে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

বিদ্. দ্যুত্. : নে. । মে. ছ. : জ. লে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

জুঁই. : বা. তি. । মা. ছের্. : উল্. । লম্. ফ. : দেখ্. তে. ॥ এক্. : বা. রো. । যাও. না. : পু. । কু. রে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩ + ১ । ২

[আচার্যচৌধুরী, রমেন্দ্রকুমার : সাংখ্যের পুরুষ]

পদযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩২.

ক. থা. : ব. লো. । আ. বে. গে. : ভা. ॥ সি. য়ে. : দাও. । দেশ. ⋯

২ + ২ । ৩ +১ ॥ ২ + ২ । ২

তো. মা. : দের্. । জী. বন্. : মুদ্. ॥ দ্রায়্. : কো. নো. । চিন্. হ. : নেই. । তার্.

২ +২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২

[ঘোষ, শঙ্খ : যাবার সময় বলেছিলেন]

পদযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩৩.

সে. এ. সে. : দাঁ. । ড়ায়্. : বু. ঝি. ॥ আ. কা. : শের্. । ম. তো.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

ত. বু. : স্থির্. । আ. লোয়্. : আ. । ন. ত.

২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

শ. রী. রে. : কো. । থাও. : আ. মি. ॥ চা. মে. লি. : কি. । জুঁই.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

রা. খি. নি. : কি. । ছুই.

৩ + ১ । ২

[দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু : ভ্রষ্টপ্রেম]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩৪.

ব. কুল্. : গা. । ছের্. : ডা. লে. ॥ শা. লি. : কের্. । বা. সা. : ভ. রা. । ফুল্. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২

তো. মার্. : বা. । ড়ির্. : সাম্. নে. । ব. কুল্. : ছি. । ল. না.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

[রায়, তারাপদ : লাল ডায়েরি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩৫.

যা. কি. ছু. : আ. । দিম্. : তাই. ॥ ত্যা. গের্. : ম. । তন্. : চ্যু. ত.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২

[গুপ্ত, অমিতাভ : বৈদূর্যমণি]

পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

৩৬.

ব্র. জ. : বু. লি. । ভা. সা. নো. : গা. ॥ গ. রি. : সান্. ধ্য. । অন্. ধ. : কার্.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২ + ২

[ভট্টাচার্য, বীতশোক : লিখন]

পদযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন, উপপর্বের অসমবিভাজন

তথ্যসূত্র। ক

১. কুক্কুরীপাদ (১১৫)

দাশ, নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

২. গুণ্ডরীপাদ (১২১)

দাশ, নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

৩. ভুসুকপাদ (১২৬)

দাশ, নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

৪. কাহ্নপাদ (১৩৫)

দাশ, নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

৫. কাহ্নুপাদ (১৩৭)

দাশ, নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

৬. বীণাপাদ (১৫৯)

দাশ, নির্মল। *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

তথ্যসূত্র। খ

১. সেন, রামপ্রসাদ (১১৪)

শাক্ত পদাবলী। সম্পা. রায়, অমরেন্দ্রনাথ। কলকাতা : কলিকাতা বিস্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

২. ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত (৯)

শাক্ত পদাবলী। সম্পা. রায়, অমরেন্দ্রনাথ। কলকাতা : কলিকাতা বিস্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

৩. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র (৮১)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পা. রায়, আলোক। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

৪. দেবী, স্বর্ণকুমারী (৪৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩১-৩২)

রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড । কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৫

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (৩৭)

রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড । কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৫

৬. সেন, রজনীকান্ত। (৯৩)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পা. ঘোষ, বারিদবরণ। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

৭. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ (১২)

ছড়া সমগ্র। কলকাতা : কালিকলম, ২০০৩

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান (১৭, ১০৮)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পা. বসু, সুশান্ত। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

৯. বাগচী, যতীন্দ্রমোহন (২৯, ৫৯)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

১০. পণ্ডিত, শরৎচন্দ্র (৫৯)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পা. সিংহরায়, গোরা। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

১১. রায়, সুকুমার (৩৪, ৪৩)

সুকুমার সমগ্র। কলকাতা : পত্রভারতী, ২০১৮

১২. সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ (৬১)

মরীচিকা। কলকাতা : ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৩৩০

১৩. রায়, অন্নদাশঙ্কর (২৩, ৫৭)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৪০৩

১৪. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (৯২)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০১

১৫. দত্ত, অজিত (১৭৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

১৬. বসু, বুদ্ধদেব (১২৮, ২২০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫

১৭. ভট্টাচার্য, সঞ্জয় (১৪৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : ভারবি ২০০১

১৮. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ (৫০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ, ১৯৯৯

১৯. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র (৭১)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

২০. সরকার, অরুণকুমার (১৩৪)

কবিতাসমগ্র। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩

২১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (২০৫-৬)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

২২. গুপ্ত, মণীন্দ্র (২৯)

কবিতাসংগ্রহ। কলকাতা : আদম, ২০১১

২৩. মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার।(৮০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

২৪. সিংহ, কবিতা (৮৫)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮

২৫. ঘোষ, শঙ্খ (৮৭-৮৮)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

২৬. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন (২৩)

কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

২৭. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। (৪৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

২৮. সেন, স্বদেশ (২৭৮)

আপেল ঘুমিয়ে আছে। জামশেদপুর : কৌরব প্রকাশনী, ২০১৮

২৯. রায়, তুষার (২১৫, ২২৬-৭)

কাব্যসংগ্রহ। সম্পা. অজয় নাগ। কলকাতা : ভারবি, ২০০৩

৩০. চট্টোপাধ্যায়, গীতা (১৭৬)

কবিতাসংগ্রহ। কলকাতা : আদম, ২০১৫

৩১. দত্ত, সুধীর (১০৫)

কবিতাসংগ্রহ। কলকাতা : আদম, ২০১২

৩২. দাশ, রণজিৎ (৩৬)

ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা। কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩

৩৩. চৌধুরী, গৌতম (১৫)

কলম্বাসের জাহাজ। কলকাতা : রাবণ, ২০১৬

৩৪. বসু, ফল্গু (২৫২)

কবিতা সমগ্র। কলকাতা : রাবণ, জানুয়ারি, ২০২০

৩৫. গোস্বামী, জয় (২৯-৩০)

কবিতাসংগ্রহ। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০

৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন (১০৯, ১১১, ১১৩)

অনুবর্তন, সপ্তদশ বর্ষ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত। কলকাতা : চৈত্র ১৪১৪

তথ্যসূত্র : গ

১. বিদ্যাপতি (১১)

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

২. গোবিন্দদাস (১০৪)

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

৩. জ্ঞানদাস (১৬৭)

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (২৪৯)

গীতবিতান, অখণ্ড সংস্করণ । কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০

৫. বাগচী, যতীন্দ্রমোহন (৮৩-৮৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

৬. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (৮১)

কাব্যসংগ্রহ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

তথ্যসূত্র : ঘ

১. দাস, বলরাম (৩৬)

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

২. মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ (১৭০)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

৩. দেবী, স্বর্ণকুমারী (৬৮)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (৬১৯)

রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড । কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৪৮

৫. বসু, মানকুমারী (১৭৭)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

৬. সরকার, যোগীন্দ্রনাথ (৪)

ছড়া সমগ্র। কলকাতা : কালিকলম, ২০০৩

৭. দেবী, প্রিয়ম্বদা (৩০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

৮. দেবী, সরোজকুমারী (১৩৮)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

৯. বাগচী, যতীন্দ্রমোহন (৯৬-৯৭)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

১০. মুস্তোফী, নগেন্দ্রবালা (১৩৫)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

১১. দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। (৩১)

আধুনিক বাংলা কবিতা। সম্পা. বসু, বুদ্ধদেব। কলকাতা : এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮

১২. রায়, সুকুমার (২৮, ৩৬, ৬৫)

সুকুমার সমগ্র। কলকাতা : পত্রভারতী, ২০১৮

১৩. সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ (১১৭)

মরীচিকা। কলকাতা : ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৩৩০

১৪. ইসলাম, নজরুল (১৫৯)

সঞ্চিতা। কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ২০০২

১৫. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (৩৬০)

কাব্যসংগ্রহ | কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

১৬. মিত্র, প্রেমেন্দ্র (৭৮)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

১৭. দত্ত, অজিত (৯২, ১০৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

১৮. বসু, বুদ্ধদেব (৩৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫

১৯. রাহা, অশোকবিজয় (৫২-৫৩, ১০৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : ভারবি, ১৯৯২

২০. দাস, দিনেশ (১৭)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১

২১. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। (৭১-৭২)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১

২২. সরকার, অরুণকুমার (২৪-২৫)

কবিতাসমগ্র। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩

২৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (২২২)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

২৪. ঘোষ, শঙ্খ (১০৯)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

২৫. দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু (২৭)

কবিতা সমগ্র। কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী, ২০০৯

২৬. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি (১৪১)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

২৭. বসু, উৎপলকুমার (১১৯)

কবিতা সংগ্রহ। কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০০৬

২৮. চক্রবর্তী, সুব্রত (৩৯)

কবিতাসংগ্রহ। কলকাতা : পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৫

২৯. চক্রবর্তী, ভাস্কর (২২৩)

দেশ-এর কবিতা ১৯৮৩-২০০৭। সম্পা. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

৩০. গুহ, কালীকৃষ্ণ (১৩৩-৩৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

৩১, কাঞ্জিলাল, পার্থপ্রতিম (৪৬)

কথাজাতক, পঞ্চম সংকলন। সম্পা. গুপ্ত, অমিতাভ। কলকাতা : জ্যৈষ্ঠ ১৪১০

৩২. চৌধুরী, গৌতম (৩৭)

কলম্বাসের জাহাজ। কলকাতা : রাবণ, ২০১৬

তথ্যসূত্র : ঙ

১. জ্ঞানদাস (১৫০)

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

২. চণ্ডীদাস (৫৮)

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

(১২৯-৩০)

চণ্ডীদাদ পদাবলী। কলকাতা বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯৬

৩. সেন, রামপ্রসাদ (৯৩)

শাক্ত পদাবলী। সম্পা. রায়, অমরেন্দ্রনাথ। কলকাতা :কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দ (১৪৬)

চণ্ডীমঙ্গল। সম্পা. সেন, সুকুমার। কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭

৫. গুপ্ত, বিজয় (২৪৩)

মনসামঙ্গল। সম্পা. বিশ্বাস, অচিন্ত্য। কলকাতা : অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৯

৬. গাঙ্গুলি, মানিকরাম (১)

ধর্মমঙ্গল। সম্পা. দত্ত, বিজিতকুমার; দত্ত, সুনন্দা। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

৭. রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র (৮, ৪২৬)

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (৫০, ৫২)

রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড । কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০২

৯. দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ (৪৫)

কুহু ও কেকা। কলকাতা : অজিত শ্রীমানী, ১৯৪১

১০. ইসলাম, নজরুল (৬০)

সঞ্চিতা। কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ২০০২

১১. চক্রবর্তী, অমিয় (৬৯-৭০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২

১২. বসু, বুদ্ধদেব (৮৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫

১৩. দে, বিষ্ণু (২২-২৩)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫

১৪. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (১০০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০১

১৫. দাশ, জীবনানন্দ (৪৪-৪৫)

মহাপৃথিবী। কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৪১৫

১৬. মিত্র, প্রেমেন্দ্র (৮৬)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

১৭. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (১৯০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

১৮. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র (৯০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

১৯. ভট্টাচার্য, সুকান্ত (৭৪)

ছাড়পত্র। কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরি, ১৩৬২

২০. আচার্যচৌধুরী, রমেন্দ্রকুমার (৬৯)

কবিতা সমগ্র। কলকাতা : দি সী বুক এজেন্সি, ২০১৩

২১. ঘোষ, শঙ্খ (২৩১)

কবিতা সংগ্রহ ১। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ১৩৮৭

২২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৫৩-৫৪)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

(৭৪) শ্রেষ্ঠ কবিতা। ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩

২৩. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি (৩৪-৩৫)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

২৪. মুখোপাধ্যায়, বিজয়া (৩৩)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০

২৫. সেন, স্বদেশ (২৬২)

আপেল ঘুমিয়ে আছে। জামশেদপুর : কৌরব প্রকাশনী, ২০১৮

২৬. রায়, তুষার (১৬৯)

কাব্যসংগ্রহ। সম্পা. নাগ, অজয়। কলকাতা : ভারবি, ২০০৩

২৭. চক্রবর্তী, সুব্রত (৪৬)

কবিতা সংগ্রহ। কলকাতা : পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৫

২৮. মিত্র, দেবারতি (৬৮)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০০

২৯. রুদ্র, সুব্রত (৪৩)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০০

৩০. দাশ, রণজিৎ (২২)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২

৩১. সরকার, সুবোধ (১৬৫)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

৩২. বসু, গৌতম (৬৮)

কবিতাসংগ্রহ। কলকাতা : আদম, ২০১৫

৩৩. দাশগুপ্ত, মৃদুল (১৭)

কবিতাসমগ্র। কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫

৩৪. গোস্বামী, জয় (২৪৭-৪৮)

কবিতাসংগ্রহ। কলকাতা আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২০০০

৩৫. মহাপাত্র, অনুরাধা (৩৬)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

তথ্যসূত্র : চ

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (৫৭)

সঞ্চয়িতা। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬২

২. ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ (৩৯)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পা. সোম, শোভন। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

তথ্যসূত্র : ছ

১. ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত (১৫)

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

২. গুপ্ত, রামনিধি (২৩)

বৈষ্ণব পদসঙ্কলন। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

৩. চক্রবর্তী, মুকুন্দ (১, ১১, ২৯৬)

চণ্ডীমঙ্গল। সম্পা. সেন, সুকুমার। কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭

৪. গুপ্ত, বিজয় (১০২)

মনসামঙ্গল। সম্পা. বিশ্বাস, অচিন্ত্য। কলকাতা : অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৯

৫. গাঙ্গুলি, মানিকরাম (৫৮, ২৬৭)

ধর্মমঙ্গল। সম্পা. দত্ত, বিজিতকুমার; দত্ত, সুনন্দা। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

৬. রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র (১৩৬)

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯

৭. বৃন্দাবনদাস (১৪১)

চৈতন্যভাগবত। সম্পা. সেন, সুকুমার। কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৩

৮. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস (৪৯, ৯৫)

চৈতন্যচরিতামৃত। কলকাতা : বইপত্র, ১৯৮৩

৯. দত্ত, মধুসূদন (২)

বীরাঙ্গনা কাব্যচর্চা। সম্পা. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার। কলকাতা : সোনার তরী, ২০০৭

দত্ত, মধুসূদন (৩)

চতুর্দশপদী কবিতাবলী। সম্পা. সান্যাল, দীননাথ। কলকাতা : মেসার্স এস. সি. সান্যাল এন্ড কোং, ১৯২২

১০. গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র। (১১১)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। সম্পা. রায়, অলোক। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

১১. চক্রবর্তী, বিহারীলাল (১)

বঙ্গসুন্দরী। কলকাতা : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, ১২৮৬

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র। (১৭৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

১৩. সেন, নবীনচন্দ্র (২০২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

১৪. মুন্সী, কায়কোবাদ (৭৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

১৫. দাস, গোবিন্দচন্দ্র (৮০, ৮২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

১৬. রায়, কামিনী (১২৮, ১২৯)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

১৭. সেন, দেবেন্দ্রনাথ (৮৯)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

১৮. দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী (১৩১)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

১৯. দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ (১২৩)

কুহু ও কেকা । কলকাতা : অজিত শ্রীমানী, ১৯৪১

২০. দেবী, প্রিয়ম্বদা (১৩৩)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

২১. ইসলাম, নজরুল (১৩৮)

সঞ্চিতা। কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ২০০২

২২. মজুমদার, মোহিতলাল (৩৪)

হেমন্ত-গোধূলি। কলকাতা : অজিত শ্রীমানী, ১৯৪১

২৩. চক্রবর্তী, অমিয় (৫৪-৫৫)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২

২৪. বসু, বুদ্ধদেব (৮২)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫

২৫. দে, বিষ্ণু (৪৯-৫০)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫

২৬. মিত্র, প্রেমেন্দ্র (৬১)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

২৭. দাশ, জীবনানন্দ (৭৪)

মহাপৃথিবী। কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৪১৫

২৮. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ (১৪৯)

কাব্যসংগ্রহ। কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৬

২৯. মিত্র, অরুণ (১৭-১৮)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯

৩০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (৬৩)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

৩১. আচার্যচৌধুরী, রমেন্দ্রকুমার (১১১)

কবিতা সমগ্র। কলকাতা : দি সী বুক এজেন্সি, ২০১৩

৩২. ঘোষ, শঙ্খ (১৯৩)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮

৩৩. দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু (২৭)

কবিতাসমগ্র। কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী, ২০০৯

৩৪. রায়, তারাপদ (২৬)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০১৫

৩৫. গুপ্ত, অমিতাভ (২৪৩)

কবিতা প্রয়াস। কলকাতা : পূর্বাচল বিবেক চ্যারিটেবল সোসাইটি, ২০০৭

৩৬. ভট্টাচার্য, বীতশোক (৮৩)

শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা বাণীশিল্প, ২০০৪

পঞ্চম অধ্যায়

যতিলোপ নির্দেশের কারণ নির্ণয়, যতিলোপ প্রয়োগে উদ্ভূত সমস্যার বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য সমাধানের প্রস্তাব

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে ছন্দতাত্ত্বিকের অভিযোগ থাকলেও, বাংলা কবিতার শুরু থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কবিরা এই প্রয়োগ করেই চলেছেন। অত্যন্ত ছন্দসচেতন কবিদের কবিতায়ও এর প্রয়োগ প্রচুর। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তালিকা দ্বারা এটিই দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।

এই প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবোধচন্দ্র সেন 'যতিলোপ' নির্দেশ করেছেন। লিখছেন, "কবিতা আবৃত্তিকালে আমাদের উচ্চারণে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাশিত বিরতি ঘটে না। উচ্চারণের এ-রকম অ-বিরতিকে বলা হয় 'যতিলোপ' বা 'যতিলঙ্ঘন" (১৯, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)। রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্‌ক্তিতে যতিলোপের উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেন, " আধুনিক কালের রচনায় অর্ধযতি লোপের দৃষ্টান্ত খুব বিরল। ··· এরকম অর্ধযতিলোপের দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যে যত বিরল, অধুনাপূর্ব সাহিত্যে তত বিরল ছিল না।" (২০, ঐ)। আর এক উদাহরণের সূত্রে বলেছেন, " দ্বিতীয় ছত্রের প্রথম পর্বযতিলোপের ফলে আবৃত্তির সময়ে একটু খটকা লাগে। তাই এইজাতীয় পর্বযতিলোপের দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না।" (২২, ঐ)।

পুর্ববর্তী অধ্যায়ের তালিকার তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে বাস্তব চিত্র তাঁর ধারণার সঙ্গে মেলেনি, তাঁর আশানুরূপও নয়। কবিরা অতীতেও যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনে বিরতি ঘটাননি, এখনও পর্যন্ত অব্যবহিতভাবেই এই প্রয়োগ বাংলা কবিতায় ছন্দের স্বাভাবিক ক্রিয়া হিসেবেই আছে। এবং আবৃত্তিকালেও এর ফলে কোনও সমস্যা দেখা দেয় না। কারণ, মনে রাখতে হবে, পদ্যছন্দ নিজেই এক কৃত্রিম স্বরপ্রয়োগ, সাধারণ উচ্চারণের সঙ্গে এর চালের একটি পার্থক্য আছে। যতি ও বাচনের নিয়মিত ব্যবধান ও উচ্চারণের উচ্চাবচতা তথা ধ্বনিঝংকার ছন্দে স্বাভাবিক প্রাণশক্তি আনে।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁর আপত্তির সমর্থনে সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম উদ্ধৃত করে বলছেন, " এ নিয়মটি যে শুধু বাংলাতেই খাটে তা নয়, *পিঙ্গলচ্ছন্দসূত্রম্*-এর টীকাকার হলায়ুধও এ নিয়মের উল্লেখ করেছেন — পূর্বোত্তরভাগয়োরেকাক্ষরত্বে তু (পদমধ্যে) যতির্দুষ্যতি এবং এই শব্দমধ্যবর্তী পর্ববিভাগদোষের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন — এতস্যা গ-। ণ্ডতলমমলং । গাহতে চন্দ্রকক্ষম্ " (৩৪৬-৪৭, *ছন্দ জিজ্ঞাসা*) । এই একই প্রসঙ্গে *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থের লেখক গঙ্গাদাস সূরির একটি সূত্র - "প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোন কোন ছন্দেই যতির কথা বলিয়াছেন, [সর্বত্র নহে]। উক্ত যতি পদান্তস্থ হইলে সমধিক উৎকর্ষাধায়ক এবং পদমধ্যস্থ হইলে দুঃশ্রবত্বহেতু অত্যন্ত শোভাবিঘাতক হইয়া থাকে। কিন্তু উহা স্বরসন্ধিবিশিষ্ট হইলে পদমধ্যেও শোভাবর্ধক হয়।" (১৬, অনু. রামধন ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ) । হলায়ুধ ভট্ট যে উদাহরণটি দিয়েছেন, সেখানে 'গণ্' এই সিলেব্‌ল্ একটি পর্বে আছে, অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিতে একটি পর্ব শেষ হচ্ছে, যা সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের নিয়মকে পুষ্টি দেয় না। গঙ্গাদাসের "স্বরসন্ধিবিশিষ্ট হইলে পদমধ্যেও শোভাবর্ধক হয়" এই নির্দেশকেই সমর্থন করে। ফলে সংস্কৃত ছন্দে শব্দমধ্যবর্তী পর্ববিভাগ তখনই দোষের, যখন তা একটি পর্বের শেষে হলন্ত ধ্বনি স্থাপন করছে । বাংলাভাষার শব্দোচ্চারণে হসন্তের প্রবণতা ও আধিক্য এতটাই বেশি যে ব্যঞ্জনান্ত / হলন্ত ধ্বনির মান ও ব্যবহারবিধি দীর্ঘস্বরপ্রবণ ও স্বরধ্বনি-প্রধান সংস্কৃত ভাষার থেকে যারপরনাই ভিন্ন। একটি পর্বের অন্তে হলন্ত ধ্বনি অর্থাৎ রুদ্ধদল থাকা বাংলায় দোষের নয়।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনে তাঁর আপত্তি ও যতিলোপের নির্দেশ কোথাও কোথাও কেবল উচ্চারণজনিত সংস্কারের কারণে ঘটেছে। ছন্দের মূল উপকরণ ধ্বনিগুচ্ছ বা ধ্বনিখণ্ড, তার সঙ্গে ভাবযতির সামঞ্জস্যের প্রয়োজন পড়ে না, একথা তিনি স্পষ্টতই জানা সত্ত্বেও কখনও তিনি অর্থের দিকে ঝোঁক দিয়ে ফেলে শব্দের মধ্যখণ্ডনে যারপরনাই অসুবিধে বোধ করেছেন। কিন্তু সে-কারণে নির্দেশিত যতিলোপের উদাহরণ তাঁর রচনায় খুব বেশি পাওয়া যায় না। মূলত যে-কারণে তিনি যতিলোপ নির্দেশ করেছিলেন, সেটি ছন্দভাবনাগত। ছন্দোভাবনাগত এই কারণটি তিনি *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*-য় লেখেননি, কিন্তু পূর্ববর্তী *ছন্দ পরিক্রমা* বইটিতে স্পষ্ট ভাবেই লিখেছিলেন ।

“সে কি : মনে : হবে। এক : দিন : যবে। ছিলে : ‘দরিদ্র’। মাতা
আঁচল : ভরিয়া। রাখিতে : ধরিয়া। ফল : ফুল : শাক। পাতা
‘দরিদ্র’ শব্দটি দুই-দুই মাত্রায় অবিভাজ্য। এ শব্দের মধ্যে উপযতি স্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। তাই ধরে নিতে হবে এটি লুপ্ত হয়েছে। এ-রকম উপযতি লোপের দৃষ্টান্ত খুব সুপ্রাপ্য নয়।” যদিও এই পৃষ্ঠাতেই কয়েক লাইন আগে তিনি লিখেছেন অন্য এক উদাহরণ-সূত্রে – “দেখা যাচ্ছে কোথাও তিনের প্রাধান্য, কোথাও দুয়ের। এ-ভাবে দ্বিবিধ ভঙ্গির যথেচ্ছ সমাবেশ ঘটাবার সুযোগ থাকাতে ছন্দোগতিতে বৈচিত্র্য দেখা দেয়, ছন্দোগত শ্রুতিরস অক্ষুণ্ন থাকে। শুধু তিন মাত্রার বা শুধু দুই মাত্রার ভঙ্গিতে চললে ছন্দস্পন্দ হত একঘেয়ে, আর তাতে কান হত ক্লান্ত” (৬৪, *ছন্দ পরিক্রমা*)।

‘ছন্দ পরিক্রমা’ ও ‘নূতন ছন্দ পরিক্রমা’ গ্রন্থদুটিতে প্রবোধচন্দ্র যে ক-টি যতিলোপের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিষয়টির কারণ নির্দেশ ও সম্ভাব্য সমাধান সন্ধান করার চেষ্টা করেছি।

ছন্দচর্চার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে পর্বযতির চিহ্ন ‘।’ এবং পদযতির চিহ্ন ‘॥’ রাখা হয়েছে। উপযতি চিহ্নিত করা হয়েছে ‘ : ’ দ্বারা। উপযতিলোপের চিহ্ন প্রবোধচন্দ্র-কৃত ‘০’ , পর্বযতিলোপের চিহ্ন ‘ ⁝ ’ এবং পদযতিচিহ্ন ‘ x ’। দলযতির চিহ্ন ‘ . ’ ছন্দনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. **দলবৃত্ত ছন্দে যতিলোপ : পুনর্বিচার**

১. দুক্. খ. : স. হার্. । ত. পস্. : স্যা. তেই. । হোক্. বা. ০ ঙা. লির্. । জয়্. ⋯

মৃত্. ত্যু. ০ কে. যে. । এ. ড়িয়ে. : চ. লে. । মৃত্. ত্যু. : তা. রেই. । টা. নে.

মৃত্. ত্যু. : যা. রা. । বুক্. পে. ০ তে. লয়্. । বাঁচ্. তে. : তা. রাই. । জা. নে.

(২২, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এই দৃষ্টান্তে তিনটি উপযতিস্থানে যতিলোপের নির্দেশ আছে, দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে দুটি স্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন স্পষ্ট : 'বা. : ঙা. লির্.' এবং 'পে. : তে.', তৃতীয়টির ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'মৃত্. ত্যু. : কে. যে.'-র ক্ষেত্রে বাস্তবিক শব্দখণ্ডনও ঘটেনি। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই এই শব্দখণ্ডন অনুচ্চার্য নয়।

ফলে এই তিন স্থানে রূপ হতে পারে এরকম :

হোক্. বা. : ঙা. লির্. জয়্.

মৃত্. ত্যু. : কে. যে.

বুক্. পে. : তে. লয়্.

অথবা উপযতির বিন্যাস হতে পারে নিম্নরূপ :

দুক্. খ. : স. হার্. । ত. পস্. : স্যা. তেই. ॥ হোক্. বা. ঙা. : লির্. । জয়্. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

মৃত্. ত্যু. : কে. যে. । এ. ড়িয়ে. : চ. লে. ॥ মৃত্. ত্যু. : তা. রেই. । টা. নে.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

মৃত্. ত্যু. : যা. রা. । বুক্. পে. তে. : লয়্. ॥ বাঁচ্. তে. : তা. রাই. । জা. নে.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২

২. এই. যে. : নে. শা. । লাগ্. ল. : চো. খে. ॥ এই. টু. ০ কু. যেই. । ছো. টে. ⋯

জ্ঞা. নের্. : চক্. ক্ষু. । স্বর্. গে. : গি. য়ে. ॥ যায়্. য. ০ দি. যাক্. । খু. লি.

মর্. ত্যে. : যে. ন. । না. ভে. ০ ঙে. যায়্ ॥ মিত্. থে. : মা. য়া. । গু. লি.

(৯৭, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এখানে 'টুকু', 'যদি' ও 'ভেঙে' এই তিনটি শব্দে উপযতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। তাঁর মতে, ' তাতে ছন্দের ধ্বনিগতিতে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়, অর্থাৎ ছন্দের একঘেয়েমি ঘোচাবার কিছু সহায়তা হয়' (৯৭) কিন্তু পঙ্‌ক্তিগুলি উচ্চারণ করলেই দেখা যাবে পর্বের দ্বিতীয় উপপর্বের আদিতে স্থিত বলে 'কু', 'দি' এবং 'ঙে'-র স্থানে উপপ্রস্বর অস্বীকার করলেই ছন্দের স্পন্দ নষ্ট হয়। ধ্বনির যে ওঠাপড়া দলবৃত্ত ছন্দের প্রাণস্বরূপ, যতিলোপের দ্বারা তাকে বন্ধ করা সমীচীন নয়। ফলে, যথাস্থানে উপযতি না রাখার কোনও কারণ নেই।

রূপটি হতে পারে :

এই. যে. : নে. শা. । লাগ্. ল. : চো. খে. ॥ এই. টু. : কু. যেই. । ছো. টে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

জ্ঞা. নের্. : চক্. ক্ষু. । স্বর্. গে. : গি. য়ে. ॥ যায়্. য. : দি. যাক্. । খু. লি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

মর্. ত্যে. : যে. ন. । না. ভে. : ঙে. যায়্. ॥ মিত্. থে. : মা. য়া. । গু. লি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

উপযতি লোপ করলে ছন্দের নিয়মিত নৃত্যপর চালটি ব্যাহত হয়। নিস্তরঙ্গ হলে দলবৃত্ত ছন্দের আসল শক্তি ব্যাহত হয়।

৩. ঘ. রে. তে. : দু. রন্. ত. : ছে. লে. ।। ক. রে. : দা. পা. । দা. পি.

(১১৫, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এখানে ‘দু’-র পরে পর্বযতির স্থানে যতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। সমবিভাজনের পরিকল্পনাও বর্জন করতে হয়েছে। ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বের আদিতে অবস্থিত রন্-এ অধিপ্রস্বরটি প্রয়োগ না করা সম্ভব নয়। ফলে যতিলোপের কোনও কারণ বর্তায় না। বিন্যাস এইরূপ হতে পারে :

ঘ. রে. : তে. দু. । রন্. ত. : ছে. লে. ।। ক. রে. : দা. পা. । দা. পি.

২ + ২ । ২ + ২ ।। ২ + ২ । ২

অথবা

ঘ. রে. তে. : দু. । রন্. ত. : ছে. লে. ।। ক. রে. : দা. পা. । দা. পি.

৩ + ১ । ২ + ২ ।। ২ + ২ । ২

৪. কে. কা. : রে. কী. । ব. লে. : ছে. গো. ।। কার্. প্রা. ণে. : বে. জে. ছে. : ব্য. থা. ⋯

আর্. বু. ঝি. : হ. ল. না. : খে. লা. ⋯

কেউ. কা. রে. : দিও. না. : ব্য. থা.

(১১৫, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এখানে পর্বযতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে, সমবিভাজনের পরিকল্পনাও বর্জন করতে হয়েছে। ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠিত হয়েছে। সেই অনুসারে মাত্রা নির্ণয় করলে হয় :

কার্. প্রা. ণে. : বে. জে. ছে. : ব্য. থা.

৩ + ৩ + ২

আর্. বু. ঝি. : হ. ল. না. : খে. লা.

৩ + ৩ + ২

কেউ. কা. রে. : দিও. না. : ব্য. থা.

৩ + ৩ + ২

যথাস্থানে যতি প্রয়োগ করলে হবে :

কার্. প্রা. : ণে. বে. । জে. ছে. : ব্য. থা. [অথবা কার্. প্রা. ণে. : বে. । জে. ছে. : ব্য. থা.]

২ + ২ । ২ + ২ [৩ + ১ । ২ + ২]

আর্. বু. ঝি. : হ. । ল. না. : খে. লা.

৩ + ১ । ২ + ২

কেউ. কা. রে. : দি. । ও. না. : ব্য. থা.

৩ + ১ । ২ + ২

এই তিন স্থানে দ্বিতীয় পর্বের আদিতে অবস্থিত ‘জে’, ‘ল’ এবং ‘ও’-র অধিপ্রস্বর লোপ হওয়ার কোনও উপায় স্বাভাবিক ছন্দোচ্চারণে নেই।

৫. এ. টা. : কি. ছু. । অ. পূর্. : ব. নয়্. ॥ ঘ. ট. না. : সা. মান্. ন্য. : খু. বি.

(১১৫, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

পর্বযতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বকে ‘যুক্তপর্বক পদ’ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

সমবিভাজনের পরিকল্পনাও বর্জন করতে হয়েছে।

এ. টা. : কি. ছু. । অ. পূর্. : ব. নয়্. ॥ ঘ. ট. না. : সা. মান্. ন্য. : খু. বি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ৩ + ২

চতুর্থ পর্বের আদিতে অবস্থিত ‘মান্’- এর অধিপ্রস্বর বাতিল করা যায় না। অধিপ্রস্বর অস্বীকার করে পদটিকে ৩ +৩ +২ এই যতিবিন্যাসে উচ্চারণ করলে ঠিক চালে পড়া সম্ভব হয় না। যতিলোপ করতে গিয়ে ছন্দের স্বাভাবিক গতি নষ্ট হয়েছে।

রূপটি হতে পারে :

এ. টা. : কি. ছু. । অ. পূর্. : ব. নয়্. ।। ঘ. ট. : না. সা. । মান্. ন্য. : খু. বি.

২+ ২ । ২ + ২ ।। ২ + ২ । ২ + ২

অথবা

এ. টা. : কি. ছু. । অ. পূর্. ব. : নয়্. ।। ঘ. ট. না. : সা. । মান্. ন্য. : খু. বি.

২ + ২ । ৩ + ১ ।। ৩ + ১ । ২ + ২

৬. অ. শান্. তির্. : অন্. ত. রে. : যে. থায়্. ।। শান্. তি. সু. ম. । হান্.

(১১৫, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

একটি পর্বযতি ও একটি উপযতি লোপ করে প্রবোধচন্দ্র এটিকে তাঁর প্রস্তাবিত ‘যুক্তপর্বক পদে’ পরিণত করেছেন। সমবিভাজনের পরিকল্পনাও বর্জন করতে হয়েছে।

মাত্রা নিরূপন করলে :

অ. শান্. তির্. : অন্. ত. রে. : যে. থায়্. ।। শান্. তি. : সু. ম.। হান্.

৩ + ৩ । ২ ।। ২ + ২

যথাযথ স্থানে যতিচিহ্ন দিলে এরকম হয় :

অ. শান্. : তির্. অন্. । ত. রে. : যে. থায়্. ।। শান্. তি. : সু. ম.। হান্.

২ + ২ । ২ + ২ ।। ২ + ২ । ২

অথবা

অ. শান্. তির্. : অন্. । ত. রে. : যে. থায়্. ॥ শান্. তি. : সু. ম. । হান্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

'যুক্তপর্বক পদে' পরিণত করার কারণ এই যে, প্রথমত, 'অন্তরে' শব্দটি অন্ ত রে এইভাবে খণ্ডিত হচ্ছে পর্বযতিস্থানে। এই দ্বিখণ্ডন অস্বীকার করার জন্য তিনি একটি উপযতি ও একটি পর্বযতি লোপ করেছেন। অর্থাৎ এই পঙ্‌ক্তির প্রথম পদ যতিহীনভাবে উচ্চারণের নির্দেশ দিয়েছেন, যা কোনও ভাবেই বাস্তবসম্মত নয়। উপরন্তু এই অংশটি যতিহীনভাবে পড়লে তা কৃত্রিম ও নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়, কবিতার বাকি অংশের ছন্দের গতি ও চাল থেকে বিচ্ছিন্ন তথা চ্যুত হয়।

৭. দেব্. তা. : জে. নে. । দূ. রে. রই. : দাঁ. ড়া. য়ে. ॥ আ. পন্. : জে. নে. । আ. দর্. : ক. রি. । নে.

(১১৬, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

পর্বযতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে । 'যুক্তপর্বক পদ' গঠিত হয়েছে। মাত্রা নির্ণয় করলে হয় :

দেব্. তা. : জে. নে. । দূ. রে. রই. : দাঁ. ড়া. য়ে. ॥ আ. পন্. : জে. নে. । আ. দর্. : ক. রি. । নে.

২ + ২ । ৩ + ৩ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ১ = ৪ + ৬ + ৪ + ৪ + ১

এটির বিভাজিত রূপটি হবে :

দেব্. তা. : জে. নে. । দূ. রে. : রই. দাঁ. । ড়া. য়ে.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

অথবা

দেব্. তা. : জে. নে. । দূ. রে. রই. : দাঁ. । ড়া. য়ে.

২ + ২ । ৩ + ১ । ২

পরের পঙ্‌ক্তির ‘পি. তা. : ব. লি. । প্র. ণাম্‌. : ক. রি. । পা. য়ে’ -র সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় ‘দাঁড়ায়ে’ শব্দটিকে বিভাজিত করে উচ্চারণ করার তাৎপর্য। এবং সর্বোপরি ‘ড়ায়ে’ অপূর্ণ পর্বের আদিতে স্থিত, তার অধিপ্রস্বর দমিত করার উপায় নেই।

৮. তাই. তো. মার্‌. : আ. নন্‌. দ. : আ. মার্‌. । পর্‌.

(১১৬, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

পর্বযতিলোপ প্রস্তাবিত। ‘যুক্তপর্বক পদ’ হিসেবে সাজানো। তাঁর পরিকল্পিত সমবিজানের তত্ত্বও বজায় থাকেনি। মাত্রা গণনায় :

তাই. তো. মার্‌. : আ. নন্‌. দ. : আ. মার্‌. । পর্‌.

৩ + ৩ + ২ । ২

দ্বিতীয় পর্বের আদিতে ‘নন্‌’-এর অধিপ্রস্বর লোপ হতে পারে না। পঙ্‌ক্তির তথা কবিতার বাকি অংশের ধ্বনি-বিন্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

রূপটি হতে পারে :

তাই. তো. : মার্‌. আ. । নন্‌. দ. : আ. মার্‌. । পর্‌.

২ + ২ । ২ + ২ । ২

অথবা

তাই. তো. মার্‌. : আ. । নন্‌. দ. : আ. মার্‌. । পর্‌.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২

৯. হও. তু. মি. : সা. বিত্. ত্রীর্. : ম. তো. ⋯

রাঁ. ধু. নে. : ব্রাম্. হ্ব. ণের্, : হা. তে. ⋯

কাজ্. ক. রে. : অক্. ক্লান্. ত. ⋯

(১১৬, *নুতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এই দৃষ্টান্তে ‘সাবিত্রীর’, ‘ব্রাহ্মণের’ ও ‘অক্লান্ত’ শব্দের মধ্যখণ্ডন অস্বীকার করে পর্বযতিলোপ প্রস্তাবিত। ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠিত হয়েছে। তাঁর পরিকল্পনামতে ছন্দ নির্ণয় করলে হয় :

হও. তু. মি. : সা. বিত্. ত্রীর্. : ম. তো. ⋯

৩ + ৩ + ২

রাঁ. ধু. নে. : ব্রাম্. হ্ব. ণের্. : হা. তে. ⋯

৩ + ৩ + ২

কাজ্. ক. রে. : অক্. ক্লান্. ত. ⋯

৩ + ৩

প্রতি ক্ষেত্রেই পর্বের আদিতে অধিপ্রস্বরকে অস্বীকার করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক উচ্চারণের তথা বাংলা ছন্দের নিয়মের পরিপন্থী।

তাঁর সমবিভাজনের পরিকল্পনাই শুধু ব্যাহত হয়নি, দলবৃত্ত ছন্দের পূর্ণ পর্বে ৪ মাত্রার যে স্বাভাবিক বিন্যাস আছে, তাকে অকারণ বিপর্যস্ত করা হয়েছে।

স্বাভাবিক নিয়ম রক্ষা করলে হয় :

হও. তু. : মি. সা. । বিত্. ত্রীর্. : ম. তো.

২ + ২ । ২ + ২

রাঁ. ধু. : নে. ব্রাম্. । হ্ব. ণের্. : হা. তে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২

কাজ্. ক. : রে. অক্. । ক্লান্. ত. ⋯

২ + ২ । ২

অথবা

হও. তু. মি. : সা. । বিত্. ত্রীর্. : ম. তো.

৩ + ১ । ২ + ২

রাঁ. ধু. নে. : ব্রাম্. । হ্ব. ণের্. : হা. তে. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২

কাজ্. ক. রে. : অক্. । ক্লান্. ত. ⋯

৩ + ১ । ২

১০. সর্. ব. দি. কেই. । সর্. ব. দা. : উন্. মুখ্. ⋯

আ. প. না. রি. : চান্. চল্. ল্য. : নিয়ে. ॥ আপ্. নি. : স. মুত্. । সুক্.

(১১৬, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

মাত্রা গণনা করলে হয় :

সর্. ব. : দি. কেই. । সর্. ব. দা. : উন্. মুখ্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ২ = ৪ + ৫

আপ্. না. রি. : চান্. চল্. ল্য. : নি. য়ে. ॥ আপ্. নি. : স. মুত্. । সুক্.

৩ + ৩ + ২ । ২ + ২ । ১ = ৮ + ৪ + ১

তাঁর সমবিভাজনের পরিকল্পনাই শুধু ব্যাহত হয়নি, দলবৃত্ত ছন্দের পূর্ণ পর্বের স্বাভাবিক চেহারা ‘সর্ব দিকেই’ ছাড়া অন্যত্র দেখা যাচ্ছে না। দৃষ্টান্তের শেষ পঙ্‌ক্তিতে ছন্দের সব নিয়মই বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। তাঁর পরিকল্পিত ‘যুক্তপর্বক পদ’ আরোপ করতে গিয়ে ‘আপনারি’ এই ৪ মাত্রার পর্বটিকে অকারণে জুড়তে হয়েছে দ্বিতীয় পর্বের সঙ্গে, উপরন্তু ২-২ উপপর্ব বিভাজনও বিনা কারণে অবিভক্ত

থেকে গেছে। এখানে ‘যুক্তপর্বক পদ’ তৈরি করার কারণ তাঁর কোনও সূত্রের দ্বারাও সমর্থিত নয়। সব মিলিয়ে ছন্দনির্ণয়ে ভ্রান্তির পরিচয় দেয়।

স্বাভাবিক নিয়মে মাত্রা নির্ণয় করলে হয় :

সর্. ব. : দি. কেই. । সর্. ব. দা. : উন্. । মুখ্. ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ১ = ৪ + ৪ + ১

আপ্. না. : রি. চান্. । চল্. ল্য. : নি. য়ে. ॥ আপ্. নি. : স. মুত্, । সুক্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ১ = ৪ + ৪ + ৪ + ১

১১. প্রাণ্. রা. : খি. তে. । স. দাই. যে. : প্রা. ণান্. ত. ⋯

দি. নে. গা. : গ. ড়া. বা. : মাত্. ত্র. ⋯

না. সি. কা. : ডা. কা. : পর্. : যন্. ত.

(১১৬, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

তাঁর নির্দেশিত বিন্যাসে পর্বযতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠন করা হয়েছে। সমবিভাজন অধরা। তাঁর পরিকল্পনা মতে মাত্রা নির্ণয় করলে হয় :

প্রাণ্. রা. : খি. তে. । স. দাই. যে. : প্রা. ণান্. ত. ⋯

২ + ২ । ৩ + ৩ = ৪ + ৬

দি. নে. গা. : গ. ড়া. বা. : মাত্. ত্র. ⋯

৩ + ৩ । ২ = ৬ + ৪

না. সি. কা. : ডা. কা. : পর্. : যন্. ত.

৩ + ২ + ৩ = ৮

দলবৃত্তের স্বাভাবিক রূপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লুপ্তযতি অংশগুলি গদ্যবাক্যাংশ বলে সংশয় হয়। তাও

আবার শিথিলভাবে উচ্চারিত, এলিয়ে পড়া ভঙ্গিমায়।

যথাযথ মাত্রা নির্ণয় করলে হয় :

প্রাণ্. রা. : খি. তে. । স. দাই. যে. : প্রা. । ণান্. ত ⋯

২ + ২ । ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ২

দি. নে. গা. : গ. । ড়া. বা. : মাত্. ত্র. ⋯

৩ + ১ । ২ + ২ = ৪ + ৪

না. সি. কা. : ডা. । কা. পর্. : যন্. ত.

৩ + ১ । ২ + ২ = ৪ + ৪

'ণান্', 'ড়াবা'এবং 'কা পর্' পর্বের আদিতে স্থিত, এগুলির অধিপ্রস্বর অনিবার্য, তাকে ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস বাস্তবসম্মত নয়। উপরন্তু 'প্রাণান্ত', 'গড়াবা', 'ডাকা' এবং 'পর্যন্ত' শব্দগুলির যতিস্থলে মধ্যখণ্ডন পঙ্‌ক্তিগুলিকে এক চমকপ্রদ বিশিষ্টতা দান করেছে। এই তাল-ঠোকা বৈঠকী মেজাজের স্ফূর্তি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গান'-এর অন্যতম নিরীক্ষা-সৌন্দর্য। প্রবোধচন্দ্রের কাছে এই বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত যে পৌঁছয়নি তা সবিশেষ আক্ষেপের বিষয়। ছন্দের কৃতিত্ব কেবল তার মসৃণ চলনে নয় ; রসনিষ্পত্তি লাভের অভিপ্রেত আধার হতে পারার ধর্মই ছন্দকে কবিতার উপযুক্ত বাহন করে তোলে। এ কথাও ভুললে চলে না যে, ছন্দে নিছক মসৃণতা কবিতাকে নিস্তেজ করে দেয়, উচ্চাবচতা তার চলৎশক্তির উৎস।

১২. বি. র. হ. : আ. হু. তি. : ভিন্. ন. ॥ প্রে. মের্. : আ. গুন্. । জ্ব. লে. না.

(১১৭, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

'আহুতি' শব্দটির পর্বযতিস্থানে মধ্যখণ্ডন এড়ানোর জন্য 'যুক্তপর্বক পদে'র পরিকল্পনা করা হয়েছে। পর্বযতি লোপ করে দুটি পর্বকে মিলিয়ে একটি পদ মাত্র রাখা হয়েছে। মাত্রা গণনা করলে হয় :

বি. র. হ. : আ. হু. তি. : ভিন্. ন. ।। প্রে. মের্. : আ. গুন্. । জ্ব. লে. না.

৩ + ৩ + ২ । ২ + ২ । ৩ = ৮ + ৬ + ৩

স্বাভাবিক বিন্যাসে হয় :

বি. র. হ. : আ. । হু. তি. : ভিন্. ন.।। প্রে. মের্. : আ. গুন্. । জ্ব. লে. না.

৩ + ১ । ২ + ২ ।। ২ + ২ । ৩ = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ৩

আহুতি শব্দটি দুটি পর্বে বিভাজিত, যার স্থানে যতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে, যা গ্রহণ করার কোনও ছন্দগত কারণ নেই। এই উদাহরণগুলিতে উচ্চারণগত সংস্কারের কারণে শব্দের মধ্যখণ্ডনে বাধা বোধ করার কারণে যতিলোপ নির্দেশিত, ছন্দের নিয়মসংক্রান্ত কোনও সম্ভাব্য হেতু এখানে নেই।

খ. **সরলবৃত্ত, পূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রার ছন্দে যতিলোপ : পুনর্বিচার**

১. প. থ. : পা. শে. । মল্. : লি. কা. । দাঁ. ড়া. : ল. আ. ⋮ সি.

বা. তা. : সে. সু. ⋮ গন্. : ধের্. । বা. জা. : ল. বাঁ. ⋮ শি. ⋯

আ. সে. : বর্. । অম্. : ব. রে. । ছ. ড়া. : য়ে. হা. ⋮ সি.

(৫৫-৫৬, *ছন্দ পরিক্রমা*)

পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪। চারটি স্থানে পর্বযতিলোপ প্রস্তাবিত, 'যুক্তপর্বক পদ' গঠিত। যুক্তি হিসেবে জানিয়েছেন, 'লঘুযতি বা উপযতি যদি অনুচ্চারিত অর্থাৎ লুপ্ত হয়, তা হলে পূর্ণযতির পূর্ববর্তী শব্দের শেষ দলটি সংকুচিতই থেকে যায়' (৫৫)। এই বিন্যাসে মাত্রা গণনা করলে হয় :

প. থ. : পা. শে. । মল্. : লি. কা. । দাঁ. ড়া. : ল. আ. ⋮ সি.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ৩ = ৪ + ৪ + ৫

বা. তা. : সে. সু. ⋮ গন্. : ধের্. । বা. জা. : ল. বাঁ. ⋮ শি. ⋯

২ + ২ + ২ + ২ । ২ + ৩ = ৮ + ৫

আ. সে. : বর্. । অম্. : ব. রে. । ছ. ড়া. : য়ে. হা. ⋮ সি.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ + ৩ = ৪ + ৪ + ৫

অধিপ্রস্বর অস্বীকৃত। কারণ উচ্চারণ-সংস্কার, ছন্দের নিয়মসংক্রান্ত সমস্যার প্রভাবে নয়। কিন্তু এর ফলে ছন্দের স্বাভাবিক চলন ব্যাহত হয়েছে। দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে 'গন্ ধের্' এবং তিনটি পঙ্‌ক্তির শেষে অপূর্ণ পর্বের 'সি', 'শি' এবং 'সি'-র ক্ষেত্রে অধিপ্রস্বর অস্বীকৃত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে তার ফলে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দুটি পর্ব মিলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮ মাত্রার একটি পদ, যা নিস্তরঙ্গ, কোনও ভাবেই কবিতার বাকি অংশের ছন্দগতি ও স্পন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনটি

পঙ্‌ক্তিতেই শেষ পর্বের মাত্রাসংখ্যা পূর্ণপর্বের অধিক হয়ে যায়। এই কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি হলো : ‘নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে’ — প্রমাণ করে বাকি পঙ্‌ক্তিগুলির শেষ ধ্বনি স্পষ্ট উচ্চারিত হওয়াই কবির অভিপ্রেত ফলত বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র শব্দের মধ্যখণ্ডন প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে ছন্দগত কারণ না থাকা সত্ত্বেও মাত্রাবিন্যাসের বদল করার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২. হিল্‌. : লো. লে. । হে. থা. : দো. লে. ।। লা. বণ্‌. ণ্য. । পান্‌. : নার্‌.

(৬০, *ছন্দ পরিক্রমা*)

পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪। ‘লাবণ্য’ শব্দটি একটি পর্ব, যার উপযতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। মাত্রা গণনা করলে হয় :

হিল্‌. : লো. লে. । হে. থা. : দো. লে. ।। লা. বণ্‌. : ণ্য. । পান্‌. : নার্‌.

২ + ২ । ২ + ২ ।। ৪ । ২ + ২

লাবণ্য শব্দটির দুটি উপপর্ব ২-২ এই সমমাত্রায় বিভাজিত করা সম্ভব নয়, সে-কারণে যতিলোপ নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু এটি ৩-১ বিভাজনে বিভাজিত হতে পারে :

হিল্‌. : লো. লে. । হে.থা. : দো. লে. ।। লা. বণ্‌. : ণ্য. । পান্‌. : নার্‌.

২ + ২ । ২ + ২ ।। ৩ + ১ । ২ + ২

এ-সূত্রে প্রবোধচন্দ্র-কথিত ‘এ-রকম অবিভাজ্য শব্দের প্রয়োগ খুব বিরল’ (৬০, *ছন্দ পরিক্রমা*) মন্তব্যটি যথার্থ নয়। ৪ মাত্রার পূর্ণ পর্বের দুটি উপপর্ব ৩-১ এ বিভাজিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, বরং সুপ্রচুর। অপরপক্ষে একটি পর্বে উপযতির অনুপস্থিতি ছন্দের স্বাভাবিক চলনকে ব্যাহত করে। (একথাও মনে রাখা দরকার যে,অন্যত্র যতিলোপের নির্দেশ দিয়ে তিনি ৩+৩+২ এই বিন্যাস খাড়া করেছেন। এই অধ্যায়ের ‘দলবৃত্ত’অংশের ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১ দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য।)

৩. ধী. রে. : ধী. রে. । শর্. : ব. রী. । হয়্. : অ. ব. । সান্.

উ. ঠি. : ল. বি. ⋮ হঙ্. : গের্. ॥ প্রত্. : ত্যুষ্. । গান্.

ব. ন. : চূ. ড়া. । রঞ্. : জি. ল. ॥ স্বর্. : ণ. লে. ⋮ খায়্.

পূর্. : ব. দি. ⋮ গন্. : তের্. ॥ প্রান্. : ত. রে. ⋮ খায়্.

(২১, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

পর্বযতি লোপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 'যুক্তপর্বক পদ' গঠিত হয়েছে। ছন্দগত কোনও সমস্যার কারণে নয়, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনে আপত্তি বোধ করার কারণে এই নির্দেশ। মাত্রা গণনা করলে হয় :

ধী. রে. : ধী. রে. । শর্. : ব. রী. । হয়্. : অ .ব. । সান্.

২ + ২। ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

উ. ঠি. : ল. বি. ⋮ হঙ্. : গের্. ॥ প্রত্. : ত্যুষ্. । গান্.

২ + ২ + ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ = ৮ + ৪ + ২

ব. ন. : চূ. ড়া. । রঞ্. : জি. ল. ॥ স্বর্. : ণ. লে. ⋮ খায়্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ৪ = ৪ + ৪ + ২ + ৪

পূর্. : ব. দি. ⋮ গন্. : তের্. ॥ প্রান্. : ত. রে. ⋮ খায়্.

২ + ২ + ২ + ২ ॥ ২ + ৪ = ৮ + ২ + ৪

দ্বিতীয় পঙ্ক্তির দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় পঙ্ক্তির শেষ (অপূর্ণ) পর্ব এবং চতুর্থ পঙ্ক্তির দ্বিতীয় ও শেষ (অপূর্ণ) পর্বের যতি লোপ করার নির্দেশ আছে। যথাক্রমে বিহঙ্গ, লেখা, দিগন্ত ও রেখা শব্দগুলির মধ্যখণ্ডন ঘটেছে, যা তিনি অস্বীকার করে যতি লোপ ঘটাচ্ছেন।

মধ্যখণ্ডন দোষ হিসেবে না ধরলে, পর্ববিন্যাস ও স্বাভাবিক মাত্রা গণনা হয় :

ধী. রে. : ধী. রে. । শর্. : ব. রী. । হয়্ .: অ. ব. । সান্.

২ + ২। ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

উ. ঠি. : ল. বি. (উ. ঠি. ল. : বি.) । হঙ্. : গের্. ॥ প্রত্. : ত্যুষ্. । গান্.

২ + ২ (অথবা ৩ + ১) । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

ব. ন. : চূ. ড়া. । রঞ্. : জি. ল. ॥ স্বর্. : ণ. লে. (স্বর্. ণ. : লে.) । খায়্.

২ + ২। ২ + ২ ॥ ২ + ২ (অথবা ৩ + ১) । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

পূর্. : ব. দি. (পূর্. ব. : দি.) । গন্. : তের্. ॥ প্রান্. : ত. রে. (প্রান্. ত. : রে.) । খায়্.

২ + ২ (অথবা ৩ + ১)। ২ + ২ ॥ ২ + ২ (অথবা ৩ + ১) । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

‘হঙ্’, ‘খায়্’ , ‘গন্’ এবং ‘খায়্’- এর স্থান পর্বের আদিতে, তাই অধিপ্রস্বর থাকা স্বাভাবিক। তা কৃত্রিম পদ্ধতিতে লোপ করার কারণ নেই, কার্যকারিতাও নেই। এটিও লক্ষ না করার উপায় নেই যে, স্বাভাবিক পর্ব বিভাজন ঘটলে ছন্দের মাত্রাবিন্যাস সর্বতো নিখুঁত।

৪. হিল্. : লো. লে. । হে. থা. : দো. লে. ॥ লা. ব ০ ণ্. ণ্য. । পান্. : নার্. ⋯

অ. প. : রূপ্. । অ. প. : রূপ্. ॥ আ. ন ০ ন্. দ. । মল্. : লী.

অ. প. রা. : জি. তার্. : হা. রে. ॥ পা. রি. : জাত্. । বল্. : লী.

(৯৭, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

দুটি স্থানে (লাবণ্য, আনন্দ) উপযতিলোপ এবং একটি স্থানে পর্বযতিলোপ (অপরাজিতার হারে) নির্দেশ করেছেন। সেই বিন্যাস ধরে মাত্রা গণনা করলে হয় :

হিল্. : লো. লে. । হে. থা. : দো. লে. ॥ লা. ব ০ ণ্. ণ্য. । পান্. : নার্. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৪ । ২ + ২

অ. প. : রূপ্. । অ. প. : রূপ্. ॥ আ. ন ০ ন্. দ. । মল্. : লী.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৪ । ৩

অ. প. রা. : জি. তার্. : হা. রে. ॥ পা. রি. : জাত্. । বল্. : লী.

৩ + ৩ + ২ ॥ ২ + ২ । ৩

‘লাবণ্য’ ও ‘আনন্দ’ শব্দদুটিকে উপপর্বে সমবিভাজিত করা সম্ভব নয়, যেহেতু যথাক্রমে ‘বণ্’ ও ‘নন্’ অবিভাজ্য। কিন্তু ‘অ প রা জি : তার্ হা রে’ অবিভাজ্য নয়। শুধুমাত্র শব্দের মধ্যখণ্ডনে আপত্তিহেতুই এখানে পর্বযতির লোপ ঘটিয়ে ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠন করেছেন।

স্বাভাবিক নিয়মে মাত্রা নির্ণয় করলে :

হিল্. : লো. লে. । হে. থা. : দো. লে. ॥ লা. বণ্. : ণ্য. । পান্. : নার্. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

অ. প. : রূপ্. । অ. প. : রূপ্. ॥ আ. নন্. : দ. । মল্. : লী.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ১

অ. প. : রা. জি. । তার্. : হা. রে. ॥ পা. রি. : জাত্. । বল্. : লী.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ১

‘অপরাজিতার’ শব্দটির ‘তার্’ দলটি পর্বের আদিতে থাকার কারণে অধিপ্রস্বর-যুক্ত, এই স্বাভাবিক প্রয়োগ লঙ্ঘিত হওয়া কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। ‘লাবণ্য’ ও ‘আনন্দ’ এই দুই শব্দে ২-২ না হয়ে ৩-১ উপপর্ব বিভাজন সম্ভব, যা তিনি স্বীকার করেননি, যদিও ‘অ. প. রা. : জি. তার্. : হা. রে.’-র ক্ষেত্রে উপপর্বের মাত্রা ৩ হিসেবে ধার্য করেছেন।

৫. পূর্. : ণি. মা. । চন্. : দ্রের্. ॥ জ্যোত্. স্না. : ধা. রায়্.

সান্. ধ্য. : ব. সুন্. : ধ. রা. ॥ তন্. দ্রা. : হা. রায়্.

অ. তি. : দূর্. । প্রান্. : ত. রে. ॥ শোই. ল. : চূ. ড়ায়্.

মে. ঘে. : রা. চী. নাং. : শুক্. ॥ প. তা. কা. : উ. ড়ায়্.

ধী. রে. : ধী. রে. । শর্. : ব. রী. । হয়্. : অ. ব. । সান্.

উ. ঠি. ল. : বি. হঙ্. : গের্. ॥ প্রত্. : ত্যুষ্. । গান.

(১১৪, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

প্রয়োজনবশত এই উদাহরণ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ণ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হলো — ‘প্রথম দৃষ্টান্তের আদর্শ চার-চার এবং চার-দুই মাত্রার দুই পদ নিয়ে গঠিত। এই আদর্শ রূপ পুরোপুরি স্বীকৃত হয়েছে পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে। বাকি পাঁচ পঙ্‌ক্তির তিনটি পূর্ণপদে লঘুযতি-লোপের ফলে চার-চার মাত্রার দুই পর্ব লঘুতর যতি (উপযতি) যোগে তিন-তিন-দুই মাত্রার তিন উপপর্বে পরিণত হয়েছে। আর, একই কারণে চারটি অপূর্ণ পদের চার-দুই মাত্রার দুই পর্ব তিন-তিন মাত্রার দুই উপপদের রূপ ধারণ করেছে।’ (১১৫, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*) অর্থাৎ ‘সান্ধ্য বসুন্ ধরা’, ‘মেঘেরা চীনাং শুক’ ও ‘উঠিল বিহঙ্ গের’ এই বিন্যাসে পূর্ণ পদের পর্বযতিলোপ নির্দেশ করেছেন। এবং ‘জ্যোৎস্না ধারায়’, ‘তন্দ্রা হারায়’, ‘শৈল চূড়ায়’ ও ‘পতাকা উড়ায়’ এই বিন্যাসে অপূর্ণ পদের পর্বযতিলোপ নির্দেশ করেছেন। ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠন করেছেন। এভাবে মাত্রা নির্ণয় করলে হয় :

পূর্. : ণি. মা. । চন্. : দ্রের্. ॥ জ্যোত্. স্না. : ধা. রায়্.	২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ৩
সান্. ধ্য. : ব. সুন্. : ধ. রা. ॥ তন্. দ্রা. : হা. রায়্.	৩ + ৩ + ২ ॥ ৩ + ৩
অ. তি. : দূর্. । প্রান্. : ত. রে. ॥ শোই. ল. : চূ. ড়ায়্.	২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ৩
মে. ঘে. : রা. চী. নাং.: শুক্. ॥ প. তা. কা. : উ. ড়ায়্.	৩ + ৩ + ২ ॥ ৩ + ৩
ধী. রে. : ধী. রে. । শর্. : ব. রী. । হয়্. : অ. ব. । সান্.	২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২
উ. ঠি. ল. : বি. হঙ্. : গের্. ॥ প্রত্. : ত্যুষ্. । গান্.	৩ + ৩ । ২ ॥ ২ + ২ । ২

শব্দের মধ্যখণ্ডনকে দোষ হিসেবে না ধরে যদি যতিলোপের প্রস্তাব বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ছন্দোরূপ কেমন হয়, দেখা যাক :

পূর্. : ণি. মা. । চন্. : দ্রের্. ॥ জ্যোত্. : স্না. ধা. । রায়্.	২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

সান্. : ধ্য. ব. । সুন্. : ধ. রা. ॥ তন্. :দ্রা. হা. । রায়্. ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

অ. তি. : দূর্. । প্রান্. : ত. রে. ॥ শোই. : ল. চূ. । ড়ায়্. ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

মে. ঘে. : রা. চী. । নাং. : শুক্. ॥ প. তা. : কা. উ. । ড়ায়্. ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

ধী. রে. : ধী. রে. । শর্. : ব. রী. । হয়্. : অ. ব. । সান্. ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

উ. ঠি. : ল. বি. । হঙ্. : গের্. ॥ প্রত্. : ত্যুষ্. । গান্. ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

পদ, পর্ব, উপপর্ব সকল অংশে মাত্রাবিভাজন নিখুঁত। উপরন্তু প্রতি পর্বের আদিতে শ্বসিত অধিপ্রস্বরটি বিলোপ করার অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া (যা পর্বযতিলোপের নির্দেশকল্পে ঘটার কথা, কিন্তু যাকে দমিত করা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়), সেটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যর্থ প্রয়াস করার দরকার হয় না।

৬. সুন্. দ. রী. । তু. মি. শুক্. । তা. রা. ॥ সু. দূর্. : শৈ. ল. : শি. খ. । রান্. তে ⋯

আঁ. ধা. রের্. । বক্. ক্ষের্. । প. রে. ॥ আ. ধেক্. : আ. লোক্. : রে. খা. । রন্. ধ্র.

আ. মার্. : আ. সন্. : পে. তে. । রা. খে. ॥ নিদ্. দ্রা. : গ. হন্. : ম. হা. । শূন্. ন্য.

তন্. ত্রী. : বা. জাই. : স্ব. প. । নে. তে. ॥ তন্. দ্রা. : ঈ. ষৎ.: ক. রি, । ক্ষুণ্. ণ.

(১১৪, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

পর্বযতি লোপের নির্দেশ দিয়ে ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠন করেছেন প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পদে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির প্রথম ও দ্বিতীয় পদে। তাঁর নির্দেশ মতে মাত্রা গণনা করলে হয় :

সুন্. দ. রী. । তু. মি. শুক্. । তা. রা. ॥ সু. দূর্. : শোই. ল. : শি. খ. । রান্. তে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ । ২ ॥ ৩ + ৩ + ২ । ৩ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৮ + ২

আঁ. ধা. রের্. । বক্. ক্ষের্. । প. রে. ॥ আ. ধেক্. : আ. লোক্. : রে. খা. । রন্. ধ্র.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ৩ + ২ । ৩ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৮ + ২

আ. মার্. : আ. সন্. : পে. তে. । রা. খে. ॥ নিদ্. দ্রা, : গ. হন্. : ম. হা. । শূন্. ন্য.

৩ + ৩ + ২ । ৩ + ৩ + ২ ॥ ৩ + ৩ + ২ । ৩ = ৮ + ২ ॥ ৮ + ৩

তন্. ত্রী. : বা. জাই. : স্ব. প. । নে. তে. ॥ তন্. দ্রা. : ঈ. ষত্. : ক. রি. । ক্ষুণ্. ণ.

৩ + ৩ + ২ । ২ ॥ ৩ + ৩ + ২ । ৩ = ৮ + ২ ॥ ৮ + ৩

পর্বের বিন্যাস সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। ৪ মাত্রার সরলবৃত্তের স্বাভাবিক চাল এতে নেই।

এখানে যে যে ক্ষেত্রে তিনি পর্বযতিলোপ ঘটিয়েছেন, তার কারণ কেবলমাত্র যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনে আপত্তিহেতু নয়, আর-একটি গভীর সমস্যা এর অন্তঃস্থলে আছে। তাঁর গড়ে তোলা তত্ত্ব অনুসরণ করতে গেলে সমমাত্রার পূর্ণপর্বের উপপর্ব দুটি সমান মাপের হতে হবে। অর্থাৎ ৪ মাত্রা পূর্ণ পর্বের ছন্দে দুটি উপপর্বের মাত্রা হওয়া চাই ২-২ ভাগে। এখানে 'সু দূর্ শো', 'আ ধেক্ আ' , 'আ মার্ আ' এই তিনটি স্থানে ৪ মাত্রার পর্ব ২ মাত্রার ২ টি উপপর্বে বিভাজিত হতে পারে না। বাকি তিনটি ক্ষেত্রে যদিও এ-সমস্যা নেই (নিদ্ দ্রা গ, তন্ ত্রী বা, তন্ দ্রা ঈ)।

যতিলোপ করতে গিয়ে তিনি ৩-৩-২ 'যুক্তপর্বক পদ' তৈরি করে সেখানে ৩ কে গ্রাহ্য করছেন, এবং অকারণে যুক্তপর্বক পদ তৈরি করে ছন্দের নিয়মিত ধ্বনিপ্রবাহ ব্যাহত করছেন, কিন্তু একটি পর্বের দুটি উপপর্বকে ৩-১ বিন্যাসে মেনে নিতে পারছেন না। অথচ ৩-৩-২ বিন্যাসের মধ্যেই প্রথম উপপর্বের মাত্রাসংখ্যা ৩ হওয়ার উপসর্গ থেকে যাচ্ছে।

যতিলোপ না ঘটিয়ে গণনা করলে হয় এরূপ :

সুন্. দ. রী. । তু. মি. শুক্. । তা. রা. ॥ সু. দূর্. : শো. । ই. ল. : শি. খ. । রান্. তে. ⋯

২ + ২ । ২ + ২ । ২ ॥ ৩ + ১ । + ২ + ২ । ৩ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৪ + ৪ + ৩

আঁ. ধা. রের্. । বক্. ক্ষের্. । প. রে. ॥ আ. ধেক্. : আ. । লোক্. : রে. খা. । রন্. ধ্র.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ৩ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৪ + ৪ + ৩

আ. মার্. : আ. । সন্. : পে. তে. । রা. খে.॥ নিদ্. দ্রা. : গ. । হন্. : ম. হা. । শূন্. ন্য.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ৩ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৪ + ৪ + ৩

তন্. ত্রী. : বা. । জাই. : স্ব.প.। নে. তে. ॥ তন্. দ্রা. : ঈ. । ষত্. : ক. রি. । ক্ষুণ্. ণ.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ৩ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৪ + ৪ + ৩

পর্বের আদিতে থাকা অধিপ্রস্বর বজায় রেখে বিন্যাস করলে, দেখা যাচ্ছে, ছন্দের স্বাভাবিক নিয়মিত চাল ও স্পন্দ ত্রুটিহীন, কবির ছন্দরচনা নিখুঁত।

সরলবৃত্ত, পূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার ছন্দে যতিলোপ : পুনর্বিচার

১. ক. টি. তে. : ছি. ল. । নীল্. : দু. কূল্. । মা. ল. তী. : মা. লা. । মা. থে.

কাঁ. কন্. : দু. টি. । ছি. ল. : দু. খা. নি. । হা. তে. ⋯

পূর্. ণ. : চাঁদ্. । হা. সে. : আ. কাশ্. । কো. লে.

আ. লোক্. : ছা. য়া. । শিব্। : শি. বা. নী. । সা. গর্. : জ. লে. । দো. লে.

(৬৭, *ছন্দ পরিক্রমা*)

পূর্ণ পর্ব ৫ মাত্রার, উপপর্ব দুটি ৩-২ বিভাজনে বিন্যস্ত হলে ছন্দের চাল সাবলীল থাকে। এখানে 'নীল দুকূল', 'ছিল দুখানি', 'হাসে আকাশ' ও 'শিব শিবানী' এই চারটি পর্বে উপযতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। প্রত্যাশিত ৩-২ বিন্যাসের বদলে এই চার জায়গায় ২-৩ বিন্যাস আছে এই ধারণায় তিনি যতিলোপ ঘটাতে চেয়েছেন।

বস্তুত এই পর্বগুলি ৩-২ বিন্যাসে পড়তে অসুবিধা হয় না — 'নীল্. দু. : কূল্.', 'ছি.ল. দু.: খা. নি.', 'হা. সে. আ. কাশ্.' ও 'শিব্. শি. : বা. নী.' বিভাজনে। শব্দের মধ্যখণ্ডনে মানসিক বাধার কারণে তাঁর মেনে নিতে অসুবিধে হয়েছে।

২. শ. র. মে. : দীপ্.। ম. লিন্. : এ. কে. । বা. রে.

লু. কা. তে. : চা. হে. । চি. র. : অন্. ধ. । কা. রে.

(৬৭, *ছন্দ পরিক্রমা*)

৫ মাত্রার পুর্ণ পর্বে প্রত্যাশিত ৩-২ উপপর্ব বিন্যাস একটি পর্বে (চির অন্ধ) ঘটেনি। উপযতিলোপ প্রস্তাবিত। কিন্তু যতিলোপ সমাধানের উপায় হতে পারে না। যেহেতু বাকি পর্বগুলিতে অন্তত একটি করে উপযতি আছে, উক্ত পর্বটিতে কোনও ফাঁক না দিলে ছন্দের গতি বদ্ধ হয়ে পড়বে। উচ্চারণ করলে বোধ করা যায়, 'চি. র. অন্. : ধ.' এই বিন্যাসে অর্থাৎ ৪-১ এ বিভাজিত হচ্ছে। ব্যতিক্রমী প্রয়োগ নিশ্চয়, কিন্তু যতিলোপ দ্বারা গতিরোধের থেকে স্বস্তিপ্রদ। নিস্তরঙ্গ উচ্চারণ ছন্দের অভিপ্রেত ফল নয়। বিশেষত পর পর দুটি 'অ'(চির অন্ধকারে) থাকার কারণে ধ্বনিসাম্য হেতু ধ্বনিগুচ্ছ প্রসারিত হয়ে সম্ভাব্য অনিবার্য বাধাটিকে কিঞ্চিৎ তরল করে দিয়েছে।

৩. এ. ক. দা. : তু. মি. । অঙ্. গ. : ধ. রি. ।। ফি. রি. তে. : ন. ব. । ভু. ব. নে.

ম. রি. ম. রি. অ. ⋮ নঙ্. গ. দে. ব. ⋮ তা.

কু. সুম্. : র. থে. । ম. কর্. : কে. তু. । উ. ড়ি. ত. : ম. ধু. । প. ব. নে.

প. থিক্. : ব. ধূ. । চ. র. ণে. প্র. ণ. ⋮ তা.

(১১৮, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

পর্বযতিলোপের নির্দেশ আছে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তির দুটি পূর্ণ পর্ব ও একটি অপূর্ণ পর্ব সম্পূর্ণ একাকার হয়ে গিয়েছে, গোটা পঙ্ক্তিটিতে কোনও পর্ব বিভাজন নেই। অর্থাৎ দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটি, প্রবোধচন্দ্রের নির্দেশমতে, যতিহীন ভাবে উচ্চারণ করতে হয়। অথচ এখানে দুটি স্পষ্ট পর্বযতি আছে এবং তিনটি পর্বের (২ টি পূর্ণ পর্ব ও ১ টি অপূর্ণ পর্ব) আদিতে প্রস্বর না ফেলে উচ্চারণ স্বাভাবিকভাবে সম্ভবপর নয়। জোর করে অর্থাৎ কৃত্রিম ভাবে এভাবে বলা সম্ভব বটে; কিন্তু তাতে না থাকবে ছন্দের তরঙ্গ, না থাকবে শ্বাসের বিরাম, না থাকবে কবিতার বাকি অংশের ধ্বনিপ্রক্ষেপের সঙ্গে সামঞ্জস্য। চতুর্থ পঙ্ক্তির শেষ পর্বযতিটিও লোপের নির্দেশ আছে। এই নির্দেশ অনুযায়ী মাত্রা গণনা করলে হয় :

এ. ক. দা. : তু. মি. । অঙ্. গ. : ধ. রি. ।। ফি. রি. তে. : ন. ব. । ভু. ব. নে.

৩ + ২ । ৩ + ২ ।। ৩ + ২ । ৩

ম. রি. ম. রি. অ. ⁝ নঙ্. গ. দে. ব. ⁝ তা . ১১

কু. সুম্. : র. থে. । ম. কর্. : কে. তু. । উ. ড়ি. ত. : ম. ধু. । প. ব. নে.

৩ + ২ । ৩ + ২ ।। ৩ + ২ । ৩

প. থিক্. : ব. ধূ. । চ. র. ণে. প্র. ণ. ⁝ তা. ৩ + ২ । ৬

স্বাভাবিক নিয়মে মাত্রা গণনা করলে হয় :

এ. ক. দা. : তু. মি । অঙ্. গ. : ধ. রি. ।। ফি. রি. তে. : ন. ব. । ভু. ব. নে.

৩ + ২ । ৩ + ২ ।। ৩ + ২ । ৩

ম. রি. ম. রি. : অ. । নঙ্. গ. : দে. ব. । তা.

৪ + ১ । ৩ + ২ । ১

কু. সুম্. : র. থে. । ম. কর্. : কে. তু. ।। উ. ড়ি. ত. : ম. ধু. । প. ব. নে.

৩ + ২ । ৩ + ২ ।। ৩ + ২ । ৩

প. থিক্. : ব. ধূ. । চ. র. ণে. : প্র. ণ. । তা.

৩ + ২ । ৩ + ২ । ১

কবি-অভিপ্রেত মাত্রা-বিন্যাসে কোনও ত্রুটি নেই। একটি ব্যতিক্রম, দ্বিতীয় পঙ্ক্তির প্রথম পর্বে উপপর্ব ৪-১ বিন্যাসে আছে। অপূর্ণ পর্ব সমগ্র কবিতাটিতেই ১ মাত্রার।

সরলবৃত্ত, পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার ছন্দে যতিলোপ : পুনর্বিচার

১. দুর্. : বার্. : স্রো. তে. । এ. ল. : কো. থা. : হ. তে. । স. মুদ্. : দ্রে. হ. লো. । হা. রা.

(৬০, *ছন্দ পরিক্রমা*)

পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৬। 'সমুদ্রে'-র উপযতিলোপ প্রস্তাবিত। এখানে ২ -২ -২ এই উপযতি-বিভাজনের সূত্র মিলছে না বলে যতিলোপ ধার্য করেছেন। পর্বটি ৩ -৩ রূপে দুটি উপপর্বে বিভাজিত হতে পারে। যেমন অনেক কবিতায় দেখা যায়, ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব কোথাও ৩-৩ উপপর্ব-বিন্যাসে, কোথাও ২-২-২ উপপর্ব-বিন্যাসে বিভাজিত হয়েছে। অর্থাৎ একটি ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব দুই বিন্যাসে বিভাজিত হতে পারে। যতিলোপ দ্বারা তাকে নিস্তরঙ্গ করে তুললে তা ছন্দের ধ্বনিক্রীড়ার প্রতি সুবিচার করে না।

২. শা. রদ্. : নি. শির্. । স্বচ্. ছ. : তি. মি. রে. । তা. রা. অ. : গণ্. ণ্য. । জ্ব. লে.

(৬০, *ছন্দ পরিক্রমা*)

৬ মাত্রার পূর্ণ পর্বগুলি সর্বত্রই ৩-৩ মাত্রার উপপর্বে বিভাজিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও যতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, 'তারা অ- গণ্য' রূপে উচ্চারণের প্রবণতাকে বন্ধ করার জন্য যতিলোপ আবশ্যক। অ এবং গণ্য-র মধ্যে যে ক্ষীণ ফাঁকটি থাকে, তা যে অর্থবোধকে কোনও ভাবেই আক্রান্ত করে না, বরং ফাঁকটি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করলেই স্পন্দ রুদ্ধ হয়, এই সহজ সত্যটি টের পাওয়া যায় উচ্চারণ করা মাত্রই। মনে রাখা ভালো যে, মৌখিক শব্দোচ্চারণেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা এরকম প্রয়োগ করি।

৩. ত. পস্. : স্যা. ব. লে. । এ. কের্. : অ. ন. লে. । ব. হু. রে. : আ. হু. তি. । দি. য়া.

(৬১, *ছন্দ পরিক্রমা*)

পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৬। ৩-৩ উপপর্বে বিভাজিত। 'তপস্যাবলে'-তে যতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। এখানে লিখিত তাঁর মন্তব্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় — " 'তপস্যা' শব্দটিও দুই মাত্রার গুচ্ছে অবিভাজ্য। কিন্তু এখানে ছন্দোগতির প্রবণতা 'তপস্ : স্যাবলে' রূপে উচ্চারণের প্রতি। তবে অবশ্য 'তপস্যা : বলে' রূপে উচ্চারণ করলেও ছন্দোভঙ্গ হবে না।" এই মন্তব্য থেকে দুটি জরুরি প্রসঙ্গ চিহ্নিত করা যায় ।

প্রথমত, 'তপস্যা' শব্দটি দুই মাত্রার গুচ্ছে বিভাজ্য হওয়ার উপায় থাকলে তিনি এই পর্বটিকে ২-২-২ উপপর্বে বিভাজিত করার প্রয়াস নিতেন, এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত থেকে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, উচ্চারণ-সংস্কারবশত যতিলোপের নির্দেশ দিয়েও, বিকল্প হিসেবে 'তপস্যা : বলে' উচ্চারণে ছন্দোভঙ্গ হবে না বলে জানাচ্ছেন। 'তপস্যা : বলে' এই উপপর্ব বিভাজন তাঁর দ্বারা স্বীকৃত হলে, ৬ মাত্রার পর্বের ৪-২ এই অসমবিভাজনও স্বীকৃত হয়।

৪. সে. কি. : ম. নে. : হ. বে. । এক্. : দিন্. : য. বে. । ছি. লে. দ. ০ রিদ্. দ্র. । মা. তা.

আঁ. চল্. : ভ. রি. য়া. । রা. খি. তে. : ধ. রি. য়া. । ফল্. : ফুল্. : শাক্. । পা. তা.

(৬৪-৬৫, *ছন্দ পরিক্রমা*)

পূর্ণ পর্ব ৬ মাত্রার। দু-প্রকারের উপপর্ব-বিভাজন স্বীকার করছেন। (৬৪-৬৫, *ছন্দ পরিক্রমা*) যদিও এই বিভাগেরই ২নং উদাহরণে এই মিশেল স্বীকার না করার কারণে যতিলোপ নির্দেশ করেছেন। সেখানে শব্দখণ্ডনের দ্বারা ৩-৩ বিভাজন হতে পারে বলেই বোধ করি তাঁর এই দ্বিধা। (৩ নং উদাহরণ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ যতিস্থলে শব্দের মধ্যখণ্ডন প্রসঙ্গে আপত্তি তাঁকে সর্বত্র পক্ষপাতহীন হতে দেয়নি। এখানেও 'দরিদ্র' ও 'মনে' এই শব্দদুটির মধ্যখণ্ডনে আপত্তির কারণে প্রথমটিতে উপযতিলোপ প্রস্তাবিত করেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে ২-২-২ বিভাজনের বিকল্প গ্রহণ করেছেন।

৫. মি. টে. ছে. : কি. ত. ব. । স. কল্. : তি. য়াষ্. । আ. সি. ০ অন্. ত. রে. । ম. ম.

(৬৫, *ছন্দ পরিক্রমা*)

৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব প্রথম দুটি পর্বে ৩-৩ উপপর্বে বিভাজিত। তৃতীয় পর্বে উপযতিলোপ প্রস্তাবিত। 'অন্' বিভাজ্য নয়, এটি যতিলোপ নির্দেশের কারণ। কিন্তু 'আ. সি. : অন্. : ত. রে.' এই বিভাজন অসম্ভব ছিল না। বিশেষত, দেখা যাচ্ছে, এই কবিতাতেই পূর্ণ পর্বে 'প্রতিদিন আমি' ; 'হে জীবননাথ' ; 'যত সংগীতে' ; 'তুলি অঞ্চলে' ; 'আপনার মনে' ; 'পূজাহীন দিন' ; 'সেবাহীন রাত' ; 'কত বারবার'; 'জাগরণ ঘুম' ; 'বাহুবন্ধন' ; 'মম চুম্বন' ; 'অভিসারনিশা' ; 'আজিকার সভা' ; 'লহো আরবার' ইত্যাদি শব্দবন্ধ আছে, যেগুলিকে ৩-৩ উপপর্বে বিভাজিত করা সম্ভবই নয়। ফলে, মেনে নেওয়া দরকার যে, কোথাও ৩-৩ এবং কোথাও ২-২-২, এমনকি ৪-২ উপযতি-বিন্যাসও থাকতে পারে একই কবিতার মধ্যে।

৬. ভ. গ. বান্. ০ তু. মি. । যু. গে. : যু. গে. : দূত্. । পা. ঠা. : য়ে. ছ. : বা. রে. । বা. রে.

দ. য়া. হীন্. ০ সং. । সা. রে. ⋯

ব. র. : ণী. য়. : তা. রা. । স্ম. র. : ণী. য়. : তা. রা. । ত. বুও. : বা. হির্. । দ্বা. রে.

আ. জি. দুর্. ০ দি. নে. । ফি. রা. নু. : তা. দের্. । ব্যর্. থ. : ন. মস্. । কা. রে.

(৬৫, *ছন্দ পরিক্রমা*)

সমগ্র অংশটির চারটি পর্ব ২-২-২ উপপর্বে বিভাজিত — 'যুগে :যুগে : দূত', 'পাঠা : য়েছ : বারে', 'বর : ণীয় : তারা', 'স্মর : ণীয় : তারা' । অন্য তিনটি পর্ব ৩-৩ উপপর্বে বিভাজিত — 'তবুও : বাহির', 'ফিরানু : তাদের', 'ব্যর্থ : নমস্'। বাকি তিনটি পর্বে উপযতিলোপ প্রস্তাবিত। এই তিনটি পর্বকে লক্ষ করলে দেখা যাবে —

'ভগবান তুমি', 'দয়াহীন সং' এবং 'আজি দুর্দিনে' এই তিনটি পর্বকে তিনি সমস্যাজনক মনে করেছেন।

তাঁর উক্তিতেই দেখা যাক '··· ভগবা -ন্ তুমি, দয়াহী -ন্ সং, আজি দু -র্ দিনে, কৃত্রিমভাবেও উচ্চারণ করা সম্ভব নয়।' (৬৫)

এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, 'ভ. গ. : বান্. : তু. মি.', 'দ. য়া. : হীন্. : সং.', আ. জি. : দুর্. : দি.নে.' — এভাবে বিভাজনে তো কোনও বাধা ছিল না, বিশেষত যখন এই অংশেরই অন্য চারটি পর্ব (যুগে : যুগে : দূত, পা ঠা : য়েছ : বা রে, ব র : ণী য় : তা রা, স্মা র : ণী য় : তা রা) তিনিই ২-২-২ এই উপপর্বে বিভাজিত করেছেন। দেখা যাচ্ছে, দুই প্রকার উপপর্ব-বিভাজনে সমস্যা নয়, তাঁর সমস্যা শব্দের মধ্যখণ্ডনে। এবং এই প্রয়োগের দোষ প্রমাণ করার জন্য তিনি নিজেরই যুক্তিকে লঙ্ঘন করেছেন এই উদাহরণটিতে।

৭. তু. লি. মে. ০ ঘ. ভার্। আ. কাশ্. : তো. মার্. ॥ ক. রে. ছ. : সু. নীল্. । ব. র. ণী. ···
স্থ. লে. জ. ০ লে. আর্. । গ. গ. নে. : গ. গ. নে.
বাঁ. শি. বা. ০ জে. যে. ন. । ম. ধুর্. : ল. গ. নে.
আ. সে. দ. ০ লে. দ. লে. । ত. ব. দ্বা. ০ র. ত. লে. ॥ দি. শি. দি. ০ শি. হ. তে. । ত. র. ণী.
(২২, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এখানে পর্বের মধ্যবর্তী উপপর্বের মাত্রাবিন্যাস দুই প্রকার। ৬ মাত্রা কখনও ৩-৩, কখনও ২-২-২ উপপর্ব বিভাজনে ন্যস্ত আছে। সেকারণে যতিলোপের কোনও কারণ নেই। বিশেষত এই দৃষ্টান্তে শেষ পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্ব (যদি 'তব দ্বার্ তলে' উচ্চারণ করা হয়) ছাড়া আর কোনও পর্বেই উপপর্ব সমবিভাজনে অবিভাজ্য নয়। এটি ছাড়া বাকি সব পর্বে ৩-৩ উপপর্ব বিভাজনেও সমস্যা হয় না। কেবল শব্দের মধ্যখণ্ডন- বিরূপতার কারণেই সেস্থানগুলিতে যতিলোপের নির্দেশ আরোপিত বলে মনে হয়।

বিশ্লেষণ করে দেখা যাক :

তু. লি. মে. : ঘ. ভার্। আ. কাশ্. : তো. মার্. ॥ ক. রে. ছ. : সু. নীল্. । ব. র. ণী. ···

স্থ. লে. জ. : লে. আর্. । গ. গ. নে. : গ. গ. নে.

বাঁ. শি. বা. : জে. যে. ন. । ম. ধুর্. : ল. গ. নে.

আ. সে. দ. : লে. দ. লে. । ত. ব. দ্বা র্. : ত. লে. ।। দি. শি. দি. : শি. হ. তে. । ত. র. ণী.

যতিলোপের স্থানে উপপর্ব চিহ্ন (:) বসানো হলে বাকি সব ক্ষেত্রে ৩-৩ বিভাজন সম্ভব হচ্ছে, মাত্র এক স্থান ব্যতীত – যদি ‘ তব দ্বার্ তলে’ উচ্চারণ করা হয়, এখানে ‘দ্বার্’ অবিভাজ্য। ২-২-২ বিন্যাসে এটি বিভাজিত হতে বাধা নেই।

অথবা

তু. লি. : মে. ঘ. : ভার্. । আ. কাশ্. : তো. মার্. ।। ক. রে. ছ. : সু. নীল্. । ব. র. ণী. ⋯

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ ।। ৩ + ৩ । ৩ = ৬ + ৬ + ৬ +৩

স্থ. লে. : জ. লে. : আর্. । গ. গ. নে. : গ. গ. নে.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ = ৬ + ৬

বাঁ. শি. : বা. জে. : যে. ন. । ম. ধুর্. : ল. গ. নে.

২ + ২ + ২ । ৩ + ৩ = ৬ + ৬

আ. সে. : দ. লে. : দ. লে. । ত. ব. : দ্বার্. : ত. লে. ।। দি. শি. : দি. শি. : হ. তে. । ত. র. ণী.

২ + ২ + ২ । ২ + ২ + ২ ।। ২ + ২ + ২ । ৩ = ৬ + ৬ + ৬ +৩

৬ মাত্রাবিশিষ্ট পূর্ণপর্বের সরলবৃত্ত ছন্দে উপপর্বে এই দু-প্রকার মাত্রাবিন্যাস বাংলা কবিতায় এত স্বাভাবিক ও বহুলপ্রযুক্ত যে এটিকে বিরল হিসেবে চিহ্নিত করে যতিলোপের নির্দেশ কোনও ভাবেই সমীচীন নয়।

সরলবৃত্ত, পূর্ণ পর্ব ৭ মাত্রার ছন্দে যতিলোপ : পুনর্বিচার

১. উ. প. রে. : ব. সে. প. ড়ে. । রা. জার্. : মে. য়ে.

রা. জার্. : ছে. লে. নী. চে. । ব. সে.

পুঁ. থি. খু. লি. য়া. শে. খে. । ক. ত. কি. : ভা. ষা.

খ. ড়ি. পা. তি.য়া. আঁক্. । ক. ষে.

(৬৮, *ছন্দ পরিক্রমা*)

পূর্ণ পর্বের ৭ মাত্রা ৩-২-২ বিন্যাসের উপপর্বে বিভাজিত হওয়া প্রত্যাশিত। 'পুঁথি খুলিয়া শেখে' ও 'খড়ি পাতিয়া আঁক' এই দুটি পর্বে ৩-২-২ বিন্যাস হচ্ছে না এমন ধারণা করে উপযতিলোপ নির্দেশ করেছেন।

'পুঁ. থি. খু. : লি. য়া. শে. খে.' এবং 'খ. ড়ি. পা. : তি. য়া. আঁক্.' বিন্যাসে ৩-৪ বিভাজন ঘটতে পারে। শব্দের মধ্যখণ্ডন-জনিত অস্বস্তিবশত পুরো পর্বদুটি বিনা উপযতিপাতে উচ্চারণ করলে তা সমগ্র কবিতার অনায়াস ছন্দ-দোলনটি ব্যাহত করে।

২. শি. রা. বা. হির্. ক. রা. । শীর্. ণ. : ক. রে.

তু. লি. য়া. : নি. ল. তান্. । পু. রা.

(৬৮, *ছন্দ পরিক্রমা*)

'শিরা বাহির করা' এই ৭ মাত্রার পূর্ণ পর্বের ক্ষেত্রেও ৩-২-২ উপপর্ব বিন্যাস হচ্ছে না এই ধারণাবশত উপযতিলোপ নির্দেশ করেছেন। এখানে 'শি. রা. বা. : হির্. ক. রা.' এই ৩-২-২ বিভাজন এত অনায়াসে চলে আসে যে, তা লক্ষ না-করাই কঠিন। শব্দখণ্ডন-ভীতি প্রবোধচন্দ্রকে এতখানি বিব্রত না করলে বাংলা ছন্দতত্ত্ব আরও উপকৃত হতো বলে অনুমান করা যায়।

গ. **মিশ্রবৃত্ত ছন্দে যতিলোপ : পুনর্বিচার**

১. এক্. : দিন্. । এই. : দে. খা. ॥ হ. য়ে. : যা. বে. । শেষ্.

প. ড়ি. বে. ন. ০ য়ন্. প. রে. ॥ অন্. তিম্. নি. ০ মেষ্.

(৭, *ছন্দ পরিক্রমা*)

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দুটি পদে একটি করে পর্বযতিলোপ নির্দেশিত, 'যুক্তপর্বক পদ' গঠিত। দুটি স্থানে পর্বযতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন ঘটেছে। প্রথম ক্ষেত্রে (প ড়ি বে ন । য়ন্ প রে) উপপর্বের সমবিভাজন সম্ভব,কিন্তু তাকে ৩-১ বিভাজনে পাঠ / উচ্চারণ করলেও কোনও অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (অন্ তিম্ নি । মেষ্) উপপর্বের সমবিভাজন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে রূপটি হতে পারে :

এক্. : দিন্. । এই. : দে. খা. ॥ হ. য়ে. : যা. বে. । শেষ্.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৪ । ২

প. ড়ি. বে. : ন. । য়ন্. :প. রে. ॥ অন্. তিম্. : নি. । মেষ্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ ॥ ৪ + ৪ । ২

'য়ন্' এবং 'মেষ্' এই দুটি দল পর্বের আদিতে স্থিত দলে অধিপ্রস্বর অস্বীকার করে যতিলোপ বাংলা ছন্দের মূল প্রবণতা তথা নিয়মের পরিপন্থী।

২. নি. জ. : হস্. তে. । নির্. দয়্. আ. x ঘাত্. : ক. রি. । পি. তঃ.

ভা. র. : তে. রে. । সেই. : স্বর্. গে. ॥ ক. রো. : জা. গ. । রি. ত.

(২০, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

প্রথম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বের শেষে পর্বযতি এবং পদযতি লোপের নির্দেশ আছে। 'আঘাত' শব্দটির

মধ্যখণ্ডন নিরোধ করার প্রয়াসে এটিকে একটি ‘যৌগিক পদ’ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ বিন্যাস দাঁড়াচ্ছে এইরূপ –প্রথমে ১টি পূর্ণ পর্ব, তারপর ১টি ‘যুক্তপর্বক পদ’ এবং শেষে ১ টি অপূর্ণ পর্ব। মাত্রা বিন্যাস করলে হয় :

নি. জ. : হস্. তে. । নির্. দয়্. আ. x ঘাত্. ক. রি. । পি. তঃ. ২ + ২ । ৮ । ২

প্রবোধচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন ‘এ-রকম অর্ধযতিলোপের দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যে যত বিরল, অধুনাপূর্ব সাহিত্যে তত বিরল ছিল না (২০, ঐ)। তাঁর এই ধারণা যথার্থ নয়, বর্তমান সময় পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কবিতায় ছন্দের এরকম প্রয়োগ অতিস্বাভাবিক ও বহুলপ্রচলিত। চতুর্থ অধ্যায়ে ‘মিশ্রবৃত্ত’ ছন্দের দৃষ্টান্ত-তালিকা দ্রষ্টব্য।

রূপটি হতে পারে :

নি. জ. : হস্. তে. । নির্. দয়্. : আ. ।। ঘাত্. : ক. রি. । পি. তঃ.

২ + ২ । ৩ + ১ ।। ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

যা প্রকৃত অর্থে প্রবোধচন্দ্র-কৃত মিশ্রবৃত্ত ছন্দের আদর্শ মাত্রাবিন্যাস-রূপ। লক্ষণীয়, তৃতীয় পর্বের আদিতে স্থিত ‘ঘাত্’ দলটির অধিপ্রস্বর অস্বীকার করা ছন্দ-নিয়মোচিত নয়।

৩. বীর্. য. : দে. হ. । তো. মার্. চ. x র. ণে. পা. তি. । শির্.
অ. হর্. নি. শি. । আ. প. না. রে. । রা. খি. বা. রে. । স্থির্.

(২০, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বের শেষে ও তৃতীয় পর্বের শুরুতে থাকা পর্বযতি তথা পদযতিটিকে লোপ করার নির্দেশ আছে। ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠিত। অর্থাৎ এই আদলে মাত্রাবিন্যাস হবে : ২ + ২ । ৮ । ২

‘র. ণে.’ পর্বের আদিতে স্থিত, তার অধিপ্রস্বর লঙ্ঘিত করা বাস্তবসম্মত নয়, যদি কৃত্রিমভাবে করাও হয়,

তার ফলে ছন্দের স্বাভাবিক গতি নষ্ট হয়ে নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ে, যা ছন্দনির্মাণের অভিপ্রেত ফল নয়।

এখানে দ্বিতীয় পর্বের উপপর্ব সমান মাত্রায় বিভাজ্য নয়,

এই সমস্যা এড়ানোর জন্য যতিলোপ প্রস্তাবিত হয়েছে। রূপটি হতে পারে :

বীর্. য. : দে. হ. । তো. মার্. : চ. ॥ র. ণে. : পা. তি. । শির্.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

ছন্দের নিয়ম, গতি, তাল ও চাল বজায় থাকছে।

৪. ক্ষুদ্. দ্র. : সত্. ত্য. । ব. লে. : মোর্. ॥ প. রিষ্. : কার্. । ক. থা.

ম. হা. : সত্. ত্য. । তো. মার্. ম. x হান্. নী. র. । ব. তা.

(২০, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের মধ্যের যতি, ফলে পদযতি লোপের নির্দেশ আছে। ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠিত। এখানেও দ্বিতীয় পর্বের দুটি উপপর্ব সম-মাত্রায় বিভাজিত হতে পারে না বলেই যতি লোপের প্রস্তাব। মাত্রা গণনা করলে হয় এইরূপ :

ম. হা. : সত্. ত্য. । তো. মার্. ম. x হান্. নী. র. । ব. তা. ২ + ২ । ৮ । ২

স্বাভাবিক ছন্দ-গতি ব্যাহত। কৃত্রিম পদ্ধতির ফলে এই অংশ পঙ্‌ক্তির এবং কবিতার অন্যান্য পঙ্‌ক্তিগুলির পাশে নিতান্ত বেমানান, প্রায় ছন্দ-পতনের বোধ জন্মিয়ে দেয়।

‘হান্’ দলটি পর্বের আদিতে স্থিত, তার অধিপ্রস্বর স্বীকার করে নেওয়া সমীচীন। স্বাভাবিক রূপটি হতে পারে :

ম. হা. : সত্. ত্য. । তো. মার্. : ম. ॥ হান্. : নী. র. । ব. তা.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

৫. কাল্ : ব. লে. । আ. মি. : সৃষ্. টি. ।। ক. রি. : এই. । ভ. ব.

ঘ. ড়ি. : ব. লে. । তা. হ. লে. আ. x মি. ও. স্রষ্. টা. । ত. ব.

(২০, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বটির মধ্যবর্তী পর্বযতি তথা পদযতির লোপ ঘটিয়ে 'যুক্তপর্বক পদ' গঠন করেছেন। 'আমিও' শব্দটি পর্বযতির দ্বারা খণ্ডিত হয়ে যাওয়া নিরোধের উদ্দেশ্যে এই যতিলোপ। 'মিও' এই অংশ তৃতীয় পর্বের আদিতে স্থিত, তার অধিপ্রস্বর লোপ করা ছন্দের স্বাভাবিকতা নষ্ট করেছে, উপরন্তু এই যতিলোপের ফলে বিরতিহীন একটি দীর্ঘ পদ অস্থানে স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। মাত্রা গণনা করলে রূপটি দাঁড়ায় :

ঘ. ড়ি. : ব. লে. । তা. হ. লে. আ. x মি. ও. স্রষ্. টা. । ত. ব. ২ + ২ । ৮ । ২

এখানে উপপর্বের অবিভাজ্যতাজনিত সমস্যা উপস্থিত হয়নি, তাসত্ত্বেও কেবলমাত্র উচ্চারণ-সংস্কারহেতু ও শব্দের মধ্যখণ্ডনে আপত্তির কারণে এই যতিলোপের প্রস্তাব।

যতিলোপ না ঘটালে রূপটি হয় :

ঘ. ড়ি. : ব. লে. । তা. হ. : লে. আ. ।। মি. ও. : স্রষ্. টা. । ত. ব.

২ + ২ । ২ + ২ ।। ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

অথবা

ঘ. ড়ি. : ব. লে. । তা. হ. লে. : আ. ।। মি. ও. : স্রষ্. টা. । ত. ব.

২ + ২ । ৩ + ১ ।। ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক চাল ও মাত্রাবিন্যাস এভাবে বজায় থাকতে পারে, অধিপ্রস্বর বাদ দেওয়ার কৃত্রিম ব্যবস্থাও গ্রহণ করার দরকার হয় না।

৬. লজ্. জা. : দি. য়ে. । সজ্. জা. : দি. য়ে. ।। দি. য়ে. : আ. ব. । রণ্.

তো. মা. রে. দুর্. ⋮ লভ্. ক. রি. ।। ক. রে. ছে. গো. ⋮ পন্.

প. ড়ে. ছে. তো. ⋮ মার্. : প. রে. ।। প্র. দীপ্. ত. বা. ⋮ স. না.

অর্. ধেক্. মা. ⋮ ন. বী. তু. মি. ।। অর্. ধেক্. কল্. ⋮ প. না.

(২১, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির দুটি পদেই পর্বযতিস্থানে যতিলোপের প্রস্তাব আছে। 'যুক্তপর্বক পদ' গঠিত। অর্থাৎ দৃষ্টান্তের প্রথম পঙ্‌ক্তি ছাড়া বাকি অংশের তিনটি পঙ্‌ক্তিতে পদযতি ভিন্ন অন্য কোনও রূপ যতি (উপযতি ও পর্বযতি) প্রয়োগ হচ্ছে না। মাত্রা গণনা করে দেখা যাক :

তো. মা. রে. দুর্. ⋮ লভ্. ক. রি. ।। ক. রে. ছে. গো. ⋮ পন্. ৮ + ৬

প. ড়ে. ছে. তো. ⋮মার্. : প. রে. ।। প্র. দীপ্. ত. বা. ⋮ স. না. ৮ + ৬

অর্. ধেক্. মা. ⋮ ন. বী. তু. মি. ।। অর্. ধেক্. কল্. ⋮ প. না. ৮ + ৬

পয়ারবন্ধের বিন্যাস। এই পয়ারবন্ধের বিকল্প হিসেবে প্রবোধচন্দ্র সূত্রায়িত করেছিলেন মিশ্রবৃত্ত ছন্দের পর্ব বিভাজন, উপপর্ব বিভাজন এবং মাত্রাবিন্যাসের নির্দিষ্ট গণিত। তাঁর সূত্রায়িত এই মিশ্রবৃত্ত-রূপ এখন সর্বৈব স্বীকৃত। কিন্তু তা থেকে পশ্চাদপসরণ করে, এখানে ছন্দোনিয়ম হিসেবে পয়ারবন্ধকেই নিয়ে এসেছেন 'যতিলোপ তত্ত্বে'র প্রতি নেই-আঁকুড়েপনার প্রভাবে।

ছন্দের স্বাভাবিক নিয়মে মাত্রা গণনা করলে হয় :

তো. মা. রে. : দুর্. । লভ্. ক. রি. ।। ক. রে. ছে. : গো. । পন্.

৩ + ১ । ২ + ২ ।। ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

প. ড়ে. ছে. : তো. । মার্. : প .রে. ।। প্র. দীপ্. ত. : বা. । স. না.

৩ + ১ । ২ + ২ ।। ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

অর্. ধেক্. : মা. । ন. বী. : তু মি ।। অর্. ধেক্. : কল্. । প. না.

৩ + ১ । ২ + ২ ।। ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

শেষ পঙ্‌ক্তির ‘অর্. ধেক্. মা.’ – এই পর্বে উপপর্ব সমমাত্রায় বিভাজিত হতে পারে না, যেমন পরের পর্বের ‘অর্. ধেক্. কল্.’- এও । কিন্তু বাকি পঙ্‌ক্তিগুলির ক্ষেত্রে প্রথম ও তৃতীয় পর্বগুলির ৩-১ বিন্যাসে উপপর্ব বিভাজন করা সমীচীন মনে হয়েছে, উচ্চারণের স্বাভাবিক চাল বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। যদিও এগুলির ক্ষেত্রে ২-২ বিভাজন অসম্ভব ছিল না। যতিলোপ ঘটালে ‘লভ্’, ‘পন্’, ‘মার্’, ‘স’ (না), ‘ন (বী), ‘প’ (না) – শুধু এইগুলিই নয়, ‘ক’ (রে ছে), ‘প্র’ (দীপ, ত), ‘অর্’ (ধেক্) এই সমস্ত পর্ব-শুরুর দলগুলি অধিপ্রস্বরহীনভাবে উচ্চারণ করার ব্যর্থ আয়োজন করতে হতো। ছন্দের চলৎশক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ত।

৭. সব্. : আ. শা. । মি. টা ০ ই. তে. ।। পা. রি ০ স্. নে. । হায়্.

তা. ব. ০ লে. কি. । ছে. ড়ে. : যা. ব. ।। তোর্. : তপ্. ত. । বুক্.

(২২, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এখানে উপযতিলোপের নির্দেশ আছে তিনটি স্থানে। তার মধ্যে দুটি স্থানে পর্বের মধ্যকার উপপর্ব সম-মাত্রায় বিভাজিত হতে পারে না বলে যতিলোপের নির্দেশ করা হয়েছে। তৃতীয় ক্ষেত্রে (তা ব ০ লে কি) ২-২ বিভাজন অসম্ভব ছিল না।

তিনটি ক্ষেত্রেই ৩-১ বিভাজন-বিন্যাসে গণনা করলে হয় :

সব্. : আ. শা. । মি. টাই. : তে. ।। পা. রিস্. : নে. । হায়্.

২ + ২ । ৩ + ১ ।। ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

তা. ব. লে. : কি. । ছে. ড়ে. : যা. ব. ॥ তোর্. : তপ্. : ত. । বুক্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

উপপর্বের ক্ষেত্রে সমবিভাজন যে সর্বত্র হতে পারে না, তা পঞ্চমাত্রিক ও সপ্তমাত্রিক সরলবৃত্ত ছন্দে তো বটেই, এমনকি ৬ মাত্রার সরলবৃত্তেও দেখা গেছে। বাংলা ভাষায় দ্বিদলবিশিষ্ট শব্দের পাশাপাশি ত্রিদলবিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগও যথেষ্ট, ছন্দের ক্ষেত্রে গুরুত্বও কম নয়।

৮. যা. পা ০ ই. নি. । তাও. : থাক্. ॥ যা. পে. ০ য়ে. ছি. । তাও.

তুচ্. ছ. : ব. লে. । যা. চা ০ ই. নি. । তাই. : মো. রে. । দাও.

(২২, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

এখানে তিনটি পর্বের উপযতিলোপ ঘটানো হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রে উপপর্ব সমবিভাজ্য নয়, সেস্থানে ৩-১ বিভাজন স্বীকার করলে সমস্যা থাকে না, তৃতীয় ক্ষেত্রে (যা পে ০ য়েছি) ২-২ বিভাজন অসম্ভব নয়। এই দু-ধরণের প্রয়োগই বাংলা ছন্দে বিরল নয়। এই বিন্যাসে রূপটি হতে পারে :

যা. পাই. : নি. । তাও. : থাক্. ॥ যা. পে. য়ে. : ছি. । তাও. ৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

তুচ্. ছ. : ব. লে. । যা. চাই. : নি. । তাই. : মো. রে. । দাও. ২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ২ + ২ । ২

৯. ব্রহ্. ম. : হ. তে. । কীট্. : প. র. । মা. ণু. ⋯

মন্. : প্রাণ্. । শ. রীর্. অর্. ⋮ পণ্. ⋯

ব. হু. : রূ. পে. । সম্. মু. খে. তো. ⋮ মার্.

ছা. ড়ি. : কো. থা. । খুঁ. জি. ছ. ঈশ্. ⋮ শ্বর্.

(৩৫, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

দৃষ্টান্তের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বের শেষে যতিলোপের প্রস্তাব। পূর্ণ পর্ব ও অপূর্ণ

পর্ব জুড়ে একটি ‘যুক্তপর্বক পদ’ গঠিত (যা পয়ারবন্ধের দ্বিতীয় পদের রূপ ধারণ করেছে) । মাত্রা বিন্যাস করলে এইরূপ হয় :

মন্. : প্রাণ্ । শ. রীর্. অর্. ⁝ পণ্. ⋯ ২ + ২ । ৬

ব. হু. : রূ. পে. । সম্. মু. খে. তো. ⁝ মার্. ২ + ২ । ৬

ছা. ড়ি. : কো. থা. । খুঁ. জি. ছ. ঈশ্. ⁝ শ্বর্. ২ + ২ । ৬

অর্থাৎ প্রতি পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্ব থেকে একটি যতিহীন ৬ মাত্রা। তৃতীয় পর্বের আদিতে স্থিত ‘পণ্’, ‘মার্’ ও ‘শ্বর্’-এর অধিপ্রস্বর দমন করে উচ্চারণের প্রস্তাব, যা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়। ছন্দের গতিও শিথিল হয়ে পড়বে ওই অংশগুলিতে, যা কবিতার বাকি অংশের পক্ষে নিতান্তই বেমানান ও অনভিপ্রেত।

স্বাভাবিক বিন্যাসে হয় :

মন্. : প্রাণ্ । শ. রীর্. : অর্. । পণ্. ২ + ২ । ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ২

ব. হু. : রূ. পে. । সম্. মু. : খে. তো. । মার্. ২ + ২ । ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ২

ছা. ড়ি. : কো. থা. । খুঁ. জি. ছ. : ঈশ্. । শ্বর্. ২ + ২ । ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ২

১০. দুর্. ল ০ ভ্. এ. । ধ. র. : ণীর্. ।। লে. শ. : ত. ম. । স্থান্.

দুর্. ল ০ ভ্. এ. । জ. গ. : তের্. ।। ব্যর্. থ. : ত. ম. । প্রাণ্.

(৯৭, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

উপযতিলোপের প্রস্তাব। দুটি পঙ্‌ক্তির প্রথম পর্বদুটিতে একই শব্দ আছে, যার উপপর্ব বিভাজন সমান হওয়া সম্ভব নয়। এখানে ৩-১ বিন্যাস সমাধান করতে পারে। এ প্রয়োগ বাংলা কবিতায় সুপ্রচুর। চতুর্থ অধ্যায়ের তালিকা দ্রষ্টব্য।

সম্ভাব্য রূপ :

দুর্. লভ্. : এ. । ধ. র. : ণীর্. ॥ লে. শ. : ত. ম. । স্থান্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

দুর্. লভ্. : এ. । জ. গ. : তের্. ॥ ব্যর্. থ. : ত. ম. । প্রাণ্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ২

১১. আ. মি. : ক. হি. । ছাড়্. : স্বার্. থ. ॥ মুক্. তি. : পথ্. । দেখ্.

প্রেম্. : ব. লে. । তা. হ. ০ লে. তো. ॥ তু. মি. : আ. মি. । এক্.

(৯৭, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

'তা হলে তো' স্বাভাবিক উচ্চারণেই 'তা. হ. : লে. তো.' এই ২-২ বিন্যাসে বিভাজিত হতে পারে। বস্তুত এটি যতিলোপ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের ক্ষেত্রে দুর্বলতম দৃষ্টান্ত।

১২. সত্. ত্য. : মূল্. ল্য. । না. দি. ০ য়েই. ॥ সা. হিত্. : ত্যের্. । খ্যা. তি. : ক. রা. । চু. রি.

ভা. লো. : নয়্. । ভা. লো. : নয়্. ॥ ন. ক ০ ল্. সে. ॥ শোউ. খি ০ ন্. মজ্. । দু. রি.

(৯৭, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

উপযতি লোপের প্রস্তাব। 'না দি য়েই' ২-২ বিন্যাসে বিভাজিত হতে কোনও বাধা নেই। বাকি দুই ক্ষেত্রে উপপর্ব সম-মাত্রায় অবিভাজ্য, সেগুলির ক্ষেত্রে (নকল্ সে, শোউ খিন্ মজ্) ৩-১ বিন্যাস প্রয়োজন। মাত্রা গণনা করলে হয় :

সত্. ত্য. : মূল্. ল্য. । না. দি. : য়েই. ॥ সা. হিত্. : ত্যের্. । খ্যা. তি. : ক. রা. । চু. রি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ২

ভা. লো. : নয়্. । ভা. লো. : নয়্. ॥ ন. কল্. : সে. ॥ শোউ. খিন্. : মজ্. । দু. রি.

২ + ২ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ৪ + ৪ + ২

মিশ্রবৃত্ত ছন্দের যে বিশেষ গুণ শোষণ-ক্ষমতা, তা এই দৃষ্টান্তের ‘নকল সে শৌখিন মজদুরি’ অংশে চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রবোধচন্দ্রের মতো যোগ্য ছান্দসিক এটির কদর করতে না পেরে, যতিলোপের দ্বারা এখানে উৎক্ষিপ্ত ধ্বনির ঘর্ষণজনিত সৌন্দর্য ম্লান করার ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছেন।

১৩. র. থ. : যাত্. ত্রা. । লো. কা. : রণ্. ণ্য. ॥ ম. হা. : ধুম্. । ধাম্.

ভক্. তে. রা. : লু. টা. য়ে. : প. থে. ॥ ক. রি . ছে. : প্র. ণাম্.

(১১২, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম পদের প্রথম দুটি পর্বের মধ্যকার পর্বযতি লোপ করার বিধান আছে। আবার দ্বিতীয় পদেও পূর্ণ ও অপূর্ণ পর্বের মধ্যের যতিস্থানে পর্বযতি লোপ ঘটানোর প্রস্তাব। উপপর্বের অসমবিভাজনের সমস্যা কোনও ক্ষেত্রেই নেই, শব্দের মধ্যখণ্ডনে আপত্তির কারণে যতিলোপের বিধান।

স্বাভাবিক বিন্যাসে হয় :

ভক্. তে. : রা. লু. । টা. য়ে. : প. থে. ॥ ক. রি. : ছে. প্র. । ণাম্. ২ + ২ । ২ + ২ ॥ ২ + ২ । ২

অথবা

ভক্. তে. রা. : লু. । টা. য়ে. : প. থে. ॥ ক. রি. ছে. : প্র. । ণাম্. ৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

পর্বের আদিস্থিত ‘টা’ এবং ‘প্র’- এর অধিপ্রস্বর বজায় থাকা জরুরি।

১৪. ম. হা.: জ্ঞা. নী. । ম. হা. জন্. ॥ যে. প. থে. : ক. রে. গ. মন্.

(১১২, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

পর্বযতি লোপের বিধান। বিকল্পে নির্মিত যুক্তপদের রূপ হয় :

যে প থে ক রে গ মন্ ৩ + ৫

এই বিন্যাসে উচারণ করতে গেলে দেখা যায় 'যে পথে'-র 'থে' প্রসারিত করে এবং 'ক রে গমন'-এর 'ক.রে'-র উচ্চারিত রূপ সংশ্লিষ্ট হয়ে 'ক-রে' তে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কারণ 'যে প থে ক । রে গ মন্' এই বিন্যাসের স্বাভাবিক অধিপ্রস্বর-স্থান 'রে'-র ওপর।

১৫. আ. জি. কার্.। ব. সন্. তের্. ॥ আ. নন্. দ. অ.। ভি. বা. দন্.

(১১২, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

যতিলোপ-নির্দেশ এটি পরিণত হচ্ছে আ.নন্. দ. : অ. ভি. বা. দন্. ৩ + ৫

এখানেও উচ্চারণ হয়ে যাবে 'দ' প্রসারিত, 'অ. ভি.' সংশ্লিষ্ট হয়ে 'অ-ভি.'।

১৬. না. জা. নে. : অ. ভি. বা. দন্. ॥ না. জা. নে. : কু. শল্. ৩ + ৫ ॥ ৩ + ৩

পিত্. তৃ. নাম্. । শু. ধা. ই. লে. ॥ উদ্. দ্য. ত. : মু. ষল্. ৪ + ৪ ॥ ৩ + ৩

— এটি যতিলোপের ফলে নির্মিত বিন্যাস।

না. জা. নে. : অ. । ভি. বা. : দন্. ॥ না. জা. নে. : কু. । শল্.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ॥ ৪ + ২

পিত্. তৃ.: নাম্. । শু. ধাই. : লে । উদ্. দ্য. ত. মু. । ষল্.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ৩ + ১ । ২ = ৪ + ৪ + ॥ ৪ + ২

পূর্বে আলোচিত নিয়ম ইত্যাদির পুনরুক্তি না করে, উচ্চারণের প্রতি দিক-নির্দেশ করা যাক।

দ্বিতীয় বিন্যাসে উচ্চারণ করলে যে গাম্ভীর্য পাওয়া যায় এই পঙ্‌ক্তিদুটিতে, যতিলোপ-নির্দেশিত বিন্যাসে উচ্চারণ করলে সেই গাম্ভীর্যের বদলে একটি খেলো স্বর উঠে আসে। কারণ এ-বিন্যাস মানলে সম্মিতির ধার না ধেরে এলোমেলো বিক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে হয়।

১৭. আ. নন্. দ. : ম. । য়ীর্. : আ. গ. । ম. নে. ॥ আ. নন্. দে. : গি. । য়ে. ছে. : দেশ্. । ছে, য়ে.

৩ + ১ । ২ + ২ । ২ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৪ + ৪ + ২

হে. র. : ওই. । ধ. নীর্. : দু. । য়া. রে. ॥ দাঁ. ড়াই. : য়া. । কা. ঙা. : লি. নী. । মে. য়ে.

২ + ২ । ৩ + ১ ॥ ৩ + ১ । ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৪ + ৪ + ২

আ. জি. : এই. । উত্. স. : বের্. । দি. নে. ॥ ক. ত. : লোক্. । ফে. লে. : অশ্ .শ্রু. । ধার্.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৪ + ৪ + ২

গে. হ. : নেই. । স্নে. হ. : নেই. । আ. হা. ॥ সং. সা. : রে. তে. । কে. হ. : নেই. । তার্.

২ + ২ । ২ + ২ । ২ ॥ ২ + ২ । ২ + ২ । ২ = ৪ + ৪ + ২ ॥ ৪ + ৪ + ২

যতিলোপ নির্দেশ না গ্রহণ করলে উপরোক্ত বিন্যাস হয়।

যতিলোপ নির্দেশের ফলে তিনটি স্থানে বিন্যাস বদলে গিয়ে হয়েছিল :

আ. নন্. দ. : ম. য়ীর্. । আ. গ. : ম. নে. ॥

আ. নন্. দে. : গি. য়ে. ছে. : দেশ্. । ছে. য়ে.

হে. র. ওই. । ধ. নীর্, : দু. য়া. রে. ॥

এ প্রসঙ্গে সকল বিশ্লেষণ ও মন্তব্য পূর্বেকার ন্যায়। দুটি মাত্র মন্তব্য এখানে পেশ করা হলো : ১. ছন্দ ধ্বনির ক্রীড়া এবং তা দ্বারা কবিতা রচিত হয়। কবিতা রচনার অন্য উপকরণ হলো ভাষা ও ভাব। ছন্দ যখন ভাবের যোগ্য আধার হয়, তখন কবিতার সার্থকতা। কবিতাটির শুরুতে ‘আনন্দ ম। য়ীর্’ – এই ধ্বনিগুচ্ছে দ্বিতীয় পর্বের আদিতে থাকা ‘য়ীর্’- এর যে প্রস্বর-পাত, তা এই কবিতার প্রাণবস্তু। উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এই আবেগ সঞ্চারিত না হলে, কবিতাটি আর এগোয় না। যতিলঙ্ঘন তাই এখানে প্রকাশ-

লঙ্ঘনের ধৃষ্টতা করে ফেলে। ২. এই উদ্ধৃতির চতুর্থ পঙ্‌ক্তির ‘আহা’ এই কবিতার দ্বিতীয় প্রাণাবেগ-চাবি। সেটি আছে অপূর্ণ পর্বে। তাই ২ মাত্রার এই অপূর্ণ পর্ব কবিতার সর্বত্র মান না পেলে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ এই ২ মাত্রা প্রতি পঙ্‌ক্তিতে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একক হিসেবে, কবি যেভাবে তাকে রেখেছেন ছন্দ-পরিকল্পনায়, ঠিক সেভাবেই থাকা চাই। অপূর্ণ পর্ব এখানে অবরোহণের কাজ করছে। সুতরাং ‘ধনীর দু । য়ারে’, ‘আগ । মনে’ এভাবেই পড়তে হবে এগুলিকে। নতুবা ওই উচ্চারণ যখন ‘আহা’ পর্যন্ত আসবে, তখন তার ধার ক্ষয়ে যাবে।

এই মন্তব্য অনেকখানি শৈলীবিজ্ঞানের দিক ঘেঁষে চলে এসেছে। ছন্দ তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

১৮. এ. দুর্. : ভাগ্. গ্য. । দেশ্. : হ. তে. ॥ হে. মঙ্.: গল্. । ময়্. ⋯

মস্. তক্. তু. ⁝ লি. তে. দাও. ॥ অ. নন্. ত. আ. ⁝ কা. শে.

উ. দার্. আ. ⁝ লোক্. মা. ঝে. ॥ উন্. মুক্. ত. বা. ⁝ তা. সে.

(২৫৩, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)

উপপর্বের সমবিভাজন না ঘটার কারণে পর্বযতিলোপ নির্দেশ করেছেন। যদি ৩-১ বিন্যাসে বিভাজিত করা হয়, পর্ব নিটোল থাকায় কোনও বাধা থাকে না । সে-বিন্যাসে এরূপ হয় :

মস্. তক্. : তু. । লি. তে. : দাও. ॥ অ. নন্. ত. : আ. । কা. শে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

উ. দার্. : আ. । লোক্. : মা. ঝে. ॥ উন্. মুক্. ত. : বা. । তা. সে.

৩ + ১ । ২ + ২ ॥ ৩ + ১ । ২

পর্বের আদিস্থিত অধিপ্রস্বর এই বিন্যাসে রুদ্ধ হয় না। ছন্দের স্বাভাবিক গতি ও অভিপ্রেত উচ্চাবচতা বজায় থাকে।

ঘ. **অণুযতি ও অণুযতিলোপ : পুনর্বিচার**

'দল' প্রসঙ্গে আলোচনায় 'দলযতি' বা 'অণুযতি'র সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায় *ছন্দ পরিক্রমা* বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে। উচ্চারণকালে প্রত্যেক দলের পরে যে অতি সামান্য বিরতি ঘটে, তাকে তিনি 'দলযতি বা অণুযতি' বলে অভিহিত করেছেন (২৮-২৯)।

'অণুযতিলোপে'র উল্লেখ পাওয়া গেল *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*-য় (২৩-২৪)। তাঁর মতে, সব রীতির ছন্দে নয়, 'কোনও বিশেষ রীতির ছন্দ, প্রধানতঃ অণুযতিলোপের উপরেই নির্ভর করে'। অণুযতিলোপের উদাহরণ হিসেবে যে দুটি কবিতাখণ্ড বিশ্লেষণ করেছেন, তার মধ্যে একটি মিশ্রবৃত্ত ও একটি সরলবৃত্ত ছন্দে রচিত। অন্য একটি মিশ্রবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, সেখানে অণুযতিলোপ ঘটেনি।

মিশ্রবৃত্ত ছন্দে অণুযতিলোপের উদাহরণটি হলো :

এ-ক্ দি-ন্। এ-ই দে. খা। হ. য়ে যা . বে। শে-ষ্

প. ড়ি বে ন : য়-ন্ প. রে। অন্. তি-ম্ নি : মে-ষ্

এখানে অণুযতি লোপের চিহ্ন হাইফেন (-)। অর্থাৎ তাঁর মতে 'এক্', 'দিন্','এই', 'শেষ্', 'অন্','তিম্' এবং 'মেষ্' — এই দলগুলির ক্ষেত্রে অণুযতিলোপ ঘটেছে।

সরলবৃত্ত ছন্দের যে দৃষ্টান্ত অণুযতিলোপের উদাহরণ হিসেবে রেখেছেন, সেটি :

সূ-র্. য চ : লে-ন্ ধী রে ।। স-ন্. ন্যা সী। বে শে ইত্যাদি।

'সূর্','লেন্', 'সন্' ইত্যাদি দলে অণুযতিলোপের প্রস্তাব আছে।

ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics) অনুসারে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে তবে আমরা কথা বলি। মানুষের বাগযন্ত্র (Organs of Speech)-ই কবিতা পাঠ বা আবৃত্তির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা নেয়। উচ্চারণ ধ্বনিবিজ্ঞান (Articulatory Phonetics)

যে কেবল উচ্চারণের বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা দেয়, তা নয়, ধ্বনি-প্রতিবেশে উচ্চারণের তারতম্য চিহ্নিত করে। ধ্বনি-জোট বা অক্ষর = দল (Syllable)–এর চেহারাটিও চিহ্নিত করে। কবিতা উচ্চারণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। ধ্বনিতরঙ্গ বিজ্ঞান (Acoustic Phonetics) অনুসারে বাতাসে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় ছন্দের যতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার আপাত পরিমাপ প্রয়োজন বলে ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অনুযতির ক্ষেত্রে কবিতার ভাষা অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগ, ছন্দ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান হয়ে ওঠে বলার থেকে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রিত রূপটি গুরুত্ব পাবে। তাই ব্যক্তিগত উচ্চারণ প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের স্বকীয় অভিমতের দিকে চালিত করে। কবিতার ভাব (idea) প্রকাশের বিষয়টি যে যুক্ত থাকে না সেকথা বলা যায় না। ছন্দের যতি নিয়ে ব্যাকরণের কাঠামোটির কথা ভাবলে, ব্যক্তিগত উচ্চারণ প্রকৃতির থেকে ছন্দ প্রকাশের নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজনটিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সামগ্রিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভ পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে পাদটীকা অধ্যায়ের শেষে রাখা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রসঙ্গগুলির বিস্তারিত তথ্য পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক প্রাথমিক বিষয় জানানো হয়েছে। বাংলা ভাষায় ছন্দতত্ত্ব চর্চার পূর্ব- ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি ও সংগঠনের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা ছন্দের সাধারণ নিয়ম দৃষ্টান্তসহ সংক্ষেপে বিধৃত হয়েছে। এই তিন ভাষার ছন্দরীতিগুলিতে নির্দেশিত যতিনিয়মগুলির উল্লেখ আছে এবং প্রসঙ্গত যতিলোপ বিষয়টি প্রাথমিক স্তরে উত্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মূলত প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দোধারণার বিবর্তনের গতিরেখা সংক্ষেপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সমসাময়িক কবি-ছান্দসিকদের ছন্দোধারণার কিছু উল্লেখ আছে। যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বিষয়ে তাঁর সমসাময়িকদের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে একটি তালিকা পেশ করা হয়েছে। তালিকায় সেই উদাহরণগুলি আছে, যেখানে যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের কারণে এবং উপপর্বের অসমবিভাজনের কারণে প্রবোধচন্দ্র-নির্দেশিত উপযতি, পর্বযতি ও পদযতির লোপ বা লঙ্ঘন ঘটার অবকাশ আছে। তালিকাটিতে চর্যাপদ থেকে বিশ শতকের সাতের দশক অব্দি লিখিত কবিতার নির্বাচিত দৃষ্টান্তের ছন্দ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্থাৎ এই অধ্যায়ে *ছন্দ পরিক্রমা* (প্রথম প্রকাশ ১৩৭২ / ১৯৬৬। বর্তমান মুদ্রণ ২০০৭) এবং *নূতন ছন্দ পরিক্রমা* (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬। বর্তমান মুদ্রণ ২০১১) বইদুটিতে প্রবোধচন্দ্র সেন যে ক-টি উদাহরণে যতিলোপ নির্দেশ করেছেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করে এবং ছন্দোনিয়ম প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পেশ করার চেষ্টা করা হলো :

১. কেন ও কীভাবে যতিলোপ ছন্দোরীতির অত্যাবশ্যক শর্ত / নিয়ম পালনে ব্যর্থ হয়েছে, তার তাত্ত্বিক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা

২. কোন সমস্যার কারণে প্রবোধচন্দ্র যতিলোপ নির্দেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটির সনাক্তকরণ

৩. সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান-সূত্র

ক.

প্রবোধচন্দ্র মূলত দুটি কারণে যতিলোপের ধারণার অবতারণা করেছিলেন। ১. ছন্দের ক্ষেত্রে শব্দের অর্থগত দিকটিকে প্রয়োজনের অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে শব্দের মধ্যখণ্ডনে যারপরনাই সঙ্কট বোধ করেছেন। ২. আবৃত্তির সময়ে যে বিরতি দেওয়া হয়, সেটিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে, ছন্দ-গঠনে তার প্রভাব আরোপ করতে চেয়েছেন।

এ বিষয়ে কতগুলি ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া জরুরি —

১. আবৃত্তি করার সময়ে ছন্দের মূল কাঠামো রক্ষা করে পাঠ বা আবৃত্তি করা হয়, ছন্দকে রক্ষা করার দায় সেখানে নেই; ফলে বহু সময়েই এই উচ্চারণ কম-বেশি ভিন্ন হতে পারে ছন্দের গণিতের থেকে। এবং এটি এতই অনির্দিষ্ট যে তার উপর নির্ভর করে ছন্দের গাণিতিক হিসেব বদল বা বিপর্যস্ত করা চলে না।

২. শব্দের মধ্যখণ্ডন কোনও ‘ব্যতিক্রম’ বা ‘বিরল’ প্রয়োগ নয়, বাংলা কবিতার সব পর্বেই এটি সুপ্রচলিত। তাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোনও ব্যবস্থা বা নতুন নিয়মের প্রয়োজন নেই।

৩. যতিলোপের নিয়ম তৈরি করতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্রের স্ব-নির্মিত গাণিতিক হিসেব তাঁর দ্বারাই স্থানে স্থানে লঙ্ঘিত হয়েছে। অতএব বিষয়টি পুনর্বিচার করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনকে যদি সমস্যা বা সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তার সমাধান যতিলোপ দ্বারা হতে পারে না। এ বিষয়ে কারণ ও সমাধানের প্রয়াস করেছি।

১.শব্দের মধ্যখণ্ডন স্বীকার করতে হবে।

২. উপপর্বের অসমবিভাজন স্বীকার করতে হবে।

মধ্যখণ্ডন স্বীকার করলে কোনও সমস্যা হয় না, বরং যতিলোপের চেষ্টা করলেই সংকট হতে পারে। পদযতি লোপের নির্দেশ দিয়েছেন এমন একটি উদাহরণ এখানে আলোচনার জন্য রাখা হলো :

নি. জ. হস্. তে. । নির্. দয়্. আ. x ঘাত্. ক. রি. । পি. তঃ.

ভা. র. তে. রে. । সেই. স্বর্. গে. । ক. র. জা.গ. । রি. ত.

এখানে আঘাত শব্দটি দু ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে অর্ধযতি বা পদযতির কারণে। প্রবোধচন্দ্র এই স্থানে যতিলোপের নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমরা যদি আ # ঘাত এভাবেই উচ্চারণ করি, টের পাব যে প্রস্বর ‘ঘাত্’ এই দলের ওপরেই পড়ছে। যেহেতু এটি একটি পর্বের আদিতে আছে, তাই এই অধিপ্রস্বরটি গিলে নেওয়া যায় না। [প্রশ্ন উঠতে পারে, শব্দের মধ্যখানে অধিপ্রস্বর পড়া সম্ভব কিনা। এ বিষয়ে প্রবোধচন্দ্রের ব্যাখ্যাটিই উল্লেখ করি –“ কিন্তু পদ্যভাষায় ছন্দপর্বের প্রথম উপপর্বের আদিতে পড়ে অধিপ্রস্বর, অন্য উপপর্বের আদিতে উপপ্রস্বর। যদি কোনো দীর্ঘ শব্দের মধ্যে লঘুযতি স্থাপিত হয় তবে লঘুযতির পরবর্তী শব্দপর্বের আদিতেই পড়ে অধিপ্রস্বর আর প্রথম শব্দপর্বের আদিতে পড়ে উপপ্রস্বর” (১৫, নূতন ছন্দ পরিক্রমা)।] যতিলোপ করে ‘নির্দয় আঘাত করি’এক টানে উচ্চারণ করার চেষ্টা খুব সফল হবে না, জোর করে উচ্চারণ করলে শ্বাসবায়ুর সামান্য অভাব অনুভূত হবে, যা অন্য পর্ব এবং পদের ক্ষেত্রে ঘটছে না। উপরন্তু যতির অভাব ঘটালে অন্য পঙ্‌ক্তির স্বাভাবিক চাল্‌ের থেকে ভিন্ন হয়ে

গিয়ে এখানে ছন্দের গতি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

এই কবিতায় আরও একটি পঙ্‌ক্তি আছে, যেখানে অর্ধযতি / পদযতির স্থানে শব্দ খণ্ডিত হয়েছে

পৌ. রু. ষে. রে. । ক. রে. নি. শ. ॥ ত. ধা. নিত্‌. ত্য. । হে. থা.

দুটি পঙ্‌ক্তিতে লঘুযতি / পর্বযতিস্থানে শব্দ খণ্ডিত হয়েছে –

আ. পন্‌. প্রাঙ্‌. । গন্‌. ত. লে. । দি. ব. স. শর্‌. । ব. রী.

অ. জস্‌, স্র. স. । হস্‌. স্র. বি. ধ. । চ. রি. তার্‌. থ. । তায়্‌.

প্রবোধচন্দ্র এগুলির ক্ষেত্রে যতিলোপ নির্দেশ করেননি। কারণ, শব্দের মধ্যখণ্ডন ওই তিনটি ক্ষেত্রে সেই সমস্যার উদ্ভব ঘটাচ্ছে না, যা ঘটছে "নিজ হস্তে …" পঙ্‌ক্তিটিতে।

সমস্যা এই যে, একটি পর্ব দুটি সমান মাত্রার উপপর্বে বিভাজিত হয়, এই অবধারণটি এখানে খাটছে না। নি. জ. হস্‌. তে. । নির্‌. দয়্‌. আ. । ঘাত্‌. ক. রি. । পি. তঃ. –এখানে দ্বিতীয় পর্বটি সমান দুভাগে অর্থাৎ দুটি দ্বিদল উপপর্বে বিভাজিত হচ্ছে না। 'দয়্‌' দলটি অবিভাজ্য, ফলে তা 'নি জ : হস্‌ তে' -র মতো ২ + ২ মাত্রায় ভাগ না হয়ে , হচ্ছে ৩ + ১ মাত্রায় (নির্‌. দয়্‌. : আ.) । যদি 'আপন' উচ্চারণ না করে 'আপন্‌' উচ্চারণ করা হয়, তাহলে ওখানেও পর্বটি ৩ + ১ মাত্রায় (আ. পন্‌. : প্রাঙ্‌.) উপপর্বদুটি বিভাজিত হবে।

ছন্দ পরিক্রমা ও *নূতন ছন্দ পরিক্রমা* – এই দুটি ছন্দোগ্রন্থে প্রবোধচন্দ্র-কৃত যতিলোপের সব ক-টি দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে এবং পূর্ববর্তী (চতুর্থ) অধ্যায়ে তালিকায় সংকলিত চর্যাপদ থেকে বিশ শতকের সাতের দশক —এই পরিসরের নির্বাচিত উদাহরণগুলির ছন্দোবিশ্লেষ করে এই সম্ভাব্য সমাধানের পথ পেয়েছি যে, যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের কারণে পর্বযতি ও পদযতি লঙ্ঘন করার কোনও আবশ্যকতা নেই। এবং উপপর্বের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে পর্বমাত্রার সমবিভাজন না করে কবি-লিখিত তথা কবি-অভিপ্রেত ধ্বনিগুচ্ছের চাল অনুযায়ী উপযতি স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র* বইতে পর্বের বিভাজ্য অংশগুলিকে 'পর্বাঙ্গ' নামকরণ করে এ মত পোষণ করেছিলেন, "প্রত্যেকটি পর্ব দুইটি বা তিনটি পর্বাঙ্গের সমষ্টি"(২৬)। ৩ টি পর্বাঙ্গ বা উপপর্ব তিনি দেখিয়েছেন পয়ারবন্ধের ক্ষেত্রে। প্রবোধচন্দ্রও একটা সময়পর্বে তাই-ই করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মিশ্রবৃত্ত ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪ ধার্য করেন ও সেটিকে দুই উপপর্বে বিভাজ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেন। প্রবোধচন্দ্র-কৃত পদ বিভাজন, পর্ব বিভাজন ও উপপর্ব-বিভাজন স্পষ্টভাবে ছন্দোসূত্র নির্মাণ করেছে, তাই তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেবল অঙ্ক মিলিয়ে যান্ত্রিকভাবে উপপর্বের সমমাত্রাবিভাজন দোষমুক্ত নয়। এবং যতি লোপের দ্বারা তার সমাধান-চেষ্টাটিও ততোধিক সংকট উপস্থিত করে। অঙ্ক না মিললে বোর্ড মুছে দেওয়া কোনও প্রতিকার হতে পারে না। যতিলোপ তত্ত্বটি গ্রহণ না করে, বস্তুত তাঁর দেখানো পথেই সমাধান-সূত্র খুঁজতে চাইছি। তিনি প্রথম পর্বের প্রবন্ধে ও *ছন্দ পরিক্রমা* বইতে 'যৌগিক পর্ব' নামকরণ করে যতিলোপের দ্বারা মিশ্রবৃত্তের দুটি পর্বকে মিলিয়ে রেখেছিলেন ৩+৩+২ এই মাত্রা-বিন্যাসে । তাঁর শেষতম ছন্দোগ্রন্থ *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*–য় 'যুক্তপর্বক পদ' (২১) বলে অভিহিত করেন। ওই বইতে অধিপ্রস্বর ও উপপ্রস্বরের অবস্থান সূত্রে একটি বিশ্লেষণ-উদাহরণ (১৬)আছে । সেটি পুনরায় বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা দ্বারা আমার বক্তব্য স্পষ্ট করা যাক —

হে মোর : দুর্ভাগা : দেশ ॥ যাদের : করেছ : অপ । মান
অপ : মানে । হতে : হবে ॥ তাহা : দের । সবার : সমান

৩+৩+২ এর পরিবর্তে ৩ +১ ॥ ৩ +১ এই মাত্রাবিন্যাস করলে যতিলোপ না ঘটিয়ে দুটি পর্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। উচ্চারণেও কোনও বাধা থাকে না।

হে. মোর্. : দুর্. । ভা. গা. : দেশ্, ॥ যা. দের্. : ক । রে. ছ. : অ. প. । মান্.
অ. প. : মা. নে. । হ. তে. : হ. বে. । তা. হা. : দের্, । স. বার্. : স. । মান্.

‘যতিলোপ’ প্রসঙ্গ অবতারণা সূত্রে তিনি একস্থানে লিখেছেন ‘…পার্থক্য শুধু এই যে, কবির প্রয়োজনমতো স্থলে-স্থলে পর্বযতি লোপ করা হয়েছে … যেসব স্থলে এরূপ পর্বযতির লোপ ঘটেছে, সেসব স্থলে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ রক্ষার প্রয়োজনে আমাদের রসনা পর্বযতির স্বাভাবিক অবস্থানকে লঙ্ঘন করে স্বতঃই একটানা অগ্রসর হয়ে চলে। ধ্বনির এরকম অবিচ্ছিন্ন গতির ফলে ছন্দতরঙ্গের একঘেয়েমি দূর হয়ে বেশ একটু অভিনবত্ব দেখা দেয়। কবির ভাবপ্রকাশের সুযোগও প্রশস্ত করে’ (২১, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*)। বোঝা যাচ্ছে, তিনি পর্ব ও উপপর্ব বিভাজন-স্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনকে ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখেছেন এবং কবির স্বাধীনতা (poetic licence) নেওয়ার উদাহরণ বলে শনাক্ত করেছেন। উপরন্তু তিনি মনে করেছেন, যতিলোপের ফলে যে নিস্তরঙ্গতা তৈরি হয়, তা ছন্দের পক্ষে উপকারী।

এক্ষেত্রে তিনটি অবধারণের কোনওটিই ত্রুটিহীন নয়। পরবর্তী অংশে অভিমত পেশ করা হলো।

খ.

১. ‘চর্যাপদ’ থেকে সাম্প্রতিকতম বাংলা কবিতা অবধি সকল ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেই উপপর্ব ও পর্ব (তার কারণে কখনও কখনও পদ) বিভাজনের স্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং তা বিরল বা ব্যতিক্রমী প্রয়োগ নয়। উপপর্বের অসমবিভাজনও অতিচলিত প্রয়োগ।

২.এগুলি ছন্দের স্বাভাবিকপ্রক্রিয়ার অঙ্গ বলেই,আলাদা করে ‘ভাবপ্রকাশের সুযোগ’ প্রশস্ত হওয়ার কোনও বিশেষ পরিসর এর দ্বারা খুলে যায় না, তার দরকারও পড়ে না। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা জরুরি – শব্দ, শব্দের অর্থ, অর্থ-তাৎপর্য, বিষয়-অনুষঙ্গ; ধ্বনির আবেদন, ধ্বনিপ্রভাব; ছন্দ, ছন্দের নির্দিষ্ট ধারণবৃত্তি ও দোলন সঞ্চারের দ্বারা ধ্বনির উচ্চাবচতা সৃষ্টির প্রবণতা ইত্যাদি সবই কবিতা রচনার সরঞ্জাম, কবিতায় ভাবপ্রকাশের প্রাকরণিক উপকরণ, এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র একটির উপর নির্ভর

করে তার ওপর ভাবপ্রকাশের বরাত দেওয়া সচেতন কবির কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া হতে পারে না।

৩. যেহেতু এগুলি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বহুলপ্রচলিত প্রয়োগ, তাই এগুলি প্রয়োগের দ্বারা ছন্দগত কোনও 'বিশেষ পরিস্থিতি' তৈরি হয় না। আসলে এর মধ্যে কোনও অভিনবত্ব নেই। ছন্দের যা কাজ, তারই অন্তর্গত শব্দের মধ্যখণ্ডন ও উপপর্বে মাত্রার অসমবিভাজন। এগুলি আদতে একপ্রকার সূক্ষ্ম ছন্দোবৈচিত্র সৃষ্টির অবকাশ দেয়। তিনি বলছেন, কবির প্রয়োজনে তাঁর তৈরি করা যতিলোপ নিয়মটি প্রয়োগের ফলে উচ্চারণ 'পর্বযতির স্বাভাবিক অবস্থানকে লঙ্ঘন করে স্বতঃই একটানা অগ্রসর হয়ে চলে। ধ্বনির এরকম অবিচ্ছিন্ন গতির ফলে ছন্দতরঙ্গের একঘেয়েমি দূর হয়ে বেশ একটু অভিনবত্ব দেখা দেয়।' (২১, *নূতন ছন্দ পরিক্রমা*) আর এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য :

' সারাদিন । দহে । তিয়া । ষা
বারেক না । দেখি উহা । রে ।
অসময়ে । লয়ে কী আ । শা
অকারণে আসে দুয়া । রে ॥

অমূল্যবাবু বলেন, এর প্রথম দুই কলায় চার চার আট এবং শেষের কলায় এক মাত্রার ছন্দ কৃত্রিম শুনতে হয়। বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে খণ্ডিত করা হচ্ছে বলে তাঁর কাছে এটা কৃত্রিম ঠেকছে। কিন্তু ছন্দের ঝোঁকে অখণ্ড শব্দকে দুভাগ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এরকম তর্কে বিশুদ্ধ হাঁ এবং না-এর দ্বন্দ্ব, কোনো পক্ষে কোনো যুক্তিপ্রয়োগের ফাঁক নেই। আমি বলছি কৃত্রিম শোনায় না, তিনি বলছেন শোনায়। আমি এখনো বলি, এইরকম কলাভাগে এই ছন্দে একটি নূতন নৃত্যভঙ্গি জেগে ওঠে, তার একটা রস আছে' (১৪৫, *ছন্দ*)। রবীন্দ্রনাথ 'কলা' শব্দে পর্ব বুঝিয়েছেন, 'কলাভাগ' শব্দটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন একটি অখণ্ড শব্দকে দুই পর্বে বিভাজিত করা এবং জানিয়েছেন যে তাঁর মতে এর ফলে ছন্দে 'নূতন নৃত্যভঙ্গি' জাগে। স্পষ্টতই প্রবোধচন্দ্রের ধারণার সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ এই বয়ান। যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন প্রসঙ্গে ঠিক এই মতই পোষণ করেন দিলীপকুমার রায় :

‘বলা বাহুল্য এ-ভঙ্গি ছন্দকে ঈষৎ অসহজ বা বন্ধুর করে। কিন্তু ঠিক সেইজন্যেই বাংলা ছন্দে কবিদের কাছে মধ্যখণ্ডনের তেম্‌নি আদর যেমন ইংরাজি কবিদের কাছে আদর — অসহজ মডুলেশনের। ⋯ বাংলা ছন্দে যুগ্ম অযুগ্মধ্বনির সমাবেশ-বৈচিত্র, বিশ্লিষ্ট- সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ও মধ্যখণ্ডন — এই ত্রয়ী হ’ল ছন্দবৈচিত্র্যের তিনটি প্রধান কৌশল’(১৩২, *ছান্দসিকী*)।

৪.’স্বতঃই একটানা অগ্রসর’ হওয়া ছন্দের আবশ্যকতার মধ্যে পড়ে না, বরং উল্লিখিত নিস্তরঙ্গতা ছন্দের পক্ষে ক্ষতিকর যেহেতু তা ছন্দের স্বভাবধর্মের ও তার প্রক্রিয়াগত ভূমিকার বিপরীত। ধ্বনির চলনকে স্তিমিত করা ছন্দের কাজ নয়।

ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণে ধ্বনিসাম্য ও উচ্চাবচতার নির্দিষ্ট ভারসাম্য থাকে, এবং তা নিয়ন্ত্রিত হয় বিরতি বা যতির দ্বারা। ধ্বনির সাম্য ও তার উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা, ধ্বনি ও যতির মধ্যেকার টানাপড়েন — একাধিক স্তরে এইসব বিপরীত শক্তির প্রক্রিয়াকে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করে, ধ্বনির চলনে এক বিশেষ চর্চিত ওঠাপড়া-নির্মাণ করে একটি সাধারণ বাক্যকে পদ্যপঙ্‌ক্তিতে রূপান্তরিত করে ছন্দ। গদ্য বাক্যের চলন ও গতির থেকে ভিন্ন এক নিজস্ব ধ্বনি-যতি-বিন্যাস তৈরিই ছন্দের মূল স্বারূপ্য-লক্ষণ।

ফলে, যতি ও ধ্বনি – ছন্দের এই দুটি অঙ্গের মধ্যে কোনও একটিকে সাময়িকভাবেও অচল করা যায় না। তেমনটি করা হলে ছন্দোবদ্ধ রচনার অঙ্গহানি ঘটে। তাই যতিলোপের দ্বারা ছন্দোবদ্ধ রচনার কোনও অংশকে ‘স্বতঃ একটানা’ নিস্তরঙ্গ ‘অগ্রসরে’ চালিত করা হলে তা আসলে ছন্দকেই পঙ্গু করে দেয়। যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন বা উপপর্বের অসমবিভাজনের কারণে নয় — যতি লঙ্ঘন করলে ছন্দের মূল কাঠামোটি আক্রান্ত হয়, তখনই ছন্দের শরীরে প্রকৃত ব্যঘাত ঘটে।

৫. ছন্দপ্রক্রিয়ার যে নানা কৌশল, তারই অন্তর্গত শব্দের মধ্যখণ্ডন ও উপপর্বে মাত্রার অসমবিভাজন। এগুলি আদতে একপ্রকার সূক্ষ্ম ছন্দোবৈচিত্র সৃষ্টির অবকাশ দেয়। এই প্রয়োগগুলির ফলে ধ্বনিখণ্ড

স্থানান্তর ও সংমিশ্রণের দ্বারা বন্টনের পৃথক পৃথক নকশা তৈরি হয়, যা ধ্বনিপরিমাণের সাধারণভাবে নির্দিষ্ট-করে-দেওয়া ভূমিকার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ছন্দের মূল কাঠামো-অবয়বের মধ্যে ছোট ছোট অন্তর্বুনন, যার দ্বারা অভিপ্রেত উচ্চাবচতার সূক্ষ্ম অভিঘাত তৈরি করার অবকাশ পান কবিরা।

৬. মূলত যে দুটি সমস্যা সমাধানের কল্পে প্রবোধচন্দ্র যতিলোপের নিয়ম প্রস্তুত করেছিলেন, সে-দুটি বাংলা ছন্দের সমস্যাই নয়। সম্ভবত ছন্দ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে অতিচিন্তাশীলতা ও সতর্কতার কারণে এদুটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। ফলত, যতিলোপ কোনও উপায়েই বাংলা ছন্দের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি নয়।

৭. যতিস্থানে শব্দের মধ্যখণ্ডন এবং উপযতির অসমবিভাজন বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক প্রবণতা এটি বুঝে নেওয়া এবং স্বীকার করাই এর সমাধান।

তথ্যসূত্র

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছন্দ*, তৃতীয় সং। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৬

রায়, দিলীপকুমার।*ছান্দসিকী* | কলকাতা : দি কাল্‌চার পাবলিশার্স, ১৩৪৭

মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন। *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০

সূরি, গঙ্গাদাস। *ছন্দোমঞ্জরী*। অনু. ভট্টাচার্য, রামধন। কলকাতা : মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৩৫

সেন, প্রবোধচন্দ্র। *ছন্দ জিজ্ঞাসা*। কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭২

ছন্দ পরিক্রমা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, ২০০৭

নূতন ছন্দ পরিক্রমা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

গ্রন্থপঞ্জি

আচার্য, পিঙ্গল। *ছন্দঃসূত্রম্*। অনু. ভট্টাচার্য, সীতানাথ। কলকাতা : ছাত্র - পুস্তকালয়, ১৯৩১

কালিদাস (তথাপ্রচলিত)। *শ্রুতবোধঃ*, দ্বিতীয় সং। অনু. বিদ্যারত্ন, গুরুচরণ। কলকাতা : সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১৩১৫

গবেষণা পরিষদ। সম্পা. বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। *বাংলা ছন্দ সমীক্ষা*। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭

ঘোষ, শঙ্খ । *ছন্দের বারান্দা*। কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭১

চক্রবর্তী, উদয়কুমার । "কবিতার ভাষায় স্বরস্বনিম", *এবং মুশায়েরা,* কবি ও কবিতা বিশেষ সংখ্যা, শারদীয় ১৪১২। পৃ: ৩৭৩- ৩৮২

চৌধুরী কামিল্যা, মিহির। *নরহরি চক্রবর্তী জীবনী ও রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড। বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ । *ছন্দ*, তৃতীয় সং। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৬

তেওয়ারি, রামবহাল । *রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বাঞ্চলীয় চার ভাষার ছন্দ*। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৩

দত্ত, সতেন্দ্রনাথ। *ছন্দ-সরস্বতী*। সম্পা. রায়, অলোক। কলকাতা : আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৭৪

ন্যায়রত্ন, রামগতি। *বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব*, দ্বিতীয় সং। চুঁচুড়া : ১২৯৪

বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়*, সপ্তম সং। হুগলী : কাশীনাথ ভট্টাচার্য, ১৮৯৮

ভট্টাচার্য, তারাপদ । *ছন্দোবিজ্ঞান*। কলকাতা : বি. জি. প্রিন্টার্স এন্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৮

ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ। *বাংলা ছন্দ*। কলকাতা : এম. সি. সরকার এন্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড্, ১৩৬২

মজুমদার, মোহিতলাল। *বাংলা কবিতার ছন্দ*, দ্বিতীয় সং। হাওড়া : বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৫

মুখোপাধ্যায়, অমূল্যধন । *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪০

রায়, দিলীপকুমার ।*ছান্দসিকী*। কলকাতা : দি কাল্চার পাবলিশার্স, ১৩৪৭

রায়, নন্দকুমার। *ব্যাকরণ দর্পণ*। কলকাতা : বঙ্গদেশীয় সোসাইটি, ১২৫৯

রায়, রামমোহন। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*। কলকাতা : স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮৪৫

রায়চৌধুরী, ভুবনমোহন। *ছন্দঃকুসুম*। কলকাতা : যদুনাথ ঘোষ, ১২৭০

সরকার, পবিত্র। *ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ*। কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৯

সূরি, গঙ্গাদাস। *ছন্দোমঞ্জরী*। অনু. ভট্টাচার্য, রামধন। কলকাতা : মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ১৯৩৫

সেন, নীলরতন। *বাংলা ছন্দবিবর্তনের ধারা*, দ্বিতীয় সং। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬

সেন, প্রবোধচন্দ্র। *ছন্দ জিজ্ঞাসা*। কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৭২

ছন্দ পরিক্রমা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সং। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিশিং হাউস, ২০০৭

নূতন ছন্দ পরিক্রমা। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

বাংলা ছন্দশিল্প ও ছন্দচিন্তার অগ্রগতি। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৯

Allen, Wilson Gay. *American Prosody* Octagon. New York : Octagon Books,1978

Bayfield, M. A. *The Measures Of the Poets*. Cambridge : University Press,1919

Churchyard, Henry. Vowel Reduction in Tiberian Biblical Hebrew as Evidence for a Sub-foot Level of Maximally Trimoraic Metrical Constituents. *Arizona Phonological Conference : Volume 2*, edited by S. Lee Fulmer et al., Department of Linguistics, University of Arizona, 1989. http: // hdl. Handle. Net / 10150/ 27254. Accessed 15 June 2018

Halhed, Brassey Nathaniel. *A Grammar of the Bengal Language*. Hoogly : Endors Press, 1778

Hall, Morris ; Vergaund, Jean- Roger. *An Essay On Stress Current Studies in Linguistics*. Massachusetts : MIT,1990

Holme, James William. *English Prosody*. Bombay, Calcutta, Madras, London, New York : Longman Green and Co.,1922

Leech, N. Geoffrey. *A Linguistic Guide To English Poetry.* Harlow : Longman Group Limited,1983

Saintsbury, George. *Historical Manual of English Prosody*. London, Bombay, Calcutta, Madras, Melbourne : Macmillan and Co.Limited, 1930

আকর গ্রন্থ তালিকা

আচার্যচৌধুরী, রমেন্দ্রকুমার। *কবিতা সমগ্র*। কলকাতা : দি সী বুক এজেন্সি, ২০১৩

ইসলাম, নজরুল। *সঞ্চিতা*। কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ২০০২

কাঞ্জিলাল, পার্থপ্রতিম। *কথাজাতক*, পঞ্চম সংকলন। সম্পা. গুপ্ত, অমিতাভ। কলকাতা : জ্যৈষ্ঠ ১৪১০

কাহ্নপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

কাহ্নুপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

কুক্কুরীপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

গাঙ্গুলি, মানিকরাম। *ধর্মমঙ্গল*। সম্পা. দত্ত, বিজিতকুমার; দত্ত, সুনন্দা। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

শ্রেষ্ঠ কবিতা। ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩

গুণ্ডরীপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. রায়, আলোক। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

গুপ্ত, বিজয়। *মনসামঙ্গল*। সম্পা. বিশ্বাস, অচিন্ত্য। কলকাতা : অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৯

গুপ্ত, মণীন্দ্র।*কবিতাসংগ্রহ*। কলকাতা : আদম, ২০১১

গুহ, কালীকৃষ্ণ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

গোবিন্দদাস। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

গোস্বামী, জয়। *কবিতাসংগহ*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০

ঘোষ, শঙ্খ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

কবিতা সংগ্রহ ১। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ১৩৮৭

চক্রবর্তী, অমিয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০২

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

চক্রবর্তী, মুকুন্দ। *চণ্ডীমঙ্গল*। সম্পা. সেন, সুকুমার। কলকাতা : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৭

চক্রবর্তী, সুব্রত। *কবিতা সংগ্রহ*। কলকাতা : পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৫

চক্রবর্তী, ভাস্কর। *দেশ-এর কবিতা ১৯৮৩-২০০৭*। সম্পা. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১

চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

চণ্ডীদাস।*বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

চণ্ডীদাদ পদাবলী। কলকাতা বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৯৬

চৌধুরী, গৌতম।*কলম্বাসের জাহাজ*। কলকাতা : রাবণ, ২০১৬

জ্ঞানদাস। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. সোম, শোভন। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গীতবিতান,* অখণ্ড সংস্করণ। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০

রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০২

রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৫

রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৫

রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড । কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৪৮

সঞ্চয়িতা। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬২

দত্ত, অজিত। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ। *আধুনিক বাংলা কবিতা*। সম্পা. বসু, বুদ্ধদেব। কলকাতা : এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮

কুহু ও কেকা। কলকাতা : অজিত শ্রীমানী, ১৯৪১

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০১

দত্ত, সুধীর। *কবিতাসংগ্রহ*। কলকাতা : আদম, ২০১২

দাশ, জীবনানন্দ। *মহাপৃথিবী*। কলকাতা : সিগনেট প্রেস, ১৪১৫

দাশ, রণজিৎ। *ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা*। কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৩

দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন। *কবিতাসংগ্রহ,* দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু। *কবিতা সমগ্র*। কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী, ২০০৯

দাশগুপ্ত, মৃদুল। *কবিতাসমগ্র*। কলকাতা : সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১৫

দাস, দিনেশ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩

দাস, বলরাম। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

দে, বিষ্ণু। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫

দেবী, প্রিয়ম্বদা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

দেবী, সরোজকুমারী। *উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

দেবী, স্বর্ণকুমারী। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

পণ্ডিত, শরৎচন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. সিংহরায়, গোরা। কলকাতা : ভারবি, ২০০২

বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণানিধান। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. বসু, সুশান্ত। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন। *অনুবর্তন*, সপ্তদশ বর্ষ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত। কলকাতা : চৈত্র ১৪১৪

বসু, উৎপলকুমার। *কবিতা সংগ্রহ*। কলকাতা : দে'জ পাবলিকেশন, ২০০৬

বসু, গৌতম। *কবিতাসংগ্রহ*। কলকাতা : আদম, ২০১৫

বসু, ফল্গু। *কবিতা সমগ্র*। কলকাতা : রাবণ, জানুয়ারি, ২০২০

বসু, বুদ্ধদেব। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫

বসু, মানকুমারী। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

বাগচী, যতীন্দ্রমোহন। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

বিদ্যাপতি। *বৈষ্ণব পদসঙ্কলন*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৯

বীণাপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

ভট্টাচার্য, কমলাকান্ত। *শাক্ত পদাবলী*। সম্পা. রায়, অমরেন্দ্রনাথ। কলকাতা : কলিকাতা বিস্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

ভট্টাচার্য, সঞ্জয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি ২০০১

ভট্টাচার্য, সুকান্ত। *ছাড়পত্র*। কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরি, ১৩৬২

ভুসুকপাদ। দাশ, নির্মল । *চর্যাগীতি পরিক্রমা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭

মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

মহাপাত্র, অনুরাধা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

মিত্র, দেবারতি। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০০

মুখোপাধ্যায়, বিজয়া। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০

মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ, ১৯৯৯

মুস্তোফী, নগেন্দ্রবালা।*ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং,২০০৬

রায়, অন্নদাশঙ্কর। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : বাণীশিল্প, ১৪০৩

রায়, কামিনী। *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য*। মুখোপাধ্যায়, অরুণ। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

রায়, তুষার। *কাব্যসংগ্রহ*। সম্পা. অজয় নাগ। কলকাতা : ভারবি, ২০০৩

রায়, সুকুমার। *সুকুমার সমগ্র*। কলকাতা : পত্রভারতী, ২০১৮

রায়গুণাকর, ভারতচন্দ্র। *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী*। সম্পা. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ; দাস, সজনীকান্ত। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯

রাহা, অশোকবিজয়। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি, ১৯৯২

রুদ্র, সুব্রত। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০০

সরকার, অরুণকুমার। *কবিতাসমগ্র*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩

সরকার, যোগীন্দ্রনাথ। *ছড়া সমগ্র*। কলকাতা : কালিকলম, ২০০৩

সরকার, সুবোধ। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

সিংহ, কবিতা। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮

সেন রজনীকান্ত। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। সম্পা. ঘোষ, বারিদবরণ। কলকাতা : ভারবি, ২০০১

সেন, রামপ্রসাদ। *শাক্ত পদাবলী*। সম্পা. রায়, অমরেন্দ্রনাথ। কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০

সেন, স্বদেশ। *আপেল ঘুমিয়ে আছে*। জামশেদপুর : কৌরব প্রকাশনী, ২০১৮

সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রনাথ। *মরীচিকা*। কলকাতা : ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৩৩০